হিতকরী সভা
স্ত্রী-শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

হিতকরী সভা
স্ত্রী-শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

বসন্তকুমার সামন্ত এম. এ., পিএইচ. ডি.
অধ্যক্ষ, হুগলি মহসীন কলেজ

সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৬

Hitakari Sabha
Stri-Siksha O Tatkalin Bangasamaj
by Dr. Basanta Kumar Samanta

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৯৪ । নভেম্বর ১৯৮৭

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যালোক । ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট । কলকাতা ৬

প্রকাশন-সহযোগিতায় : ডাঃ সুকুমার সাহা
সম্পাদক, উত্তরপাড়া হিতকরী সভা

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স । ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন । কলকাতা ৬

'বন্দিনী বামা'র প্রতিরূপা

আমার জনম-দুখিনী স্বর্গতা মাকে-

ভূমিকা

ল্যাটিন ভাষায় যাকে **siecle mirabilis** বলা হয়, আমাদের জাতীয় জীবনে উনবিংশ শতাব্দী ছিল তাই। এটি ছিল এক বিস্ময়কর যুগ। এ-যুগে আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যাশ্চর্য সব রূপান্তর ঘটেছিল। শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি সকল ক্ষেত্রেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের মানুষকে ওই শতাব্দীর গোড়ার দিকের মানুষের নিরিখে চেনা সহজ ছিল না,—বিশেষ করে বন্দিনী বামাকে। ওই শতাব্দীর শেষার্ধেই ঘটেছিল অজ্ঞানতার তিমিরে অবগুণ্ঠিতা বন্দিনী বামার মুক্তি। বন্দিনী বামার মুক্তিসংগ্রামে উনিশ শতকের ষাটের দশকে আলোকস্তম্ভরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল উত্তরপাড়া হিতকরী সভা। তারপর শুরু হয়েছিল তার অপ্রতিহত জয়যাত্রা।

উত্তরপাড়া ছিল এক গণ্ডগ্রাম। কিন্তু এই গণ্ডগ্রামকে শিক্ষা-সংস্কৃতির মহাপীঠে পরিণত করেছিলেন উত্তরপাড়ার উদারপ্রাণ বিদ্যা-বিলাসী জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। 'জমিদার' অভিধা দেখে মনে হবে, বুঝি বা তিনি কোন জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করে ধনীর দুলাল হিসাবে মানুষ হয়েছিলেন। মোটেই তা নয়। তিনি ও তাঁর পিতা জগমোহন উভয়েই ছিলেন সরকারী ফৌজী বিভাগের সামান্য কেরানী। তারপর জয়কৃষ্ণের বিচিত্র জীবনে আসে এক ক্রান্তিকাল, খুব আপতিকভাবে। কিছুদিন তিনি বিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন হুগলি কোর্টে সেরেস্তাদারের কাজে। এখানকার কাজে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে জমিদার, মহাজন ও গোমস্তা এই তিনের জোট হচ্ছে প্রজার সর্বনাশের কারণ। তিনি নিজে এক আদর্শ জমিদার হবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। কথায় বলে, যার আছে ঐকান্তিক বাসনা, ঈশ্বর হন তার সহায়। জয়কৃষ্ণের বেলাতেও তাই ঘটেছিল। তিনি ক্রমে এক বিরাট জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন। ছয় জেলায় অবস্থিত তাঁর জমিদারীর আয়তন ছিল চার লক্ষ বিঘা। তাঁর বিরাট জমিদারীর

প্রত্যেক প্রজার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। প্রত্যেক প্রজাকেই তিনি চিনতেন এবং ব্যবস্থা করেছিলেন যে তিনি সদরে বা মফস্বলে যখন যেখানেই থাকুন না কেন, সকল প্রজাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবে। তাদের খাওয়া-দাওয়া ও অবস্থানের জন্য তিনি অতিথিশালা স্থাপন করেছিলেন। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সজ্জন ব্যক্তি। কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তিনি তাঁর পিতা বা পিতামহ কর্তৃক অনুসৃত নীতি অনুযায়ী বহু বিবাহ করেননি ; এক ধর্মপত্নীতেই অনুরক্ত ছিলেন। সমকালীন অন্য জমিদারদের মতো তিনি বিলাসিতার পীঠস্থান কলকাতা শহরে কোন স্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করেননি। নিজ পল্লী উত্তরপাড়ায় বাস করে তিনি উত্তরপাড়ার উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সারা জীবনে জয়কৃষ্ণ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। তিনি নিজে স্কুলে পড়ার তেমন বিশেষ সুযোগ পাননি ; তবে ব্যক্তিগত চেষ্টাতেই তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেজন্য শিক্ষার মূল্য তিনি ভালোভাবেই বুঝতেন। স্কুল-কলেজ স্থাপন ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাকে জয়কৃষ্ণ তাঁর জীবনের ব্রত করে নিয়েছিলেন। মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য তিনি যখন (১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে) প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, তা যদি সরকারী অনুমোদন পেত তাহলে বেথুন স্কুল এদেশে বালিকাদের শিক্ষার জন্য প্রথম সার্থক বিদ্যায়তনের গৌরব অর্জন করতে পারত না। দশটি ইঙ্গ-বঙ্গ বিদ্যালয়, চোদ্দটি বঙ্গবিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার জন্য একটি কলেজ (উত্তরপাড়া কলেজ) তিনি স্থাপন করেছিলেন। তা ছাড়া এদেশে তিনিই প্রথম নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই গ্রন্থাগারের কথা 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র একাদশ সংস্করণে উল্লেখিত হয়েছিল এবং আজও দেশবিদেশের পণ্ডিতগণ গবেষণার জন্য উত্তরপাড়া সাধারণ পাঠাগারকে তাঁদের শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে গণ্য করেন।

উত্তরপাড়ার উন্নতিকল্পে জয়কৃষ্ণ যে কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন,

তাকেই মহত্তর করে তুলেছিলেন উত্তরপাড়ার কতিপয় শিক্ষিত যুবক। জয়কৃষ্ণের কর্মসাধনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এইসকল যুবক তাঁদের শিক্ষালব্ধ চেতনাকে নিয়োজিত করেছিলেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে হিতকরী সভা প্রতিষ্ঠায়। তাঁদের কর্মোদ্যমে তাঁরা সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছিলেন জয়কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ও সহোদর ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের। তাঁরাই হয়েছিলেন এই সভার স্তম্ভস্বরূপ। প্রতিষ্ঠার শুভলগ্নে হিতকরী সভার সভ্যবৃন্দ পেয়েছিলেন ভগবানের আশীর্বাদ। তাঁদের হিতকর সদিচ্ছা দেখে ভগবান সেদিন তুষ্ট হয়েছিলেন। তা না হলে উনবিংশ শতাব্দীর আরও অনেক সমাজকল্যাণকর সংস্থা—যথা গৌড়ীয় সমাজ, অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশান, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, তত্ত্বরঞ্জিনী বা তত্ত্ববোধিনী সভা, বঙ্গ ভাষানুবাদক সভা, বেথুন সোসাইটি, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, বামাবোধিনী সভা, বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা, ভারত সংস্কার সভা প্রভৃতি স্বল্পায়ু পেয়ে কালের করাল স্রোতে ভেসে গেলেও উত্তরপাড়া হিতকরী সভা কেন আজ পর্যন্ত জীবিত থাকবে? অথচ অন্যান্য সংস্থাগুলির পিছনে ছিলেন সে-যুগের কোন না কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি, কিন্তু উত্তরপাড়া হিতকরী সভার পত্তন করেছিলেন তদানীন্তন উত্তরপাড়া গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী যুবক—'যাঁদের নিষ্ঠা থাকলেও প্রতিষ্ঠা ছিল না'। তাঁদের কর্মসাধনা উত্তরপাড়া গ্রামকে যে গৌরব-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করেছিল তার কাহিনী বর্তমান উত্তরপাড়ার নাগরিকদের কাছে শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু শতায়ু পেলে কি হবে? উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আজ বাঙালীর কাছে বিস্মৃত। বিস্মৃতির অতল তল থেকে সেই ইতিহাসকে উদ্ধার করেছেন ডঃ বসন্তকুমার সামন্ত। গণিতের মানুষ হলেও তাঁর জীবনের অন্যতম সাধনা দেশের লুপ্ত ইতিহাসকে উদ্ধার করা। এই স্বল্পকায় মানুষটির ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনুশীলনের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দেখলে স্বতঃই আমাদের মাথা

নত হয়ে আসে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিনিয়র এডুকেশন্যাল সার্ভিসের কর্মী হিসাবে তিনি একাধিক সরকারী কলেজে গণিতের অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষতা করেছেন, বর্তমানে আছেন বাংলার অন্যতম প্রাচীন বিদ্যায়তন হুগলি মহসীন কলেজে। ওই কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও আইন—কলেজের এই চার বিভাগের প্রশাসনিক দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করার পর কর্মক্লান্ত দেহমন নিয়ে বাড়িতে ফিরে বিশ্রামের পরিবর্তে তিনি গবেষণাধর্মী লেখার কাজ করেন ; ছুটির দিন-গুলি ব্যয় করেন এই ধরনের লেখার মালমশলা সংগ্রহে। তাঁর এই সনিষ্ঠ সাধনার ফলেই আমরা পেয়েছি আদর্শ জমিদার 'জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়'-এর পুণ্য জীবন কাহিনী [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অম্বিকা-চরণ গুপ্ত লিখিত 'জয়কৃষ্ণ চরিত' (১৩০৮ বঙ্গাব্দ) এখন দুর্লভ হওয়ায় ডঃ সামন্ত লিখিত পুস্তকটি জয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে একমাত্র প্রামাণিক বাংলা বই] এবং এখন 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা'র গৌরবময় বিস্মৃত ইতিহাস। বাঙ্গলার নবচেতনার ইতিহাসের ক্ষেত্রে জয়কৃষ্ণের জীবনী ও হিতকরী সভার কাহিনী দুটি পরিপূরক গ্রন্থ। এ-দুটি গ্রন্থ উপহার দিয়ে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন!

ডঃ সামন্ত উত্তরপাড়া হিতকরী সভার যে ইতিহাস বিবৃত করেছেন তা পড়লে স্বতঃই মনে হবে আমরা যেন কোন স্বপ্নলোকে চলে গিয়েছি। বর্তমান উত্তরপাড়ার অধিবাসীদের প্রপিতামহেরা কী-না অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা করেছিলেন এক অভিনব পরিকল্পনার সাহায্যে বন্দিনী বামা-দের অজ্ঞানতার তিমির থেকে উদ্ধার করতে! হিতকরী সভার কর্ম-সূচীতে নানারূপ কল্যাণময় কর্মসাধনের উদ্দেশ্য থাকলেও এবং সে-সব কর্ম সুসম্পন্ন হলেও স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের মহৎ কর্মে সভা শুরু থেকেই যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিল তা পরিয়ে দিয়েছিল তার মাথায় গৌরবের জয়মুকুট। শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি জনবহুল কলকাতা শহরে যখন বেথুন স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১০৩, উত্তরপাড়ার মতো

গণ্ডগ্রামে সদ্যপ্রসূত বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা তখন ছিল ১০৬। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে হিতকরী সভা উত্তরপাড়ার ললাটে কেবল সংখ্যাধিক্যের গৌরব-টীকাই এনে দেয়নি, সভার ব্যবস্থাপনার গুণে দশ-বারো বৎসরের বালিকারা যে বৈদগ্ধ্যের মান অর্জন করেছিল তা আজকালকার দিনে পরিণত-বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদেরও লজ্জা দিতে পারে। হিতকরী সভা - পরিচালিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কিছু নমুনা এবং পরীক্ষার্থিনী বালিকাদের প্রদত্ত এমন কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর যেগুলি পুরাতন নথিপত্র থেকে বসন্তবাবু উদ্ধার করেছেন সে-সব পড়লে বিস্ময়ান্বিত হতে হয়। তেমন উত্তরপত্রের নিদর্শন মেলে পুস্তকটির ৫৩-৫৬ পৃষ্ঠায় পরীক্ষার্থিনা শৈলনন্দিনী দেবী ও রাজবালা দেবীর উত্তরের মধ্যে। সভা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য উচ্চ স্থানাধিকারিণীদের ক্ষেত্রে বৃত্তির ব্যবস্থা রেখে নিম্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য-ছাত্রী-বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছিল। এমনকি বালিকাদের ঠিকমতো প্রস্তুত করার জন্য উচ্চস্থানাধিকারিণী ছাত্রীর বিদ্যালয়-প্রধানকে সোনার মোহর দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল।

আট-দশ বৎসর বয়সের মধ্যে সে-যুগে বালিকাদের বিবাহ হয়ে যেত। অন্তত দশ-বারো বৎসর বয়সের পর সব বালিকাকেই অন্তঃপুরের অবরোধে বন্দিনী জীবন যাপন করতে হ'ত। এদের শিক্ষার জন্যও হিতকরী সভার সভ্যবৃন্দ ভেবেছিলেন। অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের মধ্যে থেকেও যাতে তারা পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে তার জন্য সভা এক অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা' প্রবর্তিত হয়েছিল। বর্তমান যুগের সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর সমমানের পড়ুয়া সে-যুগের অন্তঃপুরিকা বালিকাদের পরীক্ষার জন্য যে প্রশ্নপত্র রচিত হ'ত তার মান বেশ উন্নত ছিল এবং তার অনেকাংশ আজকের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকেও চিন্তায় ফেলবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠায় 'সাহিত্য ও ব্যাকরণ' পত্রের প্রথম প্রশ্নটি লক্ষ্য করা যাক :

১। পতিব্রতা পতিরতা অবিরত সুশীলতা
আবির্ভূত হৃদপদ্মাসনে।
কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা
মৃতপ্রায় পর পরশনে।...

(ক) বিস্তার করিয়া ইহার তাৎপর্য্য লেখ।

(খ) "পতিব্রতা" ও "পতিরতা" এই উভয় শব্দের অর্থ, বৈলক্ষণ্য লেখ।

(গ) "আবির্ভূত" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? এখানে "আবির্ভূত" শব্দটি প্রয়োগ করা কি ভাল হইয়াছে?

(ঘ) "মৃতপ্রায়" এই শব্দের 'প্রায়' ভাগের অর্থ কি? এই শব্দটি বিশেষ্য কি বিশেষণ, বিশেষণ হইলে ব্যাকরণ-সঙ্গত হইল কি না?

আবার শিশুপালন, রন্ধনবিদ্যা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে যে-সব প্রশ্ন করা হয়েছে তাদের নমুনা :

(১) ছেলেদের দাঁত বাহির হইবার সময়ে কি কি পীড়া হইবার সম্ভাবনা, ও সেই সময়েই বা কিরূপে তাহাদিগের পালন করা বিধেয়?

(২) শিশুর পা অগ্রে বাহির হইলে কি করা কর্ত্তব্য তাহা লিখ।

(৩) তড়কা হওয়ার কারণ কি? তাহা নিবারণ করিবার উপায় কি?

(৪) মিঠা পোলাও বা মিষ্ট পলান্ন কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়? পলান্ন শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

(৫) মুগের ডাইল ও রুই মাছের ঝোল রাঁধিতে হইলে কি কি মশলার আবশ্যক?

(৬) তোমার সই নূতন শ্বশুরঘর করিতে গিয়াছে, তাহাকে শ্বশুর-বাড়ীতে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, সেই মত উপদেশ দিয়া পত্র লিখ।

(পৃঃ ৫৮-৫৯, ৬৬ দ্রষ্টব্য।)

বালিকাদের ক্ষেত্রে ঘরকন্না করবার দিক থেকে এইসব ব্যবহারিক শিক্ষার পরিবর্তে আজ বালিকা-বিদ্যালয়গুলিকে করণিক তৈরির কারখানায় পরিণত করা হয়েছে। শিশুপালন ও রন্ধনের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে নারীসমাজ অন্যের উপর নির্ভরশীল। ব্যবহারিক শিক্ষা না থাকার জন্য ছেলেমেয়েদের তড়কা হলে আজকের মা অনর্থক চীৎকার করে ডাক্তারের চেম্বারে ছুটোছুটি করতে শুরু করেন। এ-সব বিষয়ের অবতারণা করলাম উত্তরপাড়া হিতকরী সভা - প্রবর্তিত পরীক্ষাগুলির পাঠ্যসূচীর হিতকর বিশেষত্ব জানাবার জন্য।

বস্তুত বাঙলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে হিতকরী সভা এক বিপ্লব এনেছিল। সেজন্য অবরোধের বাহিরে ও অবরোধের ভিতরে বালিকাদের জন্য কী ধরনের শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা রাখলে জীবনে তারা উপকৃত হবে সে-সম্বন্ধে সভার পরিচালকবৃন্দ গোড়া থেকেই ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। তাঁদের ভাবনাচিন্তা যে ঠিক পথেই চলেছিল তা হিতকরী সভা সম্পর্কে সে-যুগের পত্রপত্রিকা ও সরকারী শিক্ষা-দপ্তরের সপ্রশংস মন্তব্যসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়। সরকার হিতকরী সভার পরীক্ষা-ব্যবস্থার সাফল্য দেখে বর্ধমান, প্রেসিডেন্সী ও ঢাকা বিভাগের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর জেলাগুলিতে এধরনের পরীক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন। ফলে সভার সভ্যবৃন্দ এক সময়ে হুগলি ও হাওড়া জেলা ছাড়াও বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার পরীক্ষার দায়িত্বগ্রহণ করেন। অবশ্য সভা-প্রবর্তিত বৃত্তিপরীক্ষাগুলিতে ২৪ পরগনা জেলার বরাহনগর ও আড়িয়াদহ অঞ্চলের বালিকারাও যোগ দিয়েছিল। হিতকরী সভার প্রচেষ্টায় শিক্ষার প্রসার যে সমাজের সর্বস্তরে পৌছেছিল তার প্রমাণ মেলে বৃত্তিপরীক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান ও সাঁওতাল বালিকাদের সাফল্যে। অবরোধের বালিকাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থানুসারে 'অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা' চলেছিল ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কঠিন এই পরীক্ষায় বিভিন্ন বৎসরে মোট ৮০ জন পরীক্ষার্থিনী সাফল্য অর্জন করেছিল--যাদের নাম ও ঠিকানা

ডঃ সামন্ত পুস্তকের পরিশিষ্ট (খ)-এ উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রেও পাঁচজন মুসলমান বালিকার সাফল্য উল্লেখযোগ্য। উত্তরপাড়া হিতকরী সভার শিক্ষাপ্রসার কর্মসূচী যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পরিচালিত হ'ত, মহানির্বাণতন্ত্রের মহামন্ত্র 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' সভার প্রযত্নে যে এক নূতন শক্তিলাভ করেছিল সে-কথা চিন্তা করলে অসাধারণ এই সংস্থা সম্পর্কে আমাদের মন স্বতঃই শ্রদ্ধানত হয়ে আসে।

বন্দিনী বামাকুলের মুক্তির জন্য তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও সমাজের অবহেলিত দরিদ্র কৃষক সমাজের পুত্রদের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষার কথা সভার যুবক সভ্যবৃন্দ পূর্ব থেকেই ভেবেছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠার দশদিনের মধ্যেই হিতকরী সভা কর্তৃক কৃষক পুত্রদের উন্নত প্রণালীতে চাষবাস সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উত্তর-পাড়ার পার্শ্ববর্তী মাখলা গ্রামে একটি কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ভারতের কৃষিশিক্ষার ইতিহাস সঠিকভাবে লিখিত হলে সভা - প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় ভারতের প্রথম কৃষি-বিদ্যালয়ের গৌরব অর্জন করত। কিন্তু 'দুর্ভাগ্যক্রমে সভার এই দুঃসাহসী গৌরবজনক প্রচেষ্টা যুগের অনেক অগ্রবর্তী হওয়ায় জনসাধারণের অনাগ্রহে টিকে থাকতে পারে-নি। লক্ষণীয়, কৃষিশিক্ষা সম্পর্কে এ ধরনের অনীহা উনবিংশ শতকের শেষদিকেও বর্তমান ছিল।' সে কথা আমরা সমসাময়িক প্রতিবেদন ও কৃষিশিক্ষার ইতিহাস থেকে জানতে পারি।

হিতকরী সভা - প্রতিষ্ঠিত মাখলা কৃষি বিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরের পরীক্ষার একটি প্রশ্নপত্র এবং শ্রেষ্ঠ ছাত্র প্যারীমোহন মালিকের উত্তর ডঃ সামন্ত তাঁর গ্রন্থের ৭৭-৭৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছেন। পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন ছিল—বস্তুর সাধারণ নাম কি? পরমাণু কাহাকে কহে? কিরূপে পরমাণু পরীক্ষা করা যায়, বায়ুতে পরমাণু আছে কি না? প্যারীমোহন এই প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন—'বস্তুর সাধারণ নাম পদার্থ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু মিলিয়া পদার্থ হয়, পদার্থের যে অতি সূক্ষ্ম অংশ যাহা কোন যন্ত্র

বা কৌশল দ্বারা বিভাগ করা যায় না তাহাকে পরমাণু কহে, কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ সকল পদার্থ পরমাণু সমষ্টি, স্পর্শজ্ঞান দ্বারা বায়ু অনুভব হয়, বায়ুতে পরমাণু আছে।' ১২৫ বৎসর পূর্বে প্যারীমোহন প্রাঞ্জলতার সঙ্গে যে ভাষায় বিজ্ঞানের এই প্রশ্নের উত্তর লিখেছে তা আজও অনেকের পক্ষে অনুকরণযোগ্য। বাংলাভাষায় সে-যুগে তেমন বিজ্ঞান-পুস্তক ছিল না। সেদিক থেকে চিন্তা করলে কৃষিবিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষক পণ্ডিত রাজকুমার ভট্টাচার্যের শিক্ষাদান পদ্ধতি আমাদের স্বতঃই অভিভূত করে।

উত্তরপাড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানসিকতা ও যুক্তিসমৃদ্ধ মনোবৃত্তির যাতে উৎকর্ষ ঘটে তার জন্য হিতকরী সভার সাহিত্যশাখা সচেষ্ট ছিল। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রয়োজনীয় অন্য বিষয়ের উপর প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাদানের মাধ্যমে সভার সভ্যবৃন্দ তাঁদের এই উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এইসকল বক্তৃতা ও আলোচনায় মাত্র উত্তরপাড়ার শিক্ষিত লোকেরাই অংশগ্রহণ করতেন না, এসব ক্ষেত্রে তৎকালীন বঙ্গের বিদগ্ধ সমাজের অনেকেই যোগ দিতেন। সভার সাহিত্যশাখায় যাঁরা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন তাঁদের নামের তালিকায় আছেন কে. এম. ম্যাকডোনাল্ড, এইচ. উড্রো, রেভাঃ জে. বার্টন, ডাক্তার রবিন্সন, মেজর জি. বি. ম্যালেসন, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদক গিরীশচন্দ্র ঘোষ, সি. এম. গ্রাণ্ট, চন্দ্রনাথ বসু, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, (স্যার) রাসবিহারী ঘোষ, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক জেম্‌স রটলেজ, ফাদার লাফোঁ, কৈলাসচন্দ্র বসু, কেশবচন্দ্র সেন, কিশোরীচাঁদ মিত্র, জাস্টিস ফিয়ার, রেভাঃ কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আদি ব্রাহ্মসমাজের বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জাস্টিস লুই জ্যাকসন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, জাস্টিস উইলসন, ডবলিউ. ডবলিউ. হাণ্টার, জাস্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রমুখ অনেকে। লক্ষণীয়, সভার তৃতীয়

বার্ষিক অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হারমোনিয়াম সহযোগে দুটি গান গেয়েছিলেন। সভার কর্মপ্রবাহ প্রসঙ্গে তৎকালীন বঙ্গসমাজের অনেক কথাও বর্তমান গ্রন্থে নিবেদিত হয়েছে।

এইভাবে বিভিন্ন কর্মপ্রবাহের মাধ্যমে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তার অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণ করেছে। সভার সদস্য হিসাবে যোগ দিয়েছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিবর্গ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের যে সদস্য-তালিকা ডঃ সামন্ত তাঁর পুস্তকের পরিশিষ্ট (ঘ)-এ উদ্ধৃত করেছেন তাতে জাস্টিস আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জাস্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ, জাস্টিস প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, কিশোরীলাল গোস্বামী প্রভৃতির নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক্রমশ হিতকরী সভার গৌরবের দিন শেষ হয়ে আসছিল। তার প্রধান কারণ, সভার সম্পাদক ও অসাধারণ সংগঠক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উৎসাহী দুজন পৃষ্ঠপোষক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু। অবশ্য সভার অন্যবিধ কর্মসূচী সীমিত বা বন্ধ হয়ে গেলেও সর্বাধিক সফল কর্মোদ্যোগ স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার-কল্পে ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষা ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। তবে আনন্দের কথা, হিতকরী সভা আজও সীমাবদ্ধ কর্মসূচী নিয়ে তার অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে।

অসাধারণ এই সংস্থার ১২৫তম বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে ডঃ বসন্ত-কুমার সামন্ত উত্তরপাড়া হিতকরী সভার গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির যে কাহিনী রচনা করেছেন, তথ্যসমৃদ্ধির গুণে তা হিতকরী সভার মহাভারত-বিশেষ। সেজন্য বলতে ইচ্ছে করে — 'হিতকরী সভার কথা অমৃত সমান। বসন্ত সামন্ত কহে শুনে জ্ঞানবান॥'

অতুল সুর

নিবেদন

ব্যক্তিগত কৈফিয়ত হিসাবে পাঠক-সমাজের কাছে কয়েকটি কথা নিবেদন করার আছে। গণিতের অধ্যাপক আমি, কর্মসূত্রে এখন সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ। স্বভাবতই এ-ধরনের গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনধিকারী। তবু উপরোধে কঠিন এক বিষম বস্তু গলাধঃকরণের মতো চার বৎসর আগে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের ১২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব কমিটির অনুরোধে নবচেতনার অন্যতম পথিকৃৎ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত রচনা করেছিলাম। পরে সেই জীবনী-গ্রন্থ প্রসঙ্গে 'দেশ' (১০ই মার্চ, ১৯৮৪) পত্রিকায় আলোচনার সময় সাধারণভাবে প্রশংসা করেও গ্রন্থের ত্রুটি হিসাবে বিদগ্ধ সমালোচক বলেন—"উত্তরপাড়া হিতকরী সভা (১৮৬৪) সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল।" কিন্তু আমার জানা ছিল, হিতকরী সভার সভাপতি ও মূল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জয়কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গে পারিবারিক ও সম্পত্তিগত বিরোধের কারণে জয়কৃষ্ণ উক্ত সভার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেননি। **'A Bengal Zamindar'**-এর লেখক অধ্যাপক ডঃ নীলমণি মুখোপাধ্যায়ও তাঁর এক গবেষণা-প্রবন্ধে বলেছিলেন—**"Jaikrishna Mukherjee had no active role in the history of the Hitakari Sabha"**। তা ছাড়া হিতকরী সভা স্থাপিত হয়েছিল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে;—যদিও **Mary Carpenter** লিখিত **'Six Months in India'**র মতো একাধিক নামী পুস্তকে প্রমাদবশত সভার প্রতিষ্ঠা-বৎসর ১৮৬৪ বলা হয়েছে।

সমালোচক বন্ধু অধ্যাপক ডঃ নিয়োগীর মন্তব্য সেদিন আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল উত্তরপাড়া হিতকরী সভা সম্পর্কে নানা সূত্রে প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহের কাজে। তারই ফলশ্রুতিতে সভার কার্যাবলী নিয়ে বিভিন্ন

সময়ে তিনটি প্রবন্ধ রচনা করি : (১) 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা' —উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার ১২৫তম বর্ষপূর্তি স্মরণিকা ১৮৫৯-১৯৮৪ গ্রন্থে প্রকাশিত, (২) 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা ও অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা'—'দেশ' পত্রিকার ১৬ই নভেম্বর ১৯৮৫ সংখ্যায় 'বন্দিনী বামা' প্রচ্ছদ-শিরোনামা-সহ মুদ্রিত, (৩) 'বঙ্গের প্রথম কৃষি বিদ্যালয়'—একটি নামী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য মনোনীত। এই সময়ে হিতকরী সভার পরিচালকবর্গ তাঁদের সংস্থার ১২৫তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে সভার একটি ইতিহাস লিখে দিতে অনুরোধ জানালে, সে-আহ্বানে সাড়া দিয়ে অধ্যক্ষ-জীবনের ব্যস্ততার মধ্যে কোনক্রমে বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করি।

তৎকালীন বঙ্গসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছি তার জন্য মূল প্রশংসা প্রাপ্য গ্রন্থের উল্লেখপঞ্জীতে উল্লিখিত অগ্রজ লেখকদের। 'জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়' গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে আমি যে-কথা বলেছিলাম তারই অনুসরণ করে বলি— '**Bengl Past and Present**' পত্রিকার স্যার যদুনাথ সরকার জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের '**Charitable Effort in Bengal in the Nineteenth Century. The Uttarpara Hitakari Sabha**' প্রবন্ধটি আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রসঙ্গত দুঃখের সঙ্গে জানাই—এই গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান উত্তরপাড়া হিতকরী সভার বার্ষিক বিবরণীগুলি যত্ন সহকারে রক্ষিত হয়নি। সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 'যোদ্ধা মুন্সেফ' প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উইল অনুসারে সভার প্রাপ্য উদ্ধারের প্রয়োজনে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যে মামলা চলেছিল তার বিবরণী থেকে জানা যাচ্ছে যে প্রতিষ্ঠা-বৎসর ১৮৬৩ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এ-ধরনের বার্ষিক 'রিপোর্ট' যথা-

রীতি প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেগুলির এক একটি 'কপি' সংগ্রহ করে সাজিয়ে ছ'খণ্ডে বাঁধাই অবস্থায় উক্ত মামলার নথি হিসাবে পেশ করা হয়েছিল। অথচ প্রকাশিত এতগুলি বিবরণীর মধ্যে ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন সূত্রে আমি মাত্র দশটি 'রিপোর্ট'-এর সন্ধান পেয়েছিলাম। অযত্নে বা ঔদাসীন্যের ফলে প্রাথমিক উপাদানের এবংবিধ অবলুপ্তির দিক বিবেচনা করলে হিতকরী সভার সংক্ষিপ্ত এই ইতিহাসেরও একটি বিশেষ মূল্য আছে তা প্রমাণিত হবে। বর্তমান পুস্তকটি তার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ১২৫-বৎসর-বয়স্ক অসাধারণ এক সংস্থা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ গবেষকদের অন্তত কিছু উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করবে।

এখন গ্রন্থকার হিসাবে গ্রন্থ সম্পর্কে ছ'একটি কথা নিবেদন করি। উনবিংশ শতকের হিতসাধক অন্য সংস্থাগুলির প্রতিষ্ঠা-তারিখের ক্ষেত্রে (পৃঃ ৮-৯) আমি ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র বাগলকে অনুসরণ করেছি। অবশ্য অন্যসূত্রে তত্ত্ববোধিনী (তত্ত্বরঞ্জিনী) সভার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ২১শে অক্টোবর, ১৮৩৯-এর বদলে ভিন্ন তারিখ ৬ই অক্টোবর (১৮৩৯) দেখা যায়। হিতকরী সভার পৃষ্ঠপোষক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবনকাল যথাক্রমে (১৮১৩-৭৯) ও (১৮৩৪-৯৩) বলে উল্লিখিত (পৃঃ ১৫) হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিলের ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এক আপীল মামলার কাগজপত্র থেকে সম্প্রতি জেনেছি—রাজকৃষ্ণের মৃত্যু-বৎসর ১৮৮০ ও বিজয়কৃষ্ণের মৃত্যু-তারিখ ২৯শে জানুয়ারি, ১৮৯৪; এই তথ্যগুলি ঠিক থাকলে উক্ত পৃষ্ঠপোষক-দ্বয়ের জীবনকাল হবে (১৮১৩-৮০) ও (১৮৩৪-৯৪)। আর দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি—অধ্যক্ষ-জীবনের কর্মব্যস্ততার পরিপ্রেক্ষিতে প্রুফ দেখায় কিছু শৈথিল্যের জন্য বানানের ক্ষেত্রে ও তথ্যঘটিত কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদ থেকে গেছে। যেমন, ২৩ পৃষ্ঠার ৩য় ছত্রে 'ডাল'-এর ইংরাজী বানান **'Dull'**-কে **'Dall'**, ২৯ পৃষ্ঠার ২২তম ছত্রে 'জীবন-কৃষ্ণ'কে 'নবীনকৃষ্ণ,' ৩৩ পৃষ্ঠার ৫ম ছত্রে '১৮৩২'-কে '১৮৬২', ৩৭ পৃষ্ঠার ২৬তম ছত্রে '১৮৬৬-৬৭'কে '১৮৭৬-৭৭' এবং ৮১ পৃষ্ঠার ১৯তম

ছত্রে 'effort-কে 'effect' পড়তে হবে। তবে পুস্তকে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি-সমূহ প্রাথমিক সূত্রে যেভাবে আছে যথাসম্ভব সেভাবেই উদ্ধৃত হয়েছে; কোন অশুদ্ধি প্রমাদ থাকলেও তা সংশোধন করা হয়নি। কেবল ৭৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত (২)-নং প্রশ্নের ক্ষেত্রে 'পরমাণুর সাধারণ গুণ' এর-স্থলে 'পদার্থের সাধারণ গুণ' মুদ্রিত করা হয়েছে; কারণ 'পদার্থ' কথাটিই প্রশ্নের পরবর্তী অংশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তা ছাড়া ঐ প্রশ্নের উত্তর (পৃঃ ৭৮) দেখে বোঝা যায় যে, প্রশ্নটি পরীক্ষার সময় সংশোধিত হয়েছিল।

আমার পূর্বোক্ত 'জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়' গ্রন্থ সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় আলোচনা করেছিলেন শ্রদ্ধেয় ডঃ অতুল সুর মহাশয়। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেই মনোজ্ঞ আলোচনা ডঃ সুরের প্রবন্ধ-সংগ্রহ 'প্রসঙ্গ পঞ্চবিংশতি'তে 'সেরেস্তাদার থেকে আদর্শ জমিদার' শিরোনামায় স্থান পেয়েছে)। বর্তমান গ্রন্থ 'হিতকরী সভা : স্ত্রী-শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এর ক্ষেত্রে তিনি ভূমিকা লিখতে রাজী হয়ে আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার পরিচালকমণ্ডলী, বিশেষত সম্পাদক ডাঃ সুকুমার সাহার আগ্রহ আমাকে এই পুস্তক রচনায় ব্রতী করেছে। 'সাহিত্যলোক'-এর নেপালচন্দ্র ঘোষ ও সেখানকার কর্মিবৃন্দ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য যথাসম্ভব সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থে ব্যবহৃত সভা-প্রদত্ত নিম্ন প্রাথমিক ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষার (১৯২৬) সার্টিফিকেটটি হুগলি জেলার ইলাহিপুর গ্রাম-নিবাসী নির্মল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (যিনি পরীক্ষার্থিনী শ্রীমতী তুলসীরাণী দেবীর স্বামী)-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত। সভার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম প্যারী-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-লিখিত 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (উত্তরভারত)' পুস্তক থেকে গৃহীত হয়েছে।

পরিশেষে সহৃদয় সুধী পাঠকদের কাছে বিনীত নিবেদন এই যে,

নিবেদন

উত্তরপাড়া হিতকরী সভা সম্পর্কে কোন নূতন তথ্য জানা থাকলে বা পুস্তকে কোন ভ্রম-প্রমাদ লক্ষ্য করলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় আমাকে সে-বিষয়ে জানালে বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করব। ভবিষ্যতে পুস্তকটির সংস্করণান্তরের ক্ষেত্রে তাঁদের দেওয়া সঙ্কেত বা তথ্য বিচার-বিবেচনা করে অবশ্যই যথাবিহিত সংশোধন ও সংযোজন করা হবে।

বসন্তকুমার সামন্ত

'মণি-কোঠা'
৫৯ কালীতলা লেন
পোঃ ও জেলা—হুগলি
২১শে অক্টোবর, ১৯৮৭

বিষয়সূচী

‘বন্দিনী বামা’ মুক্তিসংগ্রাম এবং অসাধারণ একটি সংস্থা

“Then doughty champions rose on every side,
Long years the marathonian battle raged
As one by one they came and stood around
The captive lady hammering at her chains.
… … … a hundred more unnamed
All cried, ‘The Captive Lady must be free !’ ”[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল সামাজিক পটভূমিকায় এদেশের ‘বন্দিনী বামা’ কুলের শৃঙ্খলমোচনের মহৎ কর্মে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁরা অবশ্যই জাতির প্রণম্য। নারীমুক্তির ক্ষেত্রে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনায় প্রচেষ্টার প্রধান এক অংশ হিসাবে স্ত্রী-শিক্ষার কথা ভাবা হয়েছিল। এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে বিদেশীয় এবং এতদ্দেশীয় মহাপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে প্রশংসনীয়ভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে কতিপয় কল্যাণ-সাধক সংস্থা। উত্তরপাড়া হিতকরী সভা তাদের অন্যতম।

হিতকরী সভার এবংবিধ হিতকর ভূমিকার কথা শিক্ষা-সংক্রান্ত সরকারী বিবরণসমূহে ও সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বারংবার উল্লিখিত হয়েছে। সভার প্রতিষ্ঠা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মফস্বলের এক শহরে। তথাপি তার মাত্র দু’বৎসরের কাজের ব্যাপ্তি ও ঔজ্জ্বল্য বাংলা-সরকারের শিক্ষা-বিভাগের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এ-বিষয়ে বঙ্গদেশের শিক্ষা-অধিকর্তার (Director of Public Instruction) ১৮৬৫-৬৬ সালের বার্ষিক বিবরণীর একাধিক অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের অগ্রগতি প্রসঙ্গে সেখানে মধ্য-বিভাগের শিক্ষা-পরিদর্শক (Inspector, Central Division) মিঃ হেনরি উড্রো (Henry

Woodrow) তাঁর প্রতিবেদনে বলেছেন : "The greatest progress in Female Education, and the best schools, whether English or Vernacular, are to be found in the district under Pundit Madhab Chunder Turko Sidhanta,*...... the progress of female education is greatly due to the labors of the OOTERPARAH HITOKARI SHOVA......[২]। শিক্ষা-অধিকর্তার উক্ত বিবরণীর অন্যত্র মন্তব্য করা হয়েছে : "Not only is there an increase of the numbers under instruction, but owing to the beneficial action of the Ooterpara Desh Hitoyseni Shova, there is a prospect of general improvement in the quality of the instruction imparted."[৩]

এখানে উত্তরপাড়া হিতকরী সভাকে প্রমাদবশত উত্তরপাড়া দেশ হিতৈষিণী সভা** বলা হয়েছে। তবে সভার শিক্ষা-বিস্তার সংক্রান্ত কাজের ব্যাপ্তির সঙ্গে তার গুণগত উন্নতিরও উল্লেখ লক্ষণীয়।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন স্বনামধন্যা বিদেশিনী এক মহিলা মেরি কার্পেণ্টার (Mary Carpenter)। বিশেষভাবে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। ১৪ই ডিসেম্বর সকালে মিস কার্পেণ্টার উত্তরপাড়ায় এসেছিলেন এবং স্থানীয় অন্য শিক্ষা-পরিপোষক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে উত্তরপাড়া হিতকরী

* পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত সে-সময়ে হাওড়া সার্কেলের (Circle) উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক (Deputy Inspector of Schools) ছিলেন। উত্তরপাড়া ছিল হাওড়া সার্কেলের এলাকার মধ্যে।

** পার্শ্ববর্তী কোন্নগরের সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের নাম 'কোন্নগর হিতৈষিণী সভা' হওয়াতে, এ ধরনের ভুল হতে পারে।

সভা পরিদর্শন করেছিলেন। এই সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন 'বন্দিনী বামা' কুলের মুক্তির অন্যতম প্রবক্তা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,* তদানীন্তন শিক্ষা-অধিকর্তা ডবলিউ. এইচ. অ্যাটকিনসন (W. H. Atkinson) ও মধ্য-বিভাগের শিক্ষা-পরিদর্শক মিঃ উড্রো। হিতকরী সভার কাজ সম্বন্ধে মেরি কার্পেণ্টার লিখেছিলেন : "The efforts of the society have been chiefly directed to female education which specially required their attention, and in the promotion of this, great zeal has been displayed by a body of young men interested in the training of their sisters and daughters."[৪]

মিঃ উড্রো ও মিস কার্পেণ্টার তাঁদের সুচিন্তিত মন্তব্য করেছিলেন উত্তরপাড়া হিতকরী সভার প্রথম দু'তিন বৎসরের কাজকর্ম দেখে ও জেনে। প্রতিষ্ঠার পর সদস্যবৃন্দের প্রাথমিক উৎসাহের ফলশ্রুতিতে প্রথম কয়েক বৎসর ব্যাপক কর্মপ্রবাহ দেখা গেলেও অধিকাংশ সংস্থার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে এক ধরনের শিথিলতা আসে, কোথাও বা সংস্থার অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু হিতকরী সভার ক্ষেত্রে দীর্ঘ ২০ বৎসর পরেও যে সে-ধরনের শৈথিল্য আসেনি—বরং স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সংস্থার ভূমিকা যে উজ্জ্বলতর হয়েছে তা জানা যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস থেকে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ শনিবার সন্ধ্যা। অধুনালুপ্ত ঐতিহাসিক সেনেট হাউসে (Senate House)**

* এই বিশেষ ঘটনার সঙ্গে একটি দুর্ঘটনা জড়িয়ে আছে। মেরি কার্পেণ্টারের সঙ্গী হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তরপাড়া যান এবং ফেরবার পথে বগি উল্টে যকৃতে ভীষণ আঘাত পান। এজন্য দীর্ঘকাল কষ্টভোগের পর শেষে যকৃত সংক্রান্ত ব্যাধিতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনাবসান ঘটে।

** ঐতিহাসিক সেনেট হাউসের স্থলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শতবার্ষিকী ভবন নির্মাণ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। এ ধরনের উৎসব প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত হলেও ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের উৎসবের এক বিশেষ তাৎপর্য ছিল। সমাবর্তন উপলক্ষে ১৮৮২ সালের স্নাতকদের অভিজ্ঞান-পত্র দেওয়া হবে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই দিক থেকে ১৮৮২ সাল ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী বর্ষ। অন্য দিকে এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাসে এটি ছিল চিহ্নিত বৎসর। চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (বসু) রজতজয়ন্তীর রজত-শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হিসাবে গৌরবদীপ্ত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সমাবর্তন উৎসবে অন্য সফল স্নাতকদের সঙ্গে প্রথম মহিলা স্নাতক দু'জন অভিজ্ঞান-পত্র গ্রহণ করবেন। এখানেই ছিল সমাবর্তন উৎসবের বিশেষ তাৎপর্য। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উমেশচন্দ্র বোনার্জি, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল, এ. ডবলিউ ক্রফ্‌ট (A. W. Croft) ইত্যাদি বিশেষ অতিথিবৃন্দ।

তদানীন্তন উপাচার্য মাননীয় হারবার্ট জন রেনল্ডস্ (Herbert John Reynolds)* তাঁর সমাবর্তন ভাষণে সানন্দে ঘোষণা করেন :

"The most memorable event, however, of the year, the event which will make the convocation of to-day a land-mark in the educational history of India, is that of which I have now to speak. I refer........to the admission of two students of the Bethune Female School as Graduates in Arts of this University. One of these has been a pupil of the Bethune School during the whole of her college

* রেনল্ডস্ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

course ; the other has studied partly at the Free Church Normal School and partly at the Bethune School. ....it is a subject of peculiar satisfaction that I am privileged to preside to-day at the admission of these ladies to the degree they have so honourably won. I congratulate them on their success ; I congratulate the University on their incorporation among its graduates ; more than all, I congratulate the women of India, of whom they are the representatives and the pioneers.···Here, in Bengal, more progress has perhaps been made than in other parts of the country ; and we have now nearly 50,000 girls attending schools or receiving instruction in *zenanas*, in the Lower Provinces.* The exertions of that admirable institution, the UTTARPARA SABHA have largely contributed to the measure of success which has been attained in the matter of female education."[৫] উপাচার্য রেনল্ডস্ তাঁর ভাষণে এদেশে সে-যুগের স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের কথা বলতে গিয়ে বিশেষভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের গৌরবজনক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। সুচিহ্নিত সেই প্রতিষ্ঠান উত্তরপাড়া হিতকরী সভা, যাকে তিনি সংক্ষেপে 'উত্তরপাড়া সভা' নামে অভিহিত করেছেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-ভাবনার সঙ্গে

* সে-যুগের নথিপত্রে Burdwan & Presidency Division of Lower Bengal কথাটি ব্যবহৃত হয়েছিল। এখানে Lower Provinces বলতে মোটামুটি উক্ত দুটি 'ডিভিসন'কে বুঝিয়েছে।

যুক্ত তিন বিদেশীয় শিক্ষাবিদ মফস্বল শহর উত্তরপাড়ার যে সংস্থা সম্পর্কে এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন তারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে এতদ্দেশীয় পত্র-পত্রিকায়। এ বিষয়ে প্রাচীন তিনটি নামী পত্রিকা থেকে বিভিন্ন সময়ে নিবেদিত তিনটি উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল :

(ক) Hindoo Patriot [১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ]

"It is much to be wished that every town in the Muffosil had its Hitakari Sabha".[৬]

(খ) আর্য্যদর্শন পত্রিকা [১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ]

"সভা (উত্তরপাড়া হিতকরী সভা) যে সকল গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তন্মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তৃতি সাধন গুরুতম। এ বিষয়ে সভার নিকট বঙ্গদেশ বিশেষ ঋণী।"[৭]

(গ) বামা বোধিনী পত্রিকা [১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ]

"সভার (উত্তরপাড়া হিতকরী সভা) দ্বারা দীর্ঘকাল স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ সহায়তা হইয়াছে।"[৮]

স্বভাবতই 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা' সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল জাগে। ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে প্রতিষ্ঠিত অসাধারণ এই সংস্থা আজও জীবিত সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব নিয়ে। তাই তদানীন্তন বঙ্গসমাজের উন্নতি-প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে হিতকরী সভার সমগ্র অস্তিত্বের যে ইতিহাস বিভিন্ন সূত্র-সন্ধানের মাধ্যমে জানা গিয়েছে, তা পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে নিবেদিত হ'ল।

বাংলার নব্যসংস্কৃতি
উত্তরপাড়া হিতকরী সভার প্রতিষ্ঠা

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী প্রাঙ্গণে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয়ের মাধ্যমে বঙ্গদেশে ইংরাজ শাসনের সূত্রপাত ঘটলেও সে-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে। ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-আদালত, ইংরাজ কোম্পানীতে কাজকর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন সূত্রে শাসক ইংরাজের সঙ্গে এতদ্দেশীয় জনগণের যে সংযোগ ঘটেছিল তাকে অবলম্বন করে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হ'ল। বাংলাদেশে প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা বে-সরকারী উদ্যোগে শুরু হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশ-গুলিতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে যে ধরনের জাগৃতি ও উন্নতি দেখা গিয়েছিল সে-সম্বন্ধে অবহিত হয়ে এদেশের বিশিষ্ট চিন্তা-নায়কগণ "ইউরোপীয়দের সহযোগে পুরাতন শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার এবং নূতন শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্তনে অগ্রণী হন। হিন্দু কলেজ, রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল, কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, কলিকাতা স্কুল সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং মণ্ডলী স্থাপনের মধ্যেই তাঁহাদের প্রাথমিক প্রয়াস প্রত্যক্ষ করা যায়।"[১]

প্রথমে বে-সরকারী উদ্যোগে নূতন যে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল তার পিছনে মূল শক্তি ছিল খ্রীষ্টান মিশনারীগণ এবং বিশেষ কয়েকজন বাঙালী চিন্তানায়ক ও বিদেশীয় রাজপুরুষ। পরে শাসক ইংরাজ সরকার নিজ স্বার্থে শাসনের প্রয়োজনে উক্ত নব্যশিক্ষা প্রবর্তনের ভার গ্রহণ করেন। এ ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ক্ষেত্রে দ্বিবিধ উদ্যোগই পাশাপাশি চলেছিল। ফলে সরকারী ও বে-সরকারী বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ক্রমে স্থাপিত হ'ল। প্রয়োজনের তাগিদে সরকারী শিক্ষানীতির পরিবর্তনও ঘটল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজীকে মাধ্যম হিসাবে ঘোষিত করে নূতন শিক্ষা-

নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চ সরকারী কার্যে ইংরাজী-শিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তিদের নিয়োগের ব্যবস্থাও নেওয়া হ'ল। ফলে ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে সর্বত্র ব্যাপক উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল।

"নব্য শিক্ষা তথা নব্য শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পশ্চিমের ভাবধারার সঙ্গেও বাঙালী সন্তানেরা ক্রমশ পরিচিত হন। তাঁহারা সংঘবদ্ধভাবে মানবকল্যাণকর এবং দেশের মঙ্গলপ্রসূ বিবিধ কার্যে যত্ন-পর হইলেন। সংঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস স্বল্প সময়ে কত অধিক ফলপ্রসূ হয় তাহার দৃষ্টান্তও তাঁহাদের সম্মুখে কম ছিল না। কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটির* বয়স তখন চল্লিশের কোঠায়। গত শতাব্দীর প্রথমদিকে ইউরোপীয়গণ কর্তৃক কৃষি ও উদ্যান রচনা সমাজ,** চিকিৎসা এবং পদার্থ বিদ্যা আলোচনা সভা† কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ...এ সমুদয় সভা-সমিতির কার্যকলাপও নব্য শিক্ষিতেরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।"[১০]

ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-মূলক অনেকগুলি সংস্থা গড়ে উঠেছিল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে। এগুলির মধ্যে অধ্যাপক ডিরোজিও-স্থাপিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন (Academic Association) [প্রতিষ্ঠা ১৮২৮ খ্রীঃ], সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (Sciety for the Acquisition of General Knowledge) [১২ই মার্চ, ১৮৩৮ খ্রীঃ], তত্ত্ববোধিনী সভা (২১শে

---

* এশিয়াটিক সোসাইটি (Asiatic Society) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি।

** কৃষি ও উদ্যান রচনা সমাজ (Agricultural and Horticultural Society) স্থাপিত হয়েছিল ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর।

† চিকিৎসা ও পদার্থবিদ্যা আলোচনা সভা (The Calcutta Medical and Physical Society) ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অক্টোবর, ১৮৩৯ খ্রীঃ], বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ (Vernacular Translation Society) [ডিসেম্বর ১৮৫০ খ্রীঃ], শিক্ষা সংসদের (Council of Education) সম্পাদক ডঃ জে. এফ. মৌএট (J. F. Mouat) পরিকল্পিত বেথুন সোসাইটি (Bethune Society) [১১ই ডিসেম্বর. ১৮৫১ খ্রীঃ], কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভা [জুন, ১৮৫৩ খ্রীঃ], বামা বোধিনী সভা [১৮৬৩ খ্রীঃ], উত্তরপাড়া হিতকরী সভা [৫ই এপ্রিল, ১৮৬৩ খ্রীঃ], বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা (The Bengal Social Science Association) [২২শে জানুয়ারি, ১৮৬৭ খ্রীঃ], ও ভারত সংস্কার সভা (The Indian Reform Association) [২রা নভেম্বর, ১৮৭০ খ্রীঃ] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেথুন সোসাইটির এক কার্যবিবরণীর ভূমিকায় যে-কথা বলা হয়েছে তা এ-ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহের উপযোগিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য : "Education, in the existing state of native society, could only accomplish half its appointed work, and by no means the most important half, so long as the moral training and discipline which were inseparably connected with it in Europe could not be fully applied in India. Hence the great importance of all measures calculated to bring the educated classes into harmonious contact with each other, and to infuse into them a taste for intellectual and moral pursuits"[১১]

এ কথা গৌরবের সঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে উল্লিখিত নামী সংস্থাগুলির মধ্যে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা এক বিশেষ ব্যতিক্রম। অনুরূপ অন্য প্রতিষ্ঠানগুলির জন্ম হয়েছিল কলিকাতা শহরে এবং সেগুলির প্রতিষ্ঠার পিছনে ছিলেন সে-যুগের কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু হিতকরী সভার পত্তন করেছিলেন তদানীন্তন উত্তর-

পাড়া গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী যুবক—যাঁদের নিষ্ঠা থাকলেও প্রতিষ্ঠা ছিল না। তাছাড়া অন্য সংস্থাগুলি বহুদিন পূর্বে লুপ্ত হলেও উত্তরপাড়া হিতকরী সভা আজও বর্তমান।

উত্তরপাড়ায় হিতকরী সভার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্ভব হয়েছিল সেখানকার জনজীবনে অনুকূল মানসিকতার উদ্ভব ঘটেছিল বলে। আর সেই জাগ্রত মানসিকতার সঞ্চার সম্ভব করেছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়* (১৮০৮-১৮৮৮ খ্রীঃ)। সারাজীবনে তিনি দান করেছিলেন প্রায় ন'লক্ষ টাকা—যার সিংহভাগ ব্যয়িত হয়েছিল শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারের জন্য। তাঁর এই দানযজ্ঞের কথা মনে রেখে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'হুতোম প্যাঁচার গান'-এ তাঁকে 'বিদ্যাদানে বলি' সম্বোধনে প্রাণের প্রণাম জানিয়েছিলেন। প্রকৃতই জয়কৃষ্ণ ছিলেন দানযজ্ঞে বলিরাজার মতো—যিনি বামন-বেশী নারায়ণকে ত্রিপাদভূমি দান করতে গিয়ে নিজের মস্তককেও নারায়ণ-পদে দান করেছিলেন। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে তিনি প্রথমে তাঁর জন্মস্থান উত্তরপাড়াকে নূতনভাবে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর সাহায্যে ও উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত উত্তরপাড়া ইংরাজী স্কুল (১৮৪৬ খ্রীঃ) ও বঙ্গ বিদ্যালয় (১৮৫০ খ্রীঃ) স্থানীয় অঞ্চলে শিক্ষাপ্রসারে সহায়তা করেছিল। প্রধানত তাঁর আগ্রহ ও তত্ত্বাবধানে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন+ উত্তরপাড়ায় পৌর-সংস্থা গড়ে উঠেছিল। "ফিউডাল আবহাওয়ার মধ্যে আধুনিক মনোভাব আমদানী করিয়া তিনি এখানকার নাগরিকদের চিত্তবৃত্তি উদ্বোধনে সহায়তা

* উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারের ১২৫-তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত ডঃ বসন্তকুমার সামন্ত লিখিত জীবনীগ্রন্থ 'জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়' দ্রষ্টব্য।

+ নূতন পৌর-সংস্থার প্রথম সভা বসেছিল ১৪ই এপ্রিল, ১৮৫৩ খ্রীঃ —যেটি অনেকসময় প্রতিষ্ঠা-তারিখ হিসাবে উল্লিখিত হয়।

করেন। নগর তখনও ঠিক হয় নাই—আসলে উত্তরপাড়া গণ্ডগ্রাম—তবু সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রাচীনতম পৌর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল তৎকালীন গণ্ডগ্রাম উত্তরপাড়ায়।”[১২]

নবজাগরণের দ্যোতক চিত্তবৃত্তির এতাদৃশ উদ্বোধনের পোষকতা করতে উত্তরপাড়ার নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনদর্শন পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ‘উত্তরপাড়া সমাজ’ নামে এক জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। পরে ১৮৫৭ সালে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতি-মনস্ক নাগরিকদের জন্য স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘উত্তরপাড়া অ্যাসোসিয়েসন’। নানা কারণে সংস্থা দুটি দীর্ঘস্থায়ী না হলেও এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ‘বেথুন সোসাইটি’র প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মৌএটের কথাগুলি স্মরণীয়: “স্কুল কলেজে পড়িয়া মানুষ মাত্র অর্ধেক শিক্ষালাভ করে। সংঘবদ্ধ ...ভাবে আলাপ-আলোচনা বিতর্কের মাধ্যমেই আমাদের শিক্ষা পূর্ণ হওয়া সম্ভব।”[১৩] এবংবিধ চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তরপাড়া-নিবাসী হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষিত যুবক তাঁদের শিক্ষালব্ধ চেতনাকে সমাজ-কল্যাণে নিয়োজিত করতে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল* রবিবার ‘উত্তরপাড়া হিতকরী সভা’

* মেরি কার্পেন্টার তাঁর ‘Six Months in India’ পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার প্রতিষ্ঠা-কাল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল বলে উল্লেখ করেছেন সম্ভবত সময়ের ব্যবধানে বিস্মরণবশত। কারণ তিনি ১৮৬৬ সালের ১৪ই ডিসেম্বর উত্তরপাড়ায় এসেছিলেন এবং পুস্তকাকারে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৮ সালে। অবশ্য প্রাথমিক খসড়া থেকে লিপিবদ্ধ করার সময়ও ভুল হতে পারে। ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর ‘বাংলার নব্য-সংস্কৃতি’ পুস্তকের অন্তর্গত ‘উত্তরপাড়া হিতকরী সভা’ প্রবন্ধে একই ভুল করেছেন। এর কারণ তিনি প্রত্যক্ষ সন্ধান-সূত্রের সাহায্য না নিয়ে মেরি কার্পেন্টারের বিবরণীকে প্রামাণ্য ধরেছেন। সভার উদ্দেশ্য তিনি লিপিবদ্ধ

প্রতিষ্ঠা করেন। 'সভা'র হিতকর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার প্রথম বৎসরের (১৮৬৩-৬৪) বিবরণীতে উল্লিখিত হয়েছে: "The great object of the Shova is to educate the poor, to help the needy, to clothe the naked, to give medicines to the sick, to support poor widows and orphans, to promote the cause of temperance as a branch of the Bengal Temperance Society, and to ameliorate the social, moral and intellectual conditions of the members themselves and of their fellow inhabitants of Ootterparrah and its vicinity."[১৪] অর্থাৎ "সভার উদ্দেশ্য ছিল এইরূপ : দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা, দুর্গতদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান, দরিদ্র রোগীদের ঔষধ-পথ্য প্রদান, বিধবা এবং পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের ভরণপোষণ, বঙ্গীয় সুরাপান নিবারণী সভার শাখা-স্বরূপ মাদক দ্রব্য বর্জনে সহায়তা এবং সভার সভ্যদের উত্তরপাড়া ও নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতিসাধন।"[১৫] পরে হিতকরী সভার নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করার সময় সভার উদ্দেশ্য পরিবর্তিত ভাষায় ঘোষিত হয়েছিল : The objects of the Sabha shall be to educate the poor, to distribute medicines to the indigent sick, to support poor widows and orphans, to encourage female education, and to ameliorate the social, moral and intellectual condition of the inhabitants of Ootterparah and the places adjoining".[১৬] বিশেষ-

---

করেছেন মেরি কার্পেন্টারের উক্ত পুস্তকের সূত্র থেকে, হিতকরী সভার প্রথম বৎসরের বিবরণী থেকে নয়। এ কথা নিশ্চিতভাবে জানা যায় তাঁর পুস্তকে সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার (পৃঃ ৭৬) পাদটীকা থেকে।

ভাবে লক্ষণীয়—সভার নিয়মাবলী রচনা করার সময় প্রথম বৎসরের বিবরণীতে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের কিছু সঙ্কোচ সাধন করা হলেও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্মসূচী যোগ করা হয়েছে। সেটি হ'ল—স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার। নূতনভাবে সংশোধিত এই কর্মসূচীই বাংলাদেশের স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাসে উত্তরপাড়া হিতকরী সভাকে শ্লাঘনীয় মর্যাদার অধিকারী করেছিল।

হিতকরী সভা প্রতিষ্ঠার যুগে উত্তরপাড়ার শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা জানা দরকার। কলিকাতায় শিক্ষা-সংসদের নিকট বিদ্যোৎসাহী জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের* ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই তারিখের আবেদনের ফলশ্রুতিতে ও তাঁর আর্থিক সহযোগিতায় ১৮৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখে উত্তরপাড়া ইংরাজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক হিসাবে রবার্ট হ্যাণ্ড (Robert Hand), রামতনু লাহিড়ী ও বনমালী মিত্রের ক্রমিক সুপরিচালনার গুণে এত-দঞ্চলে শিক্ষার বিশেষ অগ্রগতি ঘটেছিল। আনুমানিক ১৮৫০ সালে** জয়কৃষ্ণ একটি পাঠশালা স্থাপন করলেন—যেটিকে ১৮৫১ সালের জুলাই মাসে সরকার উত্তরপাড়া 'ভার্নাকুলার স্কুল' (বঙ্গ বিদ্যালয়) হিসাবে চিহ্নিত করে তার দায়িত্ব নিলেন। এই বিদ্যালয় স্বভাবতই শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে সহায়তা করেছিল। পূর্বোক্ত ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জয়কৃষ্ণ একই সময়ে অর্থাৎ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-এ উত্তরপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উদার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে

* মনে রাখতে হবে, ১৮৫৮ সালে পৃথক হওয়ার আগে পর্যন্ত, জয়কৃষ্ণের প্রতিটি সমাজসেবামূলক কর্মে তাঁর সহোদর ভাই রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সহযোগী ছিলেন।

** অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'উত্তরপাড়া বিবরণ'-এ বঙ্গ বিদ্যালয় অর্থাৎ বাংলা স্কুলের প্রতিষ্ঠা সন ১৮৪৮/৪৯ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষা-সংসদের কাছে আবেদন রেখেছিলেন এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লে নিজের দুই কন্যা লক্ষ্মী-সরস্বতীকে সেখানে পড়াবেন জানিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রামের পরিবেশে (তখন উত্তরপাড়া গ্রাম ছিল) প্রকাশ্য স্ত্রী-শিক্ষার কথা ভাবা সংস্কারমুক্ত সাহসী মনের পরিচায়ক এবং এক ধরনের সামাজিক বিপ্লব। উত্তরপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জয়কৃষ্ণের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে হুগলীর তদানীন্তন কালেক্টর ডি. জে. মানি (**D. J. Money**) ১৮৪৫ সালের ৪ঠা আগস্ট লিখেছিলেন—

"Here is the proof, if proof were wanting, of the change that is taking place. Babu Joykissen Mukerji has made a great step towards a Reformation amongst his countrymen.……He is shaking off the clogging dust of tradition and custom, and has commenced in earnest the march of the true philanthropist. May his enlightened views be attended with complete success.[১৭]

কিন্তু শিক্ষা সংসদের অনুমোদন না মেলায় জয়কৃষ্ণের স্ত্রী-শিক্ষা পরিকল্পনা তখন সার্থক হ'ল না। প্রসঙ্গত এ-কথা স্মরণীয় তাঁর এই চেষ্টা ফলবতী হ'লে 'বেথুন স্কুলের' চার বৎসর আগেই উত্তরপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ত। পরে ১৮৪৯ সালে এ-বিষয়ে জয়কৃষ্ণের দ্বিতীয় চেষ্টাও* ব্যর্থ হয়েছিল। এরপর তিনি অন্য বহু জনহিতকর কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর বৈমাত্রেয়

* জয়কৃষ্ণের উক্ত প্রয়াস সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার ৯ মে, ১৮৪৯ সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছিল: "আমরা শুনিলাম উত্তরপাড়া নিবাসী বিদ্যানুরাগী বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপন গ্রামে অবিলম্বে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করিবেন, তাহার সমুদায় অনুষ্ঠান হইয়াছে—হে শুভাদৃষ্ট, তুমি শীঘ্র

ভাই বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৪-৯৩খ্রীঃ) ও সহোদর ভাই রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮১৩-৭৯ খ্রীঃ) প্রচেষ্টায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রথমে মাত্র ৮ জন ছাত্রী নিয়ে উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে জয়কৃষ্ণের বদান্যতায় ১৮৫৯ সালের ১৫ই এপ্রিল ১২,০০০-এর বেশী গ্রন্থসংগ্রহ নিয়ে নিঃশুল্ক উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া সে-যুগের দুই নামী উচ্চ শিক্ষায়তন কলিকাতাস্থ হিন্দুস্কুল (১৮১৭ খ্রীঃ) ও শ্রীরামপুর কলেজের (১৮১৮ খ্রীঃ) দূরত্ব উত্তরপাড়ার শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনধিগম্য ছিল না। ফলে স্থানীয় যুব সম্প্রদায় নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন।

রাজধানী কলিকাতার বেথুন সোসাইটি প্রমুখ শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক বিভিন্ন সংস্থার কর্মসূচী ও শ্রীরামপুর মিশনারী সাহেবদের সমাজকল্যাণকর কার্যকলাপ তাঁদের উৎসাহিত করেছিল। এবংবিধ উৎসাহের জোয়ারে উত্তরপাড়ার 'যৌবন-জলধি-তরঙ্গ'-এর ফলশ্রুতিতে 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভার' জন্ম। "It was natural that they should aspire for some kind of association through which they could put their ideas into practice and which could serve as a forum for their intellectual activities. This group of young aspirants was sufficiently near Calcutta to be influenced by the intellectual movements of the Capital,and also near Serampore to derive some lessons from the work of the Baptist Missionaries"[১৮]

প্রতিষ্ঠার পর হিতকরী সভার অধিবেশনগুলি প্রথমে উত্তরপাড়া

আগমন কর, হে কুসংস্কার—তুমি আর এদেশে অবস্থান করিও না, ত্বরায় প্রস্থান কর ; দেশীয় পুরুষসকল স্ত্রী-জাতির দুরবস্থা দূর করিতে যত্নবান হউন…"।

সরকারী বঙ্গ-বিদ্যালয়ে ও পরে যোগীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে বিজয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় গৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এদিকে অগ্রজ জয়কৃষ্ণের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মোদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করে বিজয়কৃষ্ণও স্থানীয়ভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে সাধ্যমতো ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক সময়ে জয়কৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠিত খামারগাছি, মায়াপুর, বলুটি প্রভৃতি বিদ্যালয়গুলির সম্পাদক ছিলেন। ১২৬৩ বঙ্গাব্দের সম্ভবত ১লা পৌষ তারিখে 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা' ক্ষেত্রমোহন রায়ের সম্পাদনায় উত্তরপাড়া থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। পত্রিকাটির ১০ম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে তাঁর লেখা 'Topography of Ootterparah' শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে তাঁর ও রাজকৃষ্ণের যৌথ প্রচেষ্টা সফল হওয়ায় বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়েছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। তাই বিভিন্ন জনহিতকর কাজের মধ্যে অধিকতর প্রতিষ্ঠা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি উত্তরপাড়া হিতকরী সভার কর্মপ্রবাহে নিজেকে যুক্ত করলেন এবং ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জুলাই থেকে 'সভা'র স্থায়ী কার্যালয় তাঁর বাটিতে স্থাপিত হ'ল। সভা স্বভাবতই বিজয়কৃষ্ণের তৎকালীন সহযোগী রাজকৃষ্ণের সহযোগিতাও পেল এবং সভার বার্ষিক অধিবেশনগুলি তাঁর (রাজকৃষ্ণের) প্রাসাদতুল্য বাসভবনে অনুষ্ঠিত হতে পারল।

প্রথম বৎসরে (১৮৬৩-৬৪ খ্রীঃ) উত্তরপাড়া হিতকরী সভার পরিচালক সমিতিতে ছিলেন :

সভাপতি—বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সহ-সভাপতি—প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক—হরিহর চট্টোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক—করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ—প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
হিসাব-পরীক্ষক—মন্মথ চট্টোপাধ্যায়*

* হিতকরী সভার প্রথম বৎসরের পরিচালক সমিতি প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় :— সহ-সভাপতি প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৫—৭৪ খ্রীঃ) উত্তরপাড়ার বাসিন্দা ও উত্তরপাড়া ইংরাজী স্কুলের ছাত্র ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এলাহাবাদের নিকট মঞ্ঝনপুর নামক স্থানে মুন্সেফ থাকাকালে তিনি সিপাহী-আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকজন জমিদারের সহায়তায় স্বয়ং এক সৈন্যদল গঠন করেন এবং বিদ্রোহী সিপাহীদের পরাজিত করেন। তাঁর এই যুদ্ধকাহিনী 'পায়োনিয়ার' নামক সংবাদপত্রে, 'কলিকাতা রিভিউ', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী' প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং (Canning) তাঁকে 'fighting Munsiff' বা 'রণবীর মুন্সেফ' আখ্যা দিয়েছিলেন এবং ডেপুটি কালেক্টরের পদ প্রদান করেছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে প্যারীমোহন আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ঐ স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর দান স্মরণীয়। তিনি উত্তরপাড়া হিতকরী সভার জন্ম-সময় থেকে প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি ও পরে ১৮৬৬ থেকে ১৮৭০ সালের শুরু পর্যন্ত সভার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। অপুত্রক থাকাতে তিনি তাঁর বিষয়সম্পত্তির অংশ পর-সেবায় উত্তরপাড়া হিতকরী সভার হাতে অর্পণ করে যান। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী (উত্তর ভারত)' গ্রন্থে প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী আলোচিত হয়েছে। হিতকরী সভাও প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রাণপুরুষ যোদ্ধা মুন্সেফ প্যারীমোহনের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশ করেছিলেন।

সহ-সম্পাদক করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। পরে বর্ধমানের সাবজজ হয়েছিলেন।

কোষাধ্যক্ষ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্যারীমোহন-এর জ্ঞাতিভ্রাতা। তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মুন্সেফপদ পান। পরে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। সরকার তাঁকে Knighthood উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

হিসাব-পরীক্ষক মন্মথ চট্টোপাধ্যায় পরে ঢাকার সাবজজ হয়েছিলেন।

এছাড়া সাধারণ সদস্য তালিকায় ছিলেন বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রাখালদাস রায়, কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীধন চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত রামসদয় ভট্টাচার্য, পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য, তারকনাথ সিংহ, ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার হরিহর মুখোপাধ্যায়, জমিদার হরমোহন মুখোপাধ্যায়, নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম-এ, নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, কালিদাস চট্টোপাধ্যায় এল-এল, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, এল-এল।*

হিতকরী সভার কর্মসূচীকে সার্থকভাবে রূপায়িত করার জন্য চারজন সভ্যকে তিনটি বিশেষ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল :

মন্মথ চট্টোপাধ্যায়
কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় } দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা

* মোট সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ছিল ২৩। কিন্তু উল্লিখিত তালিকায় ২০ জনের নাম আছে, যাদের নাম হিতকরী সভার প্রথম বৎসরের বিবরণীতে ছাপা অক্ষরে ছিল। অবশিষ্ট তিনটি নাম উক্ত বিবরণী-পুস্তিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সুন্দর হস্তাক্ষরে সংযোজিত ছিল : যে নাম দুটি পড়া যাচ্ছে তাঁরা হলেন হেমকান্ত দেব ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশিষ্ট নামটি বই বাঁধানোর সময় কাটা পড়ায় জানা যাচ্ছে না। (সেই নাম কি পণ্ডিত চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ?)

হিতকরী সভার অন্যতম সাধারণ সদস্য বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রমদাচরণের দাদা। তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যার সহিত তাঁর বিবাহ হয়েছিল। প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সভার সম্পাদক পদ থেকে অবসর নিলে বামাচরণ হিতকরী সভার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৮৮৪ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়—বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন শিশুদের ভরণ-পোষণ

প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি।

জমিদার রাজকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের প্রভাবে বিভিন্ন সময়ে ভাইসরয় লর্ড মেয়ো (Mayo), লর্ড নর্থব্রুক (Northbrook), লর্ড লিটন (Lytton) ও লর্ড রিপন (Ripon), হোলকারের মহারাজা, ডুমরাও-এর মহারাজা, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা, বর্ধমানের মহারাজা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ হিতকরী সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সভার ১৮৭০-৭১ সালের অষ্টম বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায়, সম্মানসূচক (honorary) সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন জাস্টিস জে. বি. ফিয়ার (J. B. Phear), কর্নেল জি. বি. ম্যালেসন (G. B Malleson), জে. এ. হপকিন্‌স (J. A. Hopkins), রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, কিশোরীচাঁদ মিত্র ও কেশবচন্দ্র সেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রথম কুড়ি-একুশ বৎসর সভার কার্যাবলী বিশেষভাবে প্রশংসার দাবী রাখে। "বঙ্গের ধনী সম্প্রদায় ও বিভিন্ন প্রদেশের রাজা-মহারাজারা এক সময়ে ইহার সভ্য ও পৃষ্ঠ-পোষক-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। উচ্চ রাজকর্মচারীরাও সভার প্রতি সহানু-ভূতি প্রদর্শন ও ইহার অধিবেশনে যোগদান করিতেন। ৺রাজকৃষ্ণ ও ৺বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের জীবিতাবস্থায় সভার সর্বাপেক্ষা গৌরবময় দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছে। ৺প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (fighting Munsiff) সভার উন্নতিকল্পে বহু সহস্র মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন।"[১৯]

বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমৃত্যু হিতকরী সভার স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। গৌরবময় প্রথম একুশ বৎসরে সম্পাদক ছিলেন হরিহর চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৩—৬৬), প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬—৭০) ও বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭০—৮৪)। প্রসঙ্গত একটি কথা উল্লেখযোগ্য—হিতকরী সভার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর প্রতি উত্তরপাড়ার

কুলপতি ('Patriarch of Ootterparah') জয়কৃষ্ণের আন্তরিক সমর্থন থাকলেও বৈমাত্রেয় ভাই বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে পারিবারিক বিরোধ ও মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই সভার সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত রাখেননি। কেবল ১৮৮৩ সালে হিতকরী সভার বিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশনে ডঃ ডবলিউ. ডবলিউ. হাণ্টারের (W. W. Hunter) আগ্রহে জয়কৃষ্ণ যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই একবারই তিনি হিতকরী সভার সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন অধিবেশনের সভাপতি হাণ্টার সাহেবের আহ্বানে ও আকর্ষণে।*

ঊনবিংশ শতাব্দীর "বাঙালী জীবনে সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক সভাসমিতির প্রভাব অপরিমেয়। নব-মহাজাতি গঠনে এই সকল সভাসমিতির গুরুত্ব অপরিসীম।"[২০] এবংবিধ সাহসী ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সে-যুগে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার উদ্দেশ্য অন্তত সীমাবদ্ধভাবে কতখানি সার্থক হয়েছিল, তার আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সভার বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে তার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে সভাকে দুটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে—সাধারণ শাখা ও সাহিত্য শাখা। শাখা দুটির কাজ সম্বন্ধে লিখিত আছে :

"The General Branch shall supervise the distribution of charities, adopt measures for the encouragement of Education—especially that of Females, by the award of scholarships to girls of the

* ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর 'বাংলার নব্য সংস্কৃতি' গ্রন্থে 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, সভা প্রতিষ্ঠার মূলে জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণের আত্যন্তিক সহানুভূতি ছিল। জয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে এ-কথা মোটেই প্রযোজ্য নয়। রাজকৃষ্ণ অবশ্য বিজয়কৃষ্ণের সহযোগী হিসাবে হিতকরী সভার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।

schools affiliated to the Sabha, and take steps as occasion may require for general improvement of Ootterparah and its vicinity."

"The object of the Literary Branch shall be to elevate the intellectual condition of the members of the Sabha and other inhabitants of Ootterparah and the places adjoining, by causing public lectures, written or verbal, in English or Bengali, to be delivered on general literature and science, and such other subjects as may fairly be included within the range of the objects of the Sabha."*[২১]

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সর্বাধিক সফল কার্যসূচী—শিক্ষা-বিস্তারে তার কর্মোদ্যোগ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হওয়ার অবকাশ রাখে। সভার সাহিত্য-শাখা ও বার্ষিক অধিবেশনগুলির বিশেষ গুরুত্ব থাকায় সেগুলির কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হবে। এখন সাধারণ শাখার অবশিষ্ট কর্মপ্রবাহ অনুসরণ করা যাক। সভা প্রথমদিকে সাহায্য কার্যসূচী তার তহবিলের শক্তি অনুসারে গ্রহণ করেছিলেন। দরিদ্র রোগীদের বিনাব্যয়ে চিকিৎসার জন্য তিনু দাস নামে একজন দেশীয় ডাক্তারকে নিয়োগ করা হয়েছিল। জয়কৃষ্ণ কর্তৃক ১৮৫১ সালে স্থাপিত উত্তরপাড়া দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাপ্ত নিয়মিত চিকিৎসার সুযোগের বাহিরে সভা এই অতিরিক্ত সুবিধার ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়া সভার পক্ষ থেকে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রদানের কার্যসূচী নেওয়া হয়েছিল। এতদ্দেশীয় কবিরাজী চিকিৎসাকে পুনরুজ্জীবিত করার কথা হিতকরী সভার সভ্যগণ ভেবেছিলেন। বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন

* উত্তরপাড়া হিতকরী সভার নিয়মাবলী পূর্ণত পরিশিষ্ট (ক)-এ উল্লিখিত হ'ল।

শিশুদের ভরণপোষণের জন্য আর্থিক সাহায্য দিতেন তাঁরা। প্রথম বৎসরের বিবরণীতে হিতকরী সভার একটি অদ্ভুত কাজের উল্লেখ আছে : ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব নিবারণের জন্য সাপ মারার পুরস্কার হিসাবে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে সভার পক্ষ থেকে ২৫ টাকা দেওয়া হয়েছিল।

উনবিংশ শতকে উত্তরপাড়ার সার্থক রূপকার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় গণ্ডগ্রাম উত্তরপাড়ায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রাচীনতম পৌর প্রতিষ্ঠান* গড়ে উঠেছিল। এখানকার পৌরসভা ব্যর্থ হয়নি প্রধানত তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতায়। স্থানীয় অধিবাসিগণ অর্ধেক টাকা চাঁদা হিসাবে দিলে তিনি নিজে বাকী অর্ধেক দিয়ে শহরের রাস্তা ও নর্দমার উন্নতি করেন। "শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং গ্রামস্থ সর্ব্বসাধারণের অর্থ সাহায্যের দ্বারা গ্রামস্থ গলিপথ সকল এবং আবশ্যক জলনিকাশের পাক্কা সেতু নির্ম্মাণ হইতেছে এবং গ্রামস্থ পল্লীর রক্ষক ভিন্ন তিনজন সিপাহী রাত্রযোগে সমুদয় নগর ভ্রমণ জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং উভয় রক্ষকের বেতন নগরবাসিদিগের দ্বারা টেক্স নিযুক্ত হইয়া আদায় হইতেছে।"[১২] আর একটি বিশেষ কাজ আপাত-পক্ষে অপ্রিয় হয়েও তিনি উত্তরপাড়ার জন্য করেছিলেন। জনমত সৃষ্টি ও নিজস্ব প্রভাবের দ্বারা তিনি শহর থেকে অন্য ধরনের সামাজিক পাপকে অনেকখানি দূরীভূত করে নূতন উত্তরপাড়া গঠনের স্বপ্ন সার্থক করতে পেরেছিলেন। "শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়···তত্রস্থ সমস্ত পথ পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অপিচ এই স্থানে আবগারি সম্বন্ধীয় মাদকদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় নিবারিত করিয়াছেন, সুতরাং এমত

* উত্তরপাড়ার আগে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীরামপুরে প্রথম পৌরসভা গঠিত হলেও তার মেয়াদ ছিল খুবই অল্পদিনের এবং সেই পৌর-সভায় মূল ভূমিকা ছিল বিদেশী য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের। তাই এটিকে হিসাবের বাহিরে রাখা হয়েছে।

ব্যক্তি প্রশংসার ভাজন বটেন।[২৩] তাঁর এই মহতী প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হিতকরী সভার মদ্যবর্জন কার্যসূচী। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিটেরিয়ান পাদ্রী সি. এইচ. এ. ডাল (C. H. A. Dull) উক্ত কদভ্যাস দূর করার জন্য কলিকাতায় একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। পরে এই ধরনের আরও দুটি সমিতি কলিকাতায় ও একটি সমিতি বারাকপুরে গঠিত হয়েছিল। সমিতিগুলি একতাবদ্ধ হয়ে ১৮৬৩ সালের ১৫ই নভেম্বর Bengal Temperance Society (বঙ্গীয় সুরাপান নিবারণী সভা) নামে পরিচিত হয় এবং প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের সম্পাদকত্বে ব্যাপকভাবে কাজ শুরু করে। এই সোসাইটির শাখা হিসাবে হিতকরী সভা করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে* সম্পাদক করে Ootterparah Temperance Society/Fraternity (উত্তরপাড়া সুরাপান নিবারণী ভ্রাতৃসভা) গঠনান্তে উত্তরপাড়া ও সন্নিকটবর্তী এলাকায় মদ্যবর্জনে সহায়তা করেছিলেন। "This fraternity has been organised for the purposes of enlisting the friends of Temperance in its cause, of persuading the friends, relatives, dependents of the members and the public generally to abstain from the use, of all wines, and of distributing printed sheets or pamphlets in English, Bengalee and Oordoo with which the main Society shall from time to time supply the Fraternity."[২৪] সভার মদ্যবর্জন সংক্রান্ত কাজের জন্য প্যারীচরণ সরকার স্থানীয় সম্পাদককে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চের চিঠিতে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। সে সময়ে বঙ্গীয় সুরাপান নিবারণী সভার সভ্যগণকে নিম্নলিখিতরূপ অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করতে হ'ত : "I do hereby solemnly promise to

* করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন।

abstain from the use of all wines and intoxicating liquors whatever, except under medical direction."[২৫]

প্যারীচরণের সুরাপান নিবারণ কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে তখন একটি গান প্রচলিত ছিল :

"মধুপান আর করো না।
প্যারীচাঁদ করছে মানা॥"

উত্তরপাড়া সুরাপান নিবারণী ভ্রাতৃসভার সদস্যগণ প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবারে মিলিত হয়ে মদ্যপান নিবারণ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। পরে অবশ্য এই ভ্রাতৃসভার স্বাভাবিক অবলুপ্তি ঘটেছিল। "সভার এখন অস্তিত্ব নাই তবে ইহার দুই একজন সদস্য জীবিত আছেন যাঁহারা পূর্ব অঙ্গীকার পালন করিয়া আসিতেছেন।"[২৬]

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সাধারণ শাখার অন্য কর্মসূচী ক্রমশ গুরুত্ব হারিয়েছিল তার শিক্ষা-বিস্তার প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে। তা-ছাড়া সভার সীমিত তহবিলও বহুবিধ কাজ করার পক্ষে বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়েছিল। "প্রথম প্রথম সভা উক্ত কার্যসমূহে মনঃসংযোগ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু অর্থ সংস্থানের সঙ্কীর্ণতা হেতু ক্রমে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারেই অধিকতর অবহিত হইলেন।"[২৭]

বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার : হিতকরী সভার অবদান

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার কার্যাবলীর সর্বাধিক প্রশংসনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ—স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার প্রসঙ্গে তার কর্মপ্রবাহ। সভার স্ত্রী-শিক্ষা-বিষয়ক কর্মসূচীর যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে বঙ্গদেশের তৎকালীন শিক্ষাভাবনার ক্ষেত্রে অবরোধের বাহিরে ও অবরোধের মধ্যে স্ত্রী-লোকদের লেখাপড়ার জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তা জানা দরকার।

বিদেশীয় কয়েকটি মিশনারী প্রতিষ্ঠান, এদেশীয় কতিপয় চিন্তা-নায়ক ও বিশেষ কয়েকজন ইংরাজ রাজপুরুষের চেষ্টায় নূতন শিক্ষা ব্যবস্থানুসারে যে বিদ্যায়তনগুলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে প্রথমদিকে গড়ে উঠেছিল সেগুলিতে শিক্ষার সুযোগ মিলেছিল কেবল বালকদের। বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা তখন করা যায়নি ; এমনকি তাদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত সংস্কার দুর্লঙ্ঘ বাধা সৃষ্টি করেছিল। তৎকালীন সমাজে অনেকের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়। তাছাড়া পুরুষ-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর স্থান ছিল দাসীর মতো। 'যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা'—'প্রকৃতি' নারীর কাছে এ-সত্যকে স্বীকার করার মতো 'আনন্দ' পুরুষ স্বভাবতই দুর্লভ ছিল। তার ফলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীজাতি অবহেলিত হয়েছে এদেশে এবং পৃথিবীর অন্যত্রও।

ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের গৌরব মিশনারীদের-ই প্রাপ্য। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির (London Missionary Society) যাজক রবার্ট মে (Robert May) ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলার চুঁচুড়া শহরে প্রথমে ১৪টি ছাত্রী নিয়ে যে-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটি এদেশে প্রথম স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয়। "According to Mr. Adam, 'The first

attempt in Bengal, and I suppose in India, to instruct native girls in an organised school was made by Mr. May.........in 1818' ".[২৮] অবশ্য ১৮১৮ সালের ১২ই আগস্ট মে'র মৃত্যু ঘটেছিল এবং তৎকালীন কোম্পানী সরকার বিদ্যালয়টি শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন (**'the institution was discontinued by the Company's Government'**)।

একটি পুরাতন প্রবন্ধ থেকে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসঙ্গে জানা যায়: "শ্রীরামপুরের বিবী হানা মার্শম্যান এ-বিষয়ে অগ্রণী। তিনি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।"*[২৯] কিন্তু অন্য প্রামাণ্য পুস্তকে উক্ত তারিখ সম্বন্ধে কোন সমর্থন মেলে না। তবে শ্রীরামপুরে মিশনারীগণ ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের একটি ছেলেদের স্কুলে মাঝে মাদুরেরবেড়া দিয়ে পৃথক করে (**'separated from the boys by a mat partition'**) ক্লাসে কয়েকটি বালিকাকে পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন, স্বতন্ত্র কোন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেননি। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের উল্লিখিত প্রচেষ্টাগুলির ক্ষেত্র

* উইলিয়ম কেরীর শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের উদ্যোগে হান্না মার্শম্যান (**Hanna Marshman**) স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'তে প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠা-বৎসর ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। মিঃ ফুলারকে (**Fuller**) লেখা জে. মার্শম্যানের এক চিঠি থেকে জানা যায় ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরস্থ পর্তুগীজ বালিকাদের শিক্ষার জন্য একটি মিশন বিদ্যালয় শুরু করা হয়েছিল। পরে ১৮১৬-১৭ সালে ছেলেদের স্কুলের সঙ্গে কিছু মেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন কর্তৃপক্ষ করেছিলেন। শ্রীরামপুরের 'হান্না হাউসে' যে মিশন বালিকা বিদ্যালয় আজও বর্তমান, একটি ফলক থেকে জানা যায় যে সেটি ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এদেশীয় বালিকাদের জন্য চুঁচুড়াতে স্থাপিত মে সাহেবের স্কুল যে প্রথম স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয় তা একাধিক সূত্রে স্বীকৃত।

হুগলি জেলার মফস্বলে। জানা যায়, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'র অধীনস্থ কয়েকটি বিদ্যালয়ে ছোট ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও শিক্ষা দেওয়া হ'ত। এই বালিকাদের পরীক্ষা নেওয়া হ'ত রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে। বঙ্গমহিলাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিপোষণের উদ্দেশ্যে রেভাঃ ডবলিউ. এইচ. পিয়ার্সের (Rev. W. H. Pearce) সভাপতিত্বে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' (পুরা নাম The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengalee Female Schools) ঐ বৎসরে জুন মাসে প্রথমে মাত্র ৮টি ছাত্রী নিয়ে নন্দনবাগানে (কলিকাতার গৌরীবেড়ে অঞ্চলে) 'ফিমেল জুভেনাইল স্কুল' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। পরে তাঁরা গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে যথাক্রমে লিভারপুল (Liverpool) স্কুল, সালেম (Salem) স্কুল ও বার্মিংহাম (Birmingham) স্কুল নামে আরও তিনটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। পরবর্তীকালে মিস মেরি অ্যান কুকের (Mary Ann Cooke) উদ্যোগে এবং 'লেডিজ সোসাইটি' (পুরা নাম Ladies' Society for Native Female Education in Calcutta and its Vicinity—প্রতিষ্ঠা তারিখ ২৪শে মার্চ ১৮২৪) ও 'লেডিজ অ্যাসোসিয়েসন'-এর (পুরা নাম Calcutta Ladies' Association for Native Female Schools—লেডিজ সোসাইটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৮২৫ সালের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে প্রতিষ্ঠিত) মাধ্যমে অনুরূপ অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় (এদের মধ্যে প্রথমটি ঠনঠনিয়ায় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারিতে স্থাপিত) চালু হলেও মিশনারীদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এদেশীয় মানুষের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস থাকায় তাঁদের প্রচেষ্টা তেমনভাবে সাফল্যমণ্ডিত হ'ল না। "উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে একমাত্র দরিদ্র ঘরের—অনেক স্থলে নিম্নবর্ণের ছাড়া কোন শিক্ষিত ও

সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা যোগদান করেন নাই।"[৩০] 'বন্দিনী-বামা'-মুক্তি ত্বরান্বিত করতে সার্থকভাবে নারীশিক্ষা প্রবর্তনের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (John Drinkwater Bethune), প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু খ্যাতনামা চিন্তানায়ক। ব্রাহ্মবন্ধু সভা, বামাবোধিনী সভা, উত্তরপাড়া হিতকরী সভা, ভারত সংস্কার সভা প্রভৃতি কয়েকটি হিতকর সংস্থার ভূমিকাও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে জনমত গঠনের জন্য ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 'স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক অর্থাৎ পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রীলোকের শিক্ষার দৃষ্টান্ত' ('An Apology for Hindoo Female Education containing Evidence in favour of the Education of Hindoo Females') নামে পুস্তক রচনা করেছিলেন। একই সময়ে 'Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females' শীর্ষক রাজা রামমোহন রায়ের একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রধানত রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের দানে ও কেন্দ্রীভূত চেষ্টায় কলিকাতার হেদুয়া অঞ্চলে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে প্রতিষ্ঠিত হ'ল বালিকাদের জন্য সেণ্ট্রাল স্কুল (Central School)। বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন মিসেস উইলসন (যিনি ১৮২৪-এর আগে কুমারীজীবনে ছিলেন মিস মেরি অ্যান কুক)। "রামমোহন রায় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সহমরণ বিষয়ে বাদানুবাদে এক স্থলে প্রতিপক্ষকে বলিয়াছিলেন : 'আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে

তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?' যে সময়ে রামমোহন এই তিরস্কার বাণী উচ্চারণ করেন, ঠিক সেই বৎসরেই কলিকাতায় সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা হয়।"[৩১] তারপর ষোল বৎসরের ব্যবধানে প্রধানত বিদেশীয় উদ্যোগে প্রাপ্ত স্ত্রী-শিক্ষার সামান্য সুযোগ রামমোহনের উক্ত প্রশ্নবোধক চিন্তা নারীমানসে সঞ্চারিত করতে পেরেছিল। নিজেদের দুর্ভাগ্যকে জয় করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার মানসিকতা নারীসমাজে অন্তত বিক্ষিপ্তভাবে দেখা দিয়েছিল। **"Some women of Shantipur had begun by the year 1835 to express dissatisfaction with their lot and they demanded among other reforms the introduction of education among them. Some women of Chinsurah also wrote to the editor of the Samachar Darpan on 15 March 1835 strongly supporting the efforts of their sisters of Shantipur."**[৩২]

ঊনবিংশ শতকে এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাস অনুসরণ করলে জানা যায় যে 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' মহানির্বাণতন্ত্রের এই মহামন্ত্র সে-যুগে ক্রমশ নূতন শক্তিলাভ করেছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে উত্তরপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য শিক্ষা-সংসদের কাছে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আবেদন করেও জয়কৃষ্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। দু'বৎসর পরে শিক্ষাব্রতী প্যারীচরণ সরকারের সহযোগিতায় কালীকৃষ্ণ মিত্র ও ডাঃ জীবনকৃষ্ণ মিত্রের আনুকূল্যে সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্যোগে বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল। এই মহৎ দৃষ্টান্তের পথ ধরে শিক্ষা-সংসদের সভাপতি বেথুন সাহেব এতদ্দেশীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের সাহায্যে ১৮৪৯ সালের ৭ই মে 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' (পরবর্তীকালে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি কৃষ্ণনগরে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে

যে-বক্তব্য রেখেছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে নারীমুক্তির দিগ্‌দর্শন : "For her own sake and in her own right I claim for women her proper place in the scale of created beings. God has given her an intellect, a heart and feelings like your own and these were not given in vain."[৩৩] 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' স্থাপনের এক পক্ষ কাল পরে রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁর শোভাবাজারের বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এইভাবে স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও তখনকার সামাজিক ব্যবস্থায় একটু বেশী বয়সের বালিকাকে পর্দা-প্রথা মানতে হ'ত। অবরোধের এই অচলায়তনকে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও অপসারিত করা যায়নি। বঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তার ১৯০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের সাধারণ বিবরণীতে শিক্ষা-পরিদর্শিকা মন্তব্য করেছিলেন : "I found from visiting Zenanas and from the expression of native opinion that there was no prejudice against the education of girls, but strong feelings against any relaxation of the purdah system for high caste girls."[৩৪] নবজাগরণের প্রভাবে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সঞ্চার হলেও বয়স্কা বালিকাদের অবরোধের বাহিরে আসার বাধা ছিল। "অবরোধ প্রথা স্ত্রী-শিক্ষার একটি প্রভূত ক্ষমতাশালী সামাজিক বিঘ্ন। ইহাকে অস্বীকার করিয়া, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের কোন উপযুক্ত ও সার্থক উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে না। পর্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেও কোন সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই।"[৩৫] কাজেই পর্দাপ্রথাকে মেনে নিয়ে বিশেষ এক শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছিল—তার নাম 'অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা' (Home Education for women বা Zenana Education)। এ বিষয়ে চিন্তাভাবনার প্রথম হদিশ মেলে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভারতীয় স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধে। "In 1840 Rev. K. M. Banerjea wrote an essay on 'Indian Female Education' in competition for a prize of Rs. 200, offered by Captain Jameson of Baroda······ In the third chapter he suggested the means for educating the Indian females. In view of the influence of purdah, he recommended 'private tuition' instead of 'a system of public schools.' "[৩৬]

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অধিনায়কত্বে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা'কে নূতন এই শিক্ষা-ব্যবস্থা কৃষ্ণমোহন কথিত 'Private tuition' অর্থাৎ Harem female education-এর প্রবর্তক বলা চলে। সভা-প্রবর্তিত 'অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা'র লক্ষ্য সম্পর্কে সভার তদানীন্তন সম্পাদক হরলাল রায় জানিয়েছিলেন : "···বালিকাগণ বিদ্যালয়ে দুই তিন বৎসরের অধিক পড়িতে না পারায় যথাবাঞ্ছিত ফল উৎপন্ন হইতেছে না। যাহাতে বালিকাগণ উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিতে পারে এইরূপ একটি প্রণালী কলিকাতার ব্রাহ্মবন্ধু সভা অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালীক্রমে বালিকাগণ বিদ্যালয়ে না গিয়া বাটীতে নিযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বা পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি দ্বারা সুশিক্ষিত হইতে পারিবেক। পাঠের বিবরণ বর্ষে চারিবার উক্ত সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক। বৎসরে দুইবার বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক।"[৩৭] নূতন ব্যবস্থায় শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করে প্রতি শ্রেণীর জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা হয়েছিল। ১২৭১ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল, ১৮৬৩) সভার পক্ষ থেকে ১২ জন* সফল ছাত্রী পুরস্কৃত হলেন। এই বৎসরের

* 'বাংলার নব্য সংস্কৃতি' পুস্তকে 'অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা, বামাবোধিনী সভা' প্রবন্ধে যোগেশচন্দ্র বাগল পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রীর সংখ্যা চার বলেছেন।

শেষে ব্রাহ্মবন্ধু সভা অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার দায়িত্ব নারীমুক্তির অন্যতম প্রবক্তা উমেশচন্দ্র দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'বামাবোধিনী সভা'র (১৮৬৩ খ্রীঃ) উপর অর্পণ করলেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় পাঁচটি শ্রেণীর জন্য ১৮৬৪ সালের এপ্রিলে নূতনভাবে পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত হয়েছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মেরি কার্পেন্টার যখন এদেশের স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শনে এসেছিলেন, তখন বামাবোধিনী সভার পক্ষ থেকে দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার জন্য যে-সব ব্যবস্থা তাঁরা নিয়েছেন সেগুলির সঙ্গে অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল। ব্রাহ্মবন্ধু সভা ও বামাবোধিনী সভার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ক্রমে অনেকগুলি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান একই ধরনের ব্যবস্থার মাধ্যমে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা-অধিকর্তার ১৮৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষের বিবরণী থেকে নদীয়ার উপ-পরিদর্শকের মন্তব্য স্মরণীয় : "In a country like this, education of girls in the zenana is highly desirable and the advantage of such institutions can not be over-estimated. It is, therefore, with feelings of unfeigned satisfaction that I record the establishment of a zenana education club at Belladanga in the town of Krishnanagore. Fourteen pupils on an average age of seventeen years are thus receiving instructions through the agency of the association."[৩৮] শিক্ষা-অধিকর্তার পরবর্তী বৎসরের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে মোট উনিশটি সংস্থা কাজে নেমেছেন। এ কথা মনে রাখা দরকার, এই ধরনের সকল প্রতিষ্ঠান দীর্ঘজীবী হয়নি এবং নারী-শিক্ষা-কর্মযজ্ঞে লক্ষণীয় ভূমিকা নিতে পারেনি। "বঙ্গদেশে প্রায় প্রতি জেলায় স্ত্রী-জাতির উন্নতির জন্য সভা সমিতি হইতেছে। উত্তরপাড়া হিতকারী মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী, শ্রীহট্ট

সম্মিলনী, যশোহর-খুলনা সম্মিলনী, বিক্রমপুর হিতসাধিনী, ফরিদপুর সুহৃৎ সভা প্রভৃতি সভা কর্তৃক রমণীগণের লেখাপড়া, শিল্প ও কারুকার্য, গার্হস্থ্য নীতি অধিকতর উৎসাহিত হইতেছে।"[৩৯] বিশেষভাবে স্মরণীয় অবরোধ-প্রথার মধ্যে 'বন্দিনী' বিবাহিতা ও বয়স্কা নারীদের শিক্ষার সুযোগ করে দিতে আচার্য কেশবচন্দ্র সেন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ব্রাহ্মবন্ধু সভার মাধ্যমে যে অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু করেছিলেন দীর্ঘ ২০ বৎসর পরে তাকেই কার্যকরী পন্থা বলে ডবলিউ. ডবলিউ. হাণ্টারের সভাপতিত্বে গঠিত ১৮৮২ সালের 'ইণ্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন' (Indian Education Commission) সুপারিশ করেছেন। "But unfortunately it is too true, as the Commission reports, that the social customs of India present enormous hindrances to the appropriating by girls of the benefits of a school course··· In order to gain the adhesion of public sentiment it is, they consider, indispensable that education should in some way be carried into the home, and the efforts of Missionary teachers in families willing to receive them is mentioned as having been valuable."[৪০]

শিক্ষার ক্ষেত্রে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার কর্মোদ্যোগ বিশেষ প্রশংসনীয়। সভা পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়* ও 'বাঙ্গালা স্কুল' (যেটি ১৮৯৮ সাল থেকে মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় হয়েছিল)—দুটি

* বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি ১৮৬৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি শুরু হলেও ৫ই এপ্রিলে প্রতিষ্ঠিত উত্তরপাড়া হিতকরী সভাকে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে হিতকরী সভার সভাপতি হিসাবে বিজয়কৃষ্ণের সংযুক্তির কারণে।

প্রতিষ্ঠানেরই দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সুপরিচালনার গুণে উত্তরপাড়ায় স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল তা জানা যায় বঙ্গের শিক্ষাধিকারিকের ১৮৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষের বিবরণী থেকে। চন্দন-নগরে যখন ছাত্রীসংখ্যা ২০, কোন্নগরে ৩২, বালিতে ৪২, এমন কি কলিকাতায় বেথুন স্কুলে ১০৩, তখন উত্তরপাড়ায় ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১০৬। হিতকরী সভার প্রথম বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায়—সভা উত্তরপাড়ায় হিতকরী বিদ্যালয় ও পার্শ্ববর্তী মাখলা গ্রামে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং চন্দননগর বালিকা বিদ্যালয়, বলুটি বালিকা বিদ্যালয়, মজিলপুর বালিকা বিদ্যালয় ও দক্ষিণেশ্বর ইঙ্গবঙ্গ বিদ্যালয়ে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন। তাছাড়া, উত্তরপাড়া ইংরাজী স্কুল ও বালি ট্রেনিং স্কুলের দরিদ্র ছাত্রদের বেতন বাবদ সাহায্য করা হয়েছিল সভার পক্ষ থেকে।

স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গদেশে যে-সব সংস্থা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে ব্যাপকতা ও স্থায়িত্বের দিক থেকে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়ার যোগ্য। "বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া, বঙ্গদেশের এই কয়েকস্থান স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত। উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সহকারিতা এই উন্নতির প্রধান কারণ।"[৪১] বামাবোধিনী সভার সমসাময়িক মফস্বলের এই প্রতিষ্ঠান স্ত্রী-শিক্ষায় উৎসাহ-বর্ধন-কল্পে বিদ্যালয়ে পাঠরতা বালিকাদের জন্য পরীক্ষা প্রবর্তন করেন। সভা ১৮৬৪ সালের শরৎকালে যথারীতি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে হুগলি-হাওড়া জেলার ছাত্রীদের পরীক্ষা নেওয়া শুরু করেছিলেন ১৮৬৫ থেকে। পরীক্ষায় যে-সকল বালিকা উচ্চস্থান অধিকার করতেন সভার তহবিল থেকে তাদের গুণানুসারে বৃত্তি ও পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। সভা দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য যথাক্রমে **Junior, Senior** ও **Final** নামে তিনটি বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। পরবর্তী-কালে এই পরীক্ষা তিনটির নাম হয়েছিল নিম্ন প্রাথমিক (**Lower**

Primary), উচ্চ প্রাথমিক (Upper Primary) ও মধ্য বাংলা (Middle Vernacular) বা মধ্য ছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষা। বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সভার কাছে আবেদন করতে হ'ত। হিতকরী সভার অষ্টম বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায় যে সভা কর্তৃক গৃহীত উক্ত তিনটি বৃত্তি পরীক্ষাতে উত্তরপাড়া, বালি, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, মাহেশ, জোহাননগর, শিবপুর ও আড়িয়াদহ* অঞ্চলের বালিকা বিদ্যালয়গুলি যোগ দিয়েছিল। শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে সভার এই পরীক্ষা-ব্যবস্থা সরকারের প্রশংসা লাভ করেছিল এবং ১৮৭৬ সালের ২৪শে এপ্রিল-এর প্রস্তাবে তদানীন্তন বঙ্গ সরকার বর্ধমান, প্রেসিডেন্সী ও ঢাকা বিভাগের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর জেলাগুলিতে এ-ধরনের পরীক্ষা প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন। জেলা-সমিতিগুলির অনুরোধে তদনুসারে হিতকরী সভা ১৮৭৭ থেকে বর্ধমান জেলার, ১৮৭৯ থেকে বাঁকুড়া জেলার, ১৮৮৫ থেকে বীরভূম জেলার ও ১৮৮৯ থেকে মেদিনীপুর জেলার পরীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সভা-প্রবর্তিত পরীক্ষার উৎকর্ষ ও উপযোগিতা উপলব্ধি করে সরকার ১৯০১ থেকে তাঁদের বিভাগীয় পরীক্ষা বন্ধ করেন এবং বর্ধমান বিভাগের পরীক্ষার দায়িত্ব হিতকরী সভার উপর দেওয়া হয়। প্রথমে সমস্ত জেলাগুলিতে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকলেও সরকারী তহবিলের অসুবিধার জন্য ১৯২০ সাল

* জোহাননগর (Johnnuggur) মাহেশের সংলগ্ন এলাকা। আড়িয়াদহ ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত হলেও হিতকরী সভার পরীক্ষা-সূচীতে অংশ নিয়েছিল এবং আড়িয়াদহ বালিকা বিদ্যালয় নিম্ন প্রাথমিক (Junior) ও উচ্চ প্রাথমিক (Senior) পরীক্ষার অংশ নিয়ে উভয় পরীক্ষাতে মোট চারটি বৃত্তিলাভ করেছিল। সভার ৩৭তম (১৮৯৯-১৯০০) বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায় এক সময়ে ২৪ পরগনা জেলা অংশত হিতকরী সভার বৃত্তি পরীক্ষায় যোগ দিয়েছিল। নিম্ন প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার তালিকায় বরাহনগর ও আড়িয়াদহ বিদ্যালয়ের নাম আছে।

থেকে শিক্ষা-অধিকর্তার নির্দেশে বৃত্তি প্রদান বন্ধ হয়েছিল। অবশ্য হিতকরী সভা হুগলি ও হাওড়া জেলায় তাঁদের বৃত্তি প্রদান ব্যবস্থা বজায় রেখেছিলেন এবং অন্য জেলার পরীক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ সভা কর্তৃক বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণের প্রথম বৎসরে আটটি বালিকা বিদ্যালয় থেকে মোট ২৬ জন বালিকা প্রথম পরীক্ষা (Junior Examination) দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে মোট ৩৯ জন পরীক্ষার্থিনীর মধ্যে ২৬ জন প্রথম পরীক্ষায় ও ১৩ জন দ্বিতীয় পরীক্ষায় (Senior Examination) বসেছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তৃতীয় বৎসরে প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষ পরীক্ষা (Final Examination) দিলেন যথাক্রমে ১১ জন, ১৯ জন ও ৭ জন। সভার সংশ্লিষ্ট (affiliated) বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীদের নিয়ে প্রথমদিকে পরীক্ষাগুলি নেওয়া হ'ত শিক্ষাবর্ষের শেষে অর্থাৎ মার্চে। পরবর্তীকালে পরীক্ষাগুলি ডিসেম্বর মাসে বা আরও আগে সরিয়ে আনা হয়েছিল। পরীক্ষায় বসার জন্য ১৯১৫ সাল পর্যন্ত কোন প্রবেশ-মূল্য ছিল না।

হিতকরী সভা মনে করতেন পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে বালিকাদের শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করা যায়। সেই ধারণার ভিত্তিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষ পরীক্ষায় উচ্চ-স্থানাধিকারিণী বালিকাদের জন্য যথাক্রমে মাসিক ১ টাকা, ২ টাকা ও ৩ টাকা (প্রথমদিকে ২ টাকা) হারে এক বৎসরের মেয়াদে বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। পরে বৃত্তিভোগের মেয়াদ বাড়িয়ে দু'বৎসরের করা হয়েছিল। নিম্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য বাংলা—প্রতিটি বৃত্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে পাঠক্রম ছিল দু'বৎসরের। প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষায় হিতকরী সভার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলি যে-কোন-সংখ্যক পরীক্ষার্থী পাঠাতে পারলেও তৃতীয় বা শেষ পরীক্ষায় কেবলমাত্র দ্বিতীয় পরীক্ষায় বৃত্তি-প্রাপ্তা বালিকারা বসতে পারতেন। কোন পরীক্ষায় প্রাপ্ত বৃত্তি ভোগ করতে হলে পরবর্তী পাঠক্রম কোন বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে পড়তে

হ'ত। শেষ পরীক্ষার বৃত্তিভোগ অবশ্য অন্তঃপুরিকা পরীক্ষায় (সভা ১৮৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা গ্রহণ শুরু করেছিলেন) অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল ছিল। বালিকাদের ঠিকমতো প্রস্তুত করে পরীক্ষাগুলিতে উচ্চস্থান অধিকারের জন্য সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎসাহিত করতে হিতকরী সভা উচ্চস্থানাধিকারিণী বালিকা-দের বিদ্যালয়ের হেড-পণ্ডিতকেও পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। প্রথম স্থানাধিকারিণী ছাত্রীর বিদ্যালয়-প্রধান সোনার মোহর পুরস্কার পেতেন। ১৮৭০-৭১ সালের বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যাচ্ছে : "The prize of a gold mohur offered by the Sabha to the head pundit of the school standing first in the examinations, has been won by Pundit Bissessur Bundopadhya, Head Pundit of the Ootter-parah Girls' School, as the Ootterparah School decidedly stood first at the late examination."[৪২] শিক্ষক মহাশয়ের কাজের এ-ধরনের স্বীকৃতি ও সম্মান সত্যই প্রশংসার্হ। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার কাজ দেখে ফরিদপুরের 'সুহৃৎ সভা' ও বাখরগঞ্জের 'হিতৈষিণী সভা' তাঁদের এলাকায় এ-ধরনের পরীক্ষা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। "প্রথমে হাওড়া ও হুগলীতে এবং পরে সমুদয় বর্ধমান বিভাগে হিতকরী সভা প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা প্রতি বৎসর জেলার বালিকা বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীদের বাৎসরিক পরীক্ষার আয়োজন করিয়া উৎকৃষ্ট ছাত্রীদের পারিতোষিক দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কবি কামিনী রায় হুগলী স্কুল হইতে পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাইয়া হিতকরী সভার বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টগুলিতে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার কার্যকলাপের সপ্রশংস উল্লেখ পাওয়া যায়।···১৮৬৬-৬৭ সনেই সরকারী শিক্ষা-রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বর্ধমান বিভাগে উত্তরপাড়া

হিতকরী সভাই স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে কর্মরত প্রধান প্রতিষ্ঠান।*

সভার কার্যক্রম শুধু বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না, বয়স্থা নারীদের শিক্ষার নিমিত্ত সভা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন করেন।"[৪৩] ব্রাহ্মবন্ধু সভা ও বামাবোধিনী সভার অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত পরীক্ষা ব্যবস্থার অনুসরণে প্রয়োজনের ভিত্তিতে ও পরীক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে হিতকরী সভা ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের চতুর্থ পরীক্ষা প্রবর্তন করেছিলেন। তৃতীয় বা শেষ পরীক্ষায় যে বালিকারা বৃত্তি পেতেন তাঁরা যাতে আরও পড়াশুনা করেন সেই কারণে সভা ঠিক করলেন যে ঐ বালিকারা অন্তঃপুরে থেকে এক বৎসরের অন্তঃপুরিকা পাঠক্রম অনুশীলন করলে তবে শেষ পরীক্ষার বৃত্তি ভোগ করতে পারবেন। অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার পরীক্ষাকে তখন অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা (Zenana Examination) বলা হ'ত। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থিনীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল : "A Zenana candidate is one who prosecutes her studies at home after the age of twelve or after marriage."[৪৪] সভা-প্রবর্তিত এই বিশেষ পরীক্ষা সম্পর্কে মেরি কার্পেণ্টারও তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : "Young ladies who are obliged to leave the school on account of marriage are permitted to continue their studies in the zenana, and to hold scholarships. A native convert female teacher, who is employed in the school, visits them at their home and conducts the necessary examinations."[৪৫] অবরোধকে মেনে নিয়ে বয়স্কা ও বিবাহিতা বালিকাদের শিক্ষা-সাধনাকে অব্যাহত রাখতে হিতকরী সভা যে অন্তঃপুরিকা পরীক্ষার প্রচলন

* "The chief authority on the subject of female education in the Burdwan Division is the Hitakari Sabha"—Report on Public Instruction for 1876-77, p. 269.

করেছিলেন তার পাঠক্রম ছিল মহিলাদের উপযোগী। "The course of studies prescribed by the Sabha is eminently suited to their condition of life, calculated to make them exemplary mothers and wives consisting of advanced literature including ethics and studies from Mahabharata and Ramayana, Arithmetic, Hygiene, Midwifery."[৪৬]

অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা শুরু হওয়ার প্রথম তুই বৎসরে অর্থাৎ ১৮৬৮ ও ১৮৬৯ সালে কেউ উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি। ১৮৭০ সালে উত্তীর্ণ হলেন মাত্র একজন—অদ্বিতীয়া তিনি কোন্নগর অঞ্চলের জ্ঞানদা দাসী। অন্তঃপুরিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব বৎসর (১৮৭০) শেষ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করে যে তুটি বালিকা বৃত্তি পেয়েছিলেন, তাঁরা অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা দেওয়ার সর্তে বৃত্তি ভোগ করেছিলেন। কিন্তু ১৮৭১ সালের পরীক্ষায় বসলেন তাঁদের মধ্যে একজন যিনি ছিলেন বালির বাসিন্দা। এই বৎসর প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন উত্তর-মধ্য বিভাগের বিদ্যালয় পরিদর্শক (Inspector of Schools, North-Central Division) স্বনামখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়। কিন্তু একমাত্র পরীক্ষার্থিনীও কৃতকার্য হলেন না। ভূদেববাবু সে-বৎসর প্রথম পরীক্ষার ভূগোল এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় (শেষ) পরীক্ষার ইতিহাস ও ভূগোলের উত্তরপত্রও পরীক্ষা করেছিলেন। [প্রশ্নকর্তা ছিলেন বর্ধমানের উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক (Sub-Inspector of Schools) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]। ফলে হিতকরী সভার পরীক্ষাগ্রহণ কার্যসূচী সম্বন্ধে ভূদেববাবুর যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার ভিত্তিতে তিনি সভাকে জানিয়েছিলেন: "After having taken part in the examinations of your girls' schools I have come to believe that the Hitakari Sabha is doing much

good to the girls' schools in the neighbourhood. The scholarships of the Sabha are evidently an object to the girls—they learn up much higher than they would do if they had no such prizes to compete for ...The Antapurikai (zenana students) evidently do nothing."[৪৭] ভূদেববাবুর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ও বৃত্তিদান সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হিতকরী সভা ঠিক করলেন, যাতে অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা সম্বন্ধে পরীক্ষার্থিনীরা আগ্রহ অনুভব করেন তার জন্যে উক্ত পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভাল পারিতোষিকের ব্যবস্থা থাকুক। "The Sabha having found that the girls who obtain scholarships at the Final Examination to be held by them in the zenana do not pay sufficient attention to their studies owing to the absence of any reward to stimulate them in their exertions, has resolved to award a prize to the girl who would stand first at the zenana examination."[৪৮] তদনুসারে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অন্তঃপুরিকা পারিতোষিক প্রবর্তিত হ'ল। ঐ বৎসর ১৮৭১ সালের তৃতীয় বা শেষ পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত বালির শৈলনন্দিনী দেবী ও উত্তরপাড়ার রাজবালা দেবী এক বৎসরের পাঠক্রম ঠিকভাবে আয়ত্ত করে অন্তঃপুরিকা পরীক্ষায় বসেন এবং উভয়েই সাফল্য অর্জন করেন। আগের পরীক্ষায় শৈলনন্দিনী দেবী প্রথম হয়েছিলেন। এবার রাজ-বালা দেবী প্রথম হয়ে অন্তঃপুরিকা পারিতোষিকের প্রথম প্রাপিকা হওয়ার গৌরবলাভ করলেন। এইভাবে হিতকরী সভা ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অবরোধের মহিলাদের জন্যে তাঁদের বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন বৎসরে মোট ৮০ জন মহিলা অন্তঃপুরিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। প্রথম ২৫ বৎসরের সফল ছাত্রীদের তালিকায় হাওড়া ও হুগলি জেলা ছাড়াও বর্ধমান, বাঁকুড়া ও

২৪ পরগনা জেলার পরীক্ষার্থিনীরা ছিলেন। ইতিহাসের প্রয়োজনে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা কর্তৃক গৃহীত অন্তঃপুরিকা পরীক্ষার সফল পরীক্ষার্থিনীদের নাম ও ঠিকানা সহ তালিকা পরিশিষ্ট (খ)-এ উল্লিখিত হ'ল।

তবে এ-কথা অনস্বীকার্য—অন্তঃপুরিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রে হিতকরী সভা আশানুরূপ সাড়া পাননি এবং জনসাধারণের মধ্যে সেরূপ আগ্রহের সঞ্চার করতে পারেননি। তার মূল কারণ দু'শতাব্দীতে দু'রকম। উন-বিংশ শতাব্দীতে নিরুৎসাহকর অবস্থার পিছনে ছিল তখনকার সমাজ-ব্যবস্থায় স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে অনাগ্রহী দৃষ্টিভঙ্গী। ক্রমশ স্ত্রী-শিক্ষা-বিরোধী মনোভাব কমলেও অপেক্ষাকৃত বয়স্কা বালিকাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিষয়ে কেমন যেন দায়সারা ভাব ছিল। বালকদের শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য করা নিয়ে অভিভাবকদের যে আগ্রহ থাকত বালিকাদের ক্ষেত্রে তা ছিল না। হিতকরী সভার ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণীতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসঙ্গে এই ধরনের বাস্তব প্রতিকূল অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে : "The present circumstances of the country, however, generally bring about a contrary result. So far as the education the girls receive at school, it is almost on a par with that received by the boys. The latter however continue to prosecute higher studies in superior schools and thus add to their stock of knowledge, while the former after they leave school, for want of encouragement and assistance at home generally remain at the same level and cannot attain that amount of knowledge which might be of any material advantage to them."*[৪৯] আবার বিংশ শতাব্দীর শুরুতে অমুসলিম বালিকাদের

* রিপোর্টে উল্লিখিত 'school' প্রকৃতপক্ষে 'elementary school' অর্থে

অবরোধ প্রথা ক্রমশ লোপ পাচ্ছিল। শহরতলিতে বালিকাদের উচ্চ বিদ্যালয়ে যাতায়াতে বাধা হ্রাস পাওয়ায় বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রী হিসাবে প্রবেশিকা ও পরে উচ্চতর পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বাধা অপসারিত হচ্ছিল। কাজেই অবরোধের মধ্যে থেকে পড়াশুনা করে অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ক্রমে শেষ হয়ে গেল। স্বভাবতই ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পর উত্তরপাড়া হিতকরী সভা প্রবর্তিত অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা নেওয়ার আর যৌক্তিকতা থাকেনি। সভা-প্রবর্তিত অন্য পরীক্ষাগুলি চলেছিল সম্ভবত ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-পরিদর্শকের সঙ্গে আলোচনা করে হিতকরী সভা তাঁদের ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষাগুলির পাঠক্রম নির্দিষ্ট করতেন এবং পরীক্ষক নিয়োগ করতেন। প্রথমদিকে বিভিন্ন পরীক্ষায় যে পাঠক্রম ছিল তা সভার অষ্টম বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায় :

প্রথম (নিম্ন প্রাথমিক) পরীক্ষা
(Junior Examination)

সাহিত্য : পদ্যপাঠ—প্রথম ভাগ (আকাশ কুসুম, শরৎবর্ণন ভিন্ন সমুদায়) ও বোধোদয়।

ব্যাকরণ : সন্ধি, পাঠ্যপুস্তকে প্রাপ্ত বিশেষ্য বিশেষণ, লিঙ্গ, কারক।

ব্যবহৃত হয়েছে। 'Superior schools' তখনকার উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে বুঝিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পৃথিবীর অন্যত্রও স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ দেখা গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইংল্যাণ্ডে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় অভিজ্ঞান-পত্র (degree) পাননি। সেখানে মহিলাদের এই সুযোগ দিয়েছিলেন ১৮৭৮ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২০ সালে অক্সফোর্ড ও ১৯২৩ সালে কেম্ব্রিজ।

ভূগোল : (আসিয়ার) এশিয়ার মোটামুটি বিবরণ।

অঙ্ক : অমিশ্র ভাগহার ও ধারাপাত।

শিক্ষাধিকারিকের বিবরণী থেকে জানা যায়—এ-ছাড়া পাঠ্যপুস্তক থেকে শ্রুতিলিখন ও সূচীবিদ্যা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২১

দ্বিতীয় (উচ্চ-প্রাথমিক) পরীক্ষা

(**Senior Examination**)

সাহিত্য : পদ্যপাঠ—দ্বিতীয় ভাগ (উষ্ট্র, বহুরূপী, বাহ্যদৃশ্য ভিন্ন সমুদায়), চারুপাঠ—দ্বিতীয় ভাগ (চন্দ্র, সৌরজগৎ, গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু ভিন্ন সমুদায়)।

ব্যাকরণ : সন্ধি, লিঙ্গ, কারক ও সমাস।

ইতিহাস : বাংলার ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত) —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত।

ভূগোল : (আসিয়া) এশিয়া ও ইউরোপের মোটামুটি বিবরণ।

অঙ্ক : মিশ্র ভাগহার পর্য্যন্ত।

বস্তু বিচার : কাচ, কর্পূর, সাগুদানা, আফিঙ্গ, 'চা, হিঙ্গ, টার্পিন, কাগজ, সর্পবিষ, মুক্তা ও কুইনাইন।

২১

তৃতীয় (মধ্য-বাংলা) পরীক্ষা

(**Final Examination**)

সাহিত্য : পদ্যপাঠ—তৃতীয় ভাগ (ছন্দঃ প্রকরণ ভিন্ন সমুদায়) ও নীতিবোধ—অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত।

ব্যাকরণ : সন্ধি, লিঙ্গ, কারক, সমাস ও প্রকৃতি।

ইতিহাস : চরিত মঞ্জরী—কালীপ্রসন্ন রায় কৃত।

ভূগোল : ভূমণ্ডলের চারি খণ্ডের বিবরণ (**Four quarters of the globe**) ও ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ।

অঙ্ক : (ত্রৈরাশিক ও শুভঙ্কর মতে সুদকষা, মণকষা, সেরকষা, মাস মাহিয়ানা ও বৎসর মাহিয়ানা (কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় কৃত অঙ্ক পুস্তক হইতে)।

পদার্থ বিদ্যা : অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত (তড়িতাকর্ষণ পর্য্যন্ত)।

২চ

অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা

(Zenana Examination)

সাহিত্য : কবিতা কুসুমাঞ্জলি—দ্বিতীয় ভাগ—কৃষ্ণকিশোর শর্মা কৃত ; মেঘনাদবধ কাব্য—চতুর্থ সর্গ, চারু পাঠ—তৃতীয় ভাগ।*

ব্যাকরণ : সন্ধি, লিঙ্গ, কারক, সমাস ও প্রকৃতি।

ইতিহাস : ভারতবর্ষের ইতিহাস—প্রথম ভাগ—তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় কৃত।

ভূগোল : ভূবিদ্যা—রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কৃত।

অঙ্ক : শুভঙ্করী হিসাব—কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় কৃত।

রচনা : শিশুপালন—শিবচন্দ্র দেব কৃত ও সাধারণ আহার দ্রব্যের পাক প্রকরণ।

এই পাঠক্রম ১৮৭১ সালের ১৯শে এপ্রিল তারিখে সভা-সম্পাদক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হাওড়ার উপ-বিদ্যালয়-পরিদর্শক মাধবচন্দ্র শর্মার স্বাক্ষরে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।

তখনকার প্রশ্নের ধরন জানার জন্য উত্তরপাড়া হিতকরী সভা পরিচালিত ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষাগুলির (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরীক্ষার) প্রশ্নপত্র উদ্ধৃত করা হ'ল :[৫০]

* অব্যবহিত পূর্বে সাহিত্যের পাঠক্রম ছিল—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ও নীলমণি বসাক কৃত 'নবনারী'। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই পাঠক্রম অনুসারে ১৮৭১ সালের অন্তঃপুরিকা পরীক্ষার 'সাহিত্য ও ব্যাকরণের' প্রশ্নপত্র রচনা করেছিলেন।

প্রথম পরীক্ষা।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

পরীক্ষক—যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।*

১। কি কারণ, ভীরু, তব মলিন বদন ?
যতন করহ, লাভ হইবে রতন।
কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘপথ ;
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ।
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে ?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?

সহজ ভাষায় এই কয়েকটি পংক্তির অর্থ বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেও।

২। ভীরু, বদন, কাঁটা, মহীতে, মনোরথ, এই কয়েকটি পদের কারক লিখ ও উহাদের যে যে ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইয়াছে তাহা দেখাইয়া দেও।

৩। বিশেষ্য ও বিশেষণ কাহাকে বলে ? স্বর, মলিন, সমীরণ, তরুন, সরীস্থপ, মস্থন, ওশধি, ধূষর, নীসীথ, ইহাদের মধ্যে যদি কিছু বর্ণাশুদ্ধি লক্ষিত হয় তাহা সংশোধন পূর্ব্বক প্রত্যেক শব্দের অর্থ লিখ ও কোনটী বিশেষ্য ও কোনটী বিশেষণ দেখাইয়া দেও।

৪। কি স্বাভাবিক, কি কৃত্রিম, সকল পদার্থেই নানা প্রকার বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বাভাবিক ও কৃত্রিম পদার্থ কাহাকে বলে বুঝাইয়া দেও। 'পাওয়া যায়' এ ক্রিয়ার কর্তা কে ?

* প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন হুগলি কলেজের সংশ্লিষ্ট হেড পণ্ডিত। উদ্ধৃতিতে সকল পরীক্ষকের নামের 'শ্রীযুক্ত বাবু' অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি লিখ :—

নিস্তেজ, নীচাশয়, অভ্যুদয়, অরুণোদয়, সরোবর, উজ্জ্বল এবং দুষ্কর্ম্ম।

ভূগোল।

পরীক্ষক—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।*

১। মানচিত্রে উত্তর দক্ষিণে লম্বা কতকগুলি রেখা দেখিতে পাওয়া যায়, সে রেখাগুলির নাম কি?

২। আসিয়ার মধ্যে কয়টি দেশ আছে? এবং কোন্ দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের বসতি?

৩। হিমালর পর্ব্বত 'পূর্ব্ব-পশ্চিমে না উত্তর-পশ্চিমে লম্বা? কৈলাশ পর্ব্বত কোথায়?

৪। পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে আসিয়ার পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিগস্থ সমুদায় অন্তরীপগুলির নাম উল্লেখ কর।

৫। প্রতি বর্ষে শীতকালে এ দেশীয় অনেক লোকে সাগরে স্নান করিতে যান। কোন্ সাগরে বা উপসাগরে বলিতে পার?

৬। ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ দ্রব্যের অধিক রপ্তানী হয়?

অঙ্ক ও ধারাপাত।

পরীক্ষক—গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়।**

১। তিরাশি হাজার পাঁচ শত নব্বুই

* প্রশ্নকর্তা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বর্ধমান এলাকার উপ-বিদ্যালয়-পরিদর্শক। এই প্রশ্নের উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

** প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক গোবিন্দদেব মুখোপ্যাধ্যায় বি.এ. ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র।

তিন হাজার সাত শত দুই
পাঁচ হাজার দুই শত পনের
চার শত আটষট্টি

এই কয়টি রাশি অঙ্ক দ্বারা লিখিয়া যোগ কর এবং এই যোগফল শব্দ দ্বারা লিখ।

২। ৮৫০৩০ হইতে ৭২১৭ বিয়োগ কর।

৩। ৬০৩৪ কে ৫০৩ দিয়া গুণ কর এবং ঐ গুণফল শব্দ দ্বারা লিখ।

৪। পাঁচ মণ সাত সের পাঁচ ছটাক, ছয় টাকা তের আনা সাড়ে তিন পয়সা, তের কাহন সাত পণ তিন বুড়ি চার গণ্ডা, এই কয়টি রাশি কিরূপে লিখিতে হয়?

দ্বিতীয় পরীক্ষা।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

পরীক্ষক—গোপালচন্দ্র গুপ্ত।*

১। না বাছা! বলিতে ইহা বিদরে হৃদয়!
সংসার-ললাম সেই কুসুম শোভন,
কোরক সময়ে, কাল-কীট নিরদয়
ছেদিয়াছে বৃন্ত তার, হরেছে জীবন।

ইহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও। কাল-কীট ও সংসার-ললাম পদে কি কি সমাস আছে?

২। মহামূল্য পরিচ্ছদ রতন ভূষণ
নরের মহত্ত্ব নারে করিতে বর্দ্ধন।

* প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক গোপালচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন হুগলি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক।

জ্ঞান পরিচ্ছদ আর ধর্ম্ম অলঙ্কার
করে মাত্র মানুষের মহত্ত্ব বিস্তার।

কেবল পদ্যে ব্যবহৃত শব্দ পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহার গদ্য কর।

৩। "চকোর চকোরী সুখী নিরখিয়া শশী
সুধা পানে ক্ষুধা হরে তরূপরে বসি।"

সুখী ঐটী বিশেষ্য কি বিশেষণ পদ? চকোরীর বিশেষণ হইলে সুখী এ পদটী কিরূপ হইবে? সুধা ও ক্ষুধা কোন্ কারক? তরূপরে এখানে কি কোন দোষ আছে?

৪। বালক বালিকারা যে আলেয়ার নামে ভয় পায় তাহা বস্তুতঃ কি সংক্ষেপে লেখ।

৫। "আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি কিন্তু জ্ঞান মহার্ণব পুরোভাগে রহিয়াছে।"

কোন্ মহাত্মা এই কথাটি কহিয়াছেন? ইহার তাৎপর্য্য কি, সরল ভাষায় লেখ।

৬। নিম্নলিখিত কয়েকটি শব্দের অর্থ লেখ—
অধ্যবসায়, উদ্ভাবন, উজ্জ্বলিত, শতাব্দী, অসিত, ব্যায়াম

৭। অকুতোভয়, উল্লিখিত, পরীক্ষা, অত্যাশ্চর্য্য—এই কয়েকটী পদের সন্ধি বিচ্ছেদ কর।

৮। মহারত্ন, সুনীল, বিস্ময়াবিষ্ট, তিমিরাবৃত, লৌহযন্ত্র, সুধাবচন—এই কয়েকটী পদে কি কি সমাস আছে লেখ।

ঠি

ভূগোল ও ইতিহাস।

পরীক্ষক—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।*

১। বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা, দিল্লী—এই নগরগুলির স্থান নির্দ্দেশ কর।

* এই প্রশ্নের উত্তরপত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায় পরীক্ষা করেন

২। গঙ্গার শাখানদীগুলির উৎপত্তির হইতে ক্রমান্বয়ে নামোল্লেখ কর।

৩। বরলিন্, প্যারিস, পিটর্সবর্গ, লণ্ডন, রোম, মেড্রিড, এম-ষ্টারডম্, কোপেনহেগেন, ইহারা কোন্ কোন্ দেশের রাজধানী এবং সেই সেই দেশবাসী লোকেরা কি কি নামে অভিহিত হয়?

৪। ভূমধ্য সাগরের সহিত অপর কোন্ কোন্ সমুদ্রের কিরূপে সংযোগ আছে?

৫। সিরাজউদ্দৌলার সহিত আলিবর্দি খাঁ সকতজঙ্গের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল?

৬। মীরজাফরের পুত্র মিরণের স্বভাব কিরূপ ছিল?

৭। ক্লাইব কিরূপ চাতুরী করিয়া উমাইচাঁদকে ঠকাইয়াছিলেন?

৮। কাসিম খাঁর সহিত ইংরাজদিগের কি জন্য যুদ্ধ হয়?

অঙ্ক ও ধাতু বিচার।

পরীক্ষক—ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য।*

১। তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার লিখিতে গেলে ৪ এই অঙ্কের পরে কয়টী শূন্য দিতে হয়?

২। ৫ টাকা ভাঙাইয়া ১০ টা সিকি আর ১০ টা দুয়ানি লইলে অবশিষ্ট কত পয়সা পাওয়া যাইবে?

৩। জামা প্রস্তুত করিতে সওয়া দুই গজ কাপড় লাগিলে ৪৫ হাত কাপড়ে কয়টা জামা প্রস্তুত হইবে?

* প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য একজন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

৪। কাচ, আফিঙ্গ, কাগজ, মুক্তা, ইহাদের মধ্যে কোন্ পদার্থ-গুলি উদ্ভিদ্ হইতে প্রস্তুত, আর কিরূপে প্রস্তুত ?

৫। খুদ (অর্থাৎ তণ্ডুল কণা) কি সাগু, ইহা চিনিবার উপায় কি ?

তৃতীয় পরীক্ষা।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

পরীক্ষক—গোপাল চন্দ্র গুপ্ত।

১। "কৌটা খুলি রক্ষ-বধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে, সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি ললাটে, আহা ! তারারত্ন যথা
দিয়া ফোঁটা, পদধূলি লইলা সরমা।"

সরল ভাষায় ইহার অর্থ লেখ, সরমা কে ? এরূপ প্রথা স্ত্রীলোকদিগের আর কোন কার্য্যে আছে কিনা ?

২। "কিন্তু কাল, সদাত্মা ক্ষেত্রের শোভাকর
উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর।"

ইহার অর্থ বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৩। "অকুণ্ঠিতা উন্মোচনে গাত্র অলঙ্কার
সুকেশিনী শিরশোভা কেশের ছেদনে
ক্ষুব্ধা নহে, যদি তাহে হয় উপকার।"

ইহার গদ্য কর। কি ঐতিহাস বিষয় অবলম্বন করিয়া এটী লিখিত হইয়াছে ? ভূষণপ্রিয়া শব্দে কি সমাস আছে ? সুকেশিনী এ-পদটী শুদ্ধ কি অশুদ্ধ ?

৪। "রজনীর সহচরি নিদ্রা মায়াবিনি
চেতন মুহূর্ত্তে তুমি কর অচেতন।"

সহচরি ও মায়াবিনি এই দুটী পদ কোন্ লিঙ্গে আছে ? ইহাদের

পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ কি? অচেতন শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ করিলে কিরূপ হইবে?

৫। ইন্দীবর, বহিত্র, নিসর্গ, আবিষ্ক্রিয়া, যদৃচ্ছা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—এই কয়েকটী শব্দের অর্থ লেখ।

৬। আশালতা, চন্দ্রমুখী, কাপুরুষ, দম্পতী—এই পদগুলিতে কি কি সমাস আছে?

৭। "সন্তোষ অমূল্য রত্ন, যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র বাসনা বিসর্জ্জনরূপ মূল্য দিয়া এই অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিতে পারেন তিনিই জ্ঞানী, সুখী ও চতুর বণিক।"

সরল ভাষায় ইহার অর্থ বুঝাইয়া দাও। চতুর বণিক বলিবার তাৎপর্য্য কি? "সহস্র সহস্র" বিশেষ্য পদ কি বিশেষণ পদ? যদি বিশেষণ হয় তবে কাহার বিশেষণ লেখ।

৮। নীতিবোধে "দহ্যমান গৃহস্থিত দুই স্ত্রীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের" বিষয় যাহা পড়িয়াছ তাহা সংক্ষেপে লেখ।

ইতিহাস ও ভূগোল।

পরীক্ষক—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *

১। হিন্দু নামের উৎপত্তি কিরূপে হয়, বলিতে পার?

২। চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের সময়ে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা কি হয়? যদি সূর্য্যবংশীয় বর্ত্তমান কোন রাজার নাম উল্লেখ করিতে পার, কর।

৩। লাহোরের কোন্ রাজার সহিত সবক্তগিন এবং তৎপরে তাঁহার পুত্র মামুদের যুদ্ধ হয়? এই রাজা কি নিমিত্ত এবং কিরূপে প্রাণত্যাগ করেন?

* এই প্রশ্নের উত্তরপত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায় পরীক্ষা করেন।

৪। চিতোর রাজমহিষী পদ্মিনী আপন পাতিব্রত্যের কি পরিচয় দিয়াছিলেন ?

৫। সঙ্গ রাণাকে রণে পরাভূত করিবার নিমিত্ত বাবরকে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল ?

৬। চাঁদবিবি কে এবং তাহার বিষয় কি জান, লিখ।

৭। আকবরের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৮। ইতিহাস-পাঠে ভূগোল শাস্ত্রের কিরূপ সহায়তা আবশ্যক বলিতে পার ?

৯। বিষুবরেখা কাহাকে বলে ? ভারতবর্ষ এই রেখার উত্তরে না দক্ষিণে অবস্থিত ?

১০। পৃথিবীর প্রত্যেক খণ্ডের এক একটী বিশিষ্টরূপে উর্ব্বরা দেশের নাম উল্লেখ কর।

১১। পৃথিবীর কোন্ কোন্ স্থানে স্বর্ণ এবং কোন্ কোন্ স্থানে মুক্তা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় ?

১২। প্রয়াগ, এথেন্স, রোম, মদিনা, ওয়াশিংটন এবং ঢাকা— এই কয়েকটী নগরের বিষয় যাহা জান লিখ।

২১

অঙ্ক ও পদার্থ বিজ্ঞান।

পরীক্ষক—ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

১। দশমূল ১০০ আর নবমূল ১০০—উভয়ের অন্তর কত ?

২। সোনার মূল্য ভরি প্রতি ১৫৸৩ আর বাণী ভরি প্রতি ১৷০ হইলে মোট ২০০৲ টাকাতে কয় ভরির সোনার বালা হইতে পারে ?

৩। যদি ৫০ জনে ৪ দিনে ২ মণ চাউল খায়, তবে ৭৫ জনে ৩ দিনে কত চাউল খাইবে ?

৪। মাসে এক পয়সা সুদে কত টাকা খাটাইলে, আমি ৩ মাসে ৬০৲ টাকা সুদ পাইতে পারি?

৫। কোন্ আকর্ষণ শক্তিতে ধূম উপরে উঠে তাহা বিশেষ করিয়া লিখ।

৬। তাড়িতাকর্ষণ কি?

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে ১৮৭১ সালের তৃতীয় বা শেষ পরীক্ষায় বালি বালিকা বিদ্যালয়ের শৈলনন্দিনী দেবী প্রথম স্থান এবং উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের রাজবালা দেবী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। সে সময়ের উত্তরপত্রের মান কিরূপ ছিল তা জানার জন্য পূর্বোক্ত সাহিত্য ব্যাকরণ পত্রে প্রথম চারটি (১—৪) প্রশ্ন প্রসঙ্গে শৈলনন্দিনী দেবীর উত্তর ও শেষ চারটি (৫—৮) প্রশ্ন বিষয়ে রাজবালা দেবীর উত্তর 'অবিকল প্রকটিত' করা হ'ল :[৫১]

১ম উঃ। রাবণ পঞ্চবটী বন হইতে সীতাকে হরণ করিয়া অশোক বনে রাখিয়াছেন। যেখানে তাঁহার ভ্রাতৃবধূ সরমা সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। রাক্ষসকুলের বধূ সরমা কৌটা খুলিয়া সীতার সীঁতাতে যত্ন করিয়া ফোঁটা দিলেন। যেমন সন্ধ্যার পূর্ব্বে তারা সকল শোভা পায়, সীতার কপালে সিন্দুর বিন্দু তদ্রূপ শোভা পাইল। রাবণের ভাই বীভিষণ, বীভিষণের পত্নী সরমা। স্ত্রীলোকেরা সাবিত্রী, এয়ো সংক্রান্তি প্রভৃতির ব্রত লইলে, কপালে সিন্দুর ফোঁটা দেয়।

২য় উঃ। কিন্তু কাল, সদাত্মারূপ ক্ষেত্রের শোভাজনক; ও যে ব্যক্তি তাচ্ছল্য করে তাহাকে ঘোরতর মরু রাখিয়া যায়। কালকে যে তাচ্ছল্য করে না তাহাকে সকলে আদর করে, সে পরিশ্রম করিয়া ধন সঞ্চয় করে। আর যে তাচ্ছল্য করে তাহাকে কেহ আদর করে না, সে সকলের নিকট নিন্দনীয় হয়।

৩য় উঃ। অলঙ্কারপ্রিয়া স্ত্রীলোক, স্বদেশ রক্ষণ জন্য গাত্র গহনা খুলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না, ও সুকেশা স্ত্রী, জন্মভূমি রক্ষার জন্য কেশ ছেদন করিলে যদি তাহাতে উপকার হয়, তাহা হইলে দুঃখিতা নহে। গজনি অধিপতি সুলতান মামুদ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন তদ্দেশীয় স্ত্রী সকল অলঙ্কার দ্রবীভূত করিয়া যুদ্ধস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ও রোম দেশের লোকেরা কার্থেজ উচ্ছেদ বাসনায় ঐ দেশ আক্রমণ করিলে, তদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা রজ্জুর অভাব হইলে ধনুকের ছিলা বন্ধন জন্য কেশ ছেদন করিয়া যুদ্ধস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিল। ভূষণপ্রিয়া বহুব্রীহি সমাস, যথা ভূষণ হইয়াছে প্রিয় যার। সুকেশিনী অশুদ্ধ, কারণ সুকেশ স্ত্রীলিঙ্গে, সুকেশা ও সুকেশী। সুকেশিনী কোন ক্রমে হয় না। এখানে কবি মিল ও অক্ষর কম জন্য এরূপ লিখিয়াছেন।

৪র্থ উঃ। সহচরি ও মায়াবিনি স্ত্রীলিঙ্গ। অন্যস্থানে দুইটিতে ঈকার থাকে। এখানে সম্বোধন কারক বলিয়া ই-কার হইয়াছে। স্ত্রীলিঙ্গ ঈকার শব্দ সম্বোধনে ইকার হয়। ইহাদের পুংলিঙ্গ সহচর ও মায়াবীন্ এবং অন্যস্থানে মায়াবী হইবে। এবং ইহারা স্ত্রীলিঙ্গ, অতএব ইহাদের স্ত্রীলিঙ্গ কি হইবে। স্ত্রীলিঙ্গের স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পারে না, পুংলিঙ্গের স্ত্রীলিঙ্গ সর্ব্বস্থানে হইতে পারে। অচেতন শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে অচেতনী হইবে। কারণ অন্ পরে থাকিলে ঈ প্রত্যয় হয়।

শ্রীমতী শৈলনন্দিনী দেবী।
—বালী বালিকা বিদ্যালয়।

৫ম উঃ।

শব্দ	অর্থ
ইন্দীবর	নীলপদ্ম
বহিত্র	নৌকা
নিসর্গ	স্বভাব
আবিষ্ক্রিয়া	নূতন প্রকাশ
যদৃচ্ছা	যেমন অভিলাষ যেমন ইচ্ছা

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব — বিপদকালে কাতর না হইয়া সেই বিপদ প্রতিকারের যদি কোন উপায় থাকে, তাহা উদ্ভাবন ও অবলম্বন করার নাম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

৬ষ্ঠ উঃ। আশালতা—আশা নির্ম্মিত লতা, কর্ম্মধারয়। চন্দ্রমুখী—চন্দ্র সদৃশ মুখ যার, স্ত্রীলিঙ্গে চন্দ্রমুখী, বহুব্রীহি সমাস। কাপুরুষ—কু এমন পুরুষ, কর্ম্মধারয় সমাস। দম্পতী—জায়া ও পতি, দন্দ্ব।

৭ম উঃ। সন্তোষ অমূল্য রত্ন, যে মানুষ হাজার হাজার ইচ্ছা বিসর্জন রূপ দাম দিয়া এই অমূল্য রত্ন সঞ্চয় করিতে পারেন তিনিই জ্ঞানী তিনিই সুখী আর তিনিই শঠ লোক। অর্থাৎ যিনি সমস্ত ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া এই ধন লাভ করিয়াছেন তিনিই জ্ঞানী, সুখী ও শঠ লোক। অর্থাৎ প্রধান লোক। সহস্র সহস্র বিশেষণ, বাসনার বিশেষণ।

৮ম উঃ। একদিন রাত্রিতে কোন এক গৃহে আগুন লাগিয়াছিল, গৃহস্বামীনী জাগরিতা হইয়া দেখিলেন যে অগ্নিশিখা গবাক্ষ দিয়া প্রচণ্ড বেগে নিঃসৃত হইতেছে, তাঁহার পুত্রেরা পাশ্বর্বর্ত্তী গৃহে শয়ন করিয়াছিল তিনি যদি তাহাদের জাগাইয়া দিতেন তাহা হইলে অনায়াসে তাহাদের প্রাণরক্ষা হইত কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া অতিশয় কাতর হইয়া পুত্রদিগকে বিস্মৃত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। রাজপথে উপস্থিত হইবা মাত্র তাঁহার প্রাণসম পুত্রদিগকে মনে পড়িল তখন তাহাদিগকে বাহির করিবার আর কোন উপায় ছিল না পরিশেষে হাহাকার করিতে লাগিলেন। অন্যদিন রাত্রিতে আর একজন গৃহস্থদিগের বাটীতে অগ্নি লাগিয়াছিল, গৃহস্বামীনী জাগরিতা হইয়া দেখিলেন যে ধূম অগ্নিশিখা গবাক্ষ দিয়া অতিশয় প্রচণ্ডবেগে নিঃসৃত হইতে লাগিল তাঁহার পুত্রেরা ধাত্রীর সহিত নিদ্রা যাইতেছিল। তাহাদিগকে জাগাইলেন এবং কয়েক-

খান কম্বল ও চাদর একত্র বাঁধিয়া অগ্রে ধাত্রীকে নামাইলেন, শেষে আপনারা স্ত্রী পুরুষে নামিলেন। যদি তিনি এই উপায় না করিতেন তবে এক ব্যক্তিও বাঁচিত না।

শ্রীমতী রাজবালা দেবী—
উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৮৭০-৭১ সালের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৩, ১১ ও ৫। প্রেরক বিদ্যালয়ের দিক থেকে এদের ভাগগুলি ছিল নিম্নরূপ :

বিদ্যালয়	প্রথম পরীক্ষা	দ্বিতীয় পরীক্ষা	তৃতীয় পরীক্ষা	মোট
উত্তরপাড়া	৩	২	১	৬
বালি	৫	১	১	৭
কোন্নগর	১	৩	০	৪
রিসড়া	২	০	০	২
মাহেশ	৩	১	০	৪
জোহাননগর	৩	১	২	৬
শিবপুর	৩	০	০	৩
আড়িয়াদহ	৩	৩	১	৭
	২৩	১১	৫	৩৯*

প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষ পরীক্ষা প্রবর্তনের পর উত্তরপাড়া হিতকরী সভা ১৯৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা প্রবর্তন করে-ছিলেন তাঁদের স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার সম্পর্কে কার্যসূচীকে অবরোধের মধ্যে প্রসারিত করতে। অন্তঃপুরিকা পরীক্ষার জন্য প্রথমদিকে যে

* এইবৎসর অন্তঃপুরিকা পরীক্ষায় মাত্র একজন পরীক্ষার্থিনী ছিলেন ; তিনি বালির অধিবাসিনী ছিলেন। সেইদিক থেকে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা পরিচালিত ১৮৭১ সালের সবগুলি পরীক্ষা মিলিয়ে ৪০ জন পরীক্ষার্থিনী ছিলেন।

পাঠক্রম ছিল তা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। সেই পাঠক্রম অনুসারে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৭১ সালের অন্তঃপুরিকা পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্রগুলি রচনা করেছিলেন তার ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনা করে এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল :[৫২]

অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা।

১৮৭১।

পরীক্ষক—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

১। পতিব্রতা পতিরতা অবিরত সুশীলতা
আবির্ভূত হৃদপদ্মাসনে।
কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা
মৃতপ্রায় পর পরশনে।
থাকুক সে পরশন, পরমুখ দরশন
সহনীয় না হয় সতীর।
দৃষ্টিমাত্র সেই ক্ষণে সরমের হুতাশনে
দগ্ধ হয় কোমল শরীর।

(ক) বিস্তার করিয়া ইহার তাৎপর্য্য লেখ।

(খ) "পতিব্রতা" ও "পতিরতা" এই উভয় শব্দের অর্থ বৈলক্ষণ্য লেখ।

(গ) "আবির্ভূত" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ? এখানে "আবির্ভূত" শব্দটি প্রয়োগ করা কি ভাল হইয়াছে ?

(ঘ) "মৃতপ্রায়" এই শব্দের 'প্রায়' ভাগের অর্থ কি ? এই শব্দটি বিশেষ্য কি বিশেষণ, বিশেষণ হইলে ব্যাকরণ সঙ্গত হইল কি না ?

২। সংক্ষেপে রাণী ভবানীর জীবন চরিত লেখ।

ইতিহাস।

১। সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রাজধানীর নাম লেখ।

২। কোন্ কোন্ মুসলমান বাদশাহ পিতৃবিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন, এবং কোন্ বাদশাহ হিন্দুরাজাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ কি অভিপ্রায়ে সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ?

৩। পানিপট্ নামক স্থানে কোন্ ২ সময়ে কোন্ কোন্ প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ঘটনা হইয়া গিয়াছে ? ঐ স্থলের প্রাচীন নাম কি ?

প্রাকৃতিক ভূগোল।

১। আর্য্যাবর্তের প্রধান প্রধান নদীসকল কোন্ মুখগামী এবং কি নিমিত্তই বা সেই মুখগামী হইয়াছে ? ঐ নদীগুলির নাম লিখ।

২। ভারতবর্ষে ফাল্গুন চৈত্র মাসে দক্ষিণবায়ু বহিতে আরম্ভ হয় কেন ? শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ভাগীরথীর জল লাল হয় কেন ?

শুভঙ্করী।

১। শুভঙ্কর কৃত মণকষার আর্য্যা লেখ।

২। "কাহনে লইবে পণ চৌকে লবে বুড়ি,
গণ্ডায় লইবে কাক পণে পঞ্চ কৌড়ি।"

কিরূপ স্থলে এই আর্য্যানুযায়ী কার্য্য করিতে হয় একটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

শিশুপালন ও পাক রাজেশ্বর।

১। ছেলেদের দাঁত বাহির হইবার সময়ে কি কি পীড়া হইবার

সম্ভাবনা, ও সেই সময়েই বা কিরূপে তাহাদিগের পালন করা বিধেয় ?

২। পাক রাজেশ্বর গ্রন্থে খমীর শব্দের উল্লেখ আছে। খমীর কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় ও কোন ২ কার্য্যে লাগে ?

৩। মিঠা পোলাও বা মিষ্ট পলান্ন কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় ? পলান্ন শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ?

৪। কোর্ম্মা ও কালিয়ার প্রভেদ কি ?

ইতি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে হিতকরী সভা পরিচালিত পরীক্ষাগুলির পাঠক্রমের অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। অন্তঃপুরিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রে অঙ্কে শুভঙ্করের আর্যার সঙ্গে পাটীগণিত এবং শিশুপালন ও রন্ধনবিদ্যার সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষা যোগ করা হয়েছিল। ১৮৯৯-১৯০০ শিক্ষাবর্ষের অন্তঃপুরিকা পরীক্ষার পরিবর্তিত পাঠক্রম উদ্ধৃত করা হ'ল :[৫৩]

১৮৯৯-১৯০০

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার অনুষ্ঠিত ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষার নিম্নলিখিত পুস্তক অবধারিত হইল।......

অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা।

১। সাহিত্য—বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'কবিতাবলী' ; মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃত 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ; বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ কৃত 'নিভৃত চিন্তা', কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত 'মহাভারত', বন পর্ব্ব হইতে পতিব্রতা মাহাত্ম্য পর্ব্বাধ্যায় ; ও অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত 'ধর্ম্মনীতি'।

২। ইতিহাস ও ভূগোল—বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ও বাবু যোগেশচন্দ্র রায় কৃত 'প্রাকৃতিক ভূগোল'।

৩। অঙ্ক—বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ কৃত 'পাটীগণিত' (কোম্পানীর কাগজ ও ঘনমূল বাদ)।

শুভঙ্করী—বাবু অম্বিকাচরণ বসু কৃত 'গণিত প্রকাশ ৩য় ভাগ'।

৪। রচনা—(ক) ডাক্তার যতুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত 'ধাত্রী শিক্ষা'।

(খ) বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কৃত 'স্বাস্থ্যরক্ষা'।

(গ) বাবু বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় কৃত 'পাক প্রণালী', সাধারণ আহার দ্রব্যের পাক-প্রকরণ।

শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ
বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর
(In charge)

শ্রী নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
হিতকরী সভার সম্পাদক।

১৮৯৯-১৯০০ বৎসরের নূতন পাঠক্রমের উপর নিজস্ব প্রশ্নে সাহিত্য ও রচনা বিষয়ক পরীক্ষা নিয়েছিলেন 'ত্রিধারা', 'শকুন্তলা তত্ত্ব', 'সংযম শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু এম.এ., বি.এল. ও অন্য বিষয়গুলির প্রশ্নকর্তা তথা পরীক্ষক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁদের প্রশ্নপত্রগুলি ছিল নিম্নরূপ :[৫৪]

1899—1900

অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা।

সাহিত্য ও রচনা।

পরীক্ষক—চন্দ্রনাথ বসু, এম. এ.।

সাহিত্য।

(১) মানুষের মনোবৃত্তি কয় প্রকার? অপত্য স্নেহ এবং অর্জ্জন-স্পৃহা—এই দুই প্রবৃত্তিকে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলা উচিত কি না? যদি উচিত না হয়, কি জন্য উচিত নয়?

(২) "যদি অপত্য স্নেহ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী না থাকে, তাহা হইলে বিস্তর অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা"—এই কথাটী উত্তমরূপে বুঝাও।

(৩) "জ্ঞানের সাধক গ্রন্থপত্রে কীটের ন্যায় লগ্ন রহিতেছেন;—অথবা চক্ষুকে দূরবীক্ষণের সাহায্যে দূরতর দূরে প্রেরণ করিয়া কিংবা অণুবীক্ষণের সাহায্যে নিকটতর নিকটে আনয়ন করিয়া, সাধারণ-বুদ্ধির দুরধিগম্য তত্ত্বে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়াও আপনার মত্ততায় আপনি প্রমত্ত। পৃথিবীর সম্পদ, পৃথিবীর সুবর্ণরাশি তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করে না। ধনীর ঘৃণার্হ ঘৃণা, পদস্থের অবজ্ঞেয় অবজ্ঞা, মূর্খের অভিমান এবং মানীর নিষ্ঠুর দৃষ্টি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি প্রকৃতির পরমারাধ্য পবিত্র মূর্ত্তির ধ্যানযোগে জীবন্মৃত। বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবায়ু তাঁহা হইতে দূরে বহে, সমাজ-যন্ত্রের আবর্ত্ত ও বিবর্ত্ত নিবহ দূরস্থ সমুদ্রের ভয়াবহ আবর্ত্তের ন্যায় চিরদিনই তাঁহা হইতে দূরে রহে।"

(ক) সহজ ও সরল ভাষায় ইহার অর্থ লেখ।

(খ) ইহার মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধী কথা আছে কিনা? যদি থাকে কোন্ কোন্ কথা পরস্পর-বিরোধী বুঝাইয়া দেও। ইহাতে কোন অসঙ্গত কথা আছে কি?

(গ) 'সমাজ যন্ত্র' কাহাকে বলে এবং উহার 'আবর্ত্ত' ও 'বিবর্ত্ত নিবহ'ই বা কি?

(ঘ) 'মানীর নিষ্ঠুর দৃষ্টি'—মানী কাহাকে বলে এবং মানীর দৃষ্টিকে 'নিষ্ঠুর দৃষ্টি' বলা ঠিক হইয়াছে কি?

(৪) 'যমের সহিত সাবিত্রী'র যে সমস্ত কথা হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে লেখ।

(৫) 'জাগ্রতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে!'

ইহার অর্থ কি এবং একথা কে কাহাকে বলিয়াছিল?

(৬) 'পদ্মের মৃণাল' নামক কবিতাটীর তাৎপর্য্য কি? কবিতাটীতে যাহা আছে তাহা গদ্যে লেখ।

(৭) দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতীর পত্রে যে সকল কথা আছে

তাহা গদ্যে লেখ। পত্রখানি কেমন হইয়াছে ?

(৮) 'কতদিনে বুঝিবে রে মনুজ সন্তান
কি কুটিল ব্যাধি, লোভ! কি কূট গরল
নরকুল দেহে, দ্বন্দ্ব !—কবে সে বুঝিবে
আত্মার পশুত্ব-লাভ সমর-প্রাঙ্গণে।'

ইহা সহজ সরল ভাষায় বুঝাও। 'নরকুল দেহ' কাহাকে বলে ?

রচনা

১। কোন্ কোন্ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয় এবং কেমন করিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিলে সেই সেই বিষয়ে সুব্যবস্থা হয় ?

২। সন্তান প্রসব সম্বন্ধে 'ধাত্রী শিক্ষা' নামক গ্রন্থে যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদের গৃহিণী ও বধূদিগের দ্বারা কতদূর পালিত হইতে পারে ?

৩। বেতন দিয়া পাচক বা পাচিকা নিযুক্ত করিবার যে প্রথা প্রবল হইতেছে তাহার দোষগুণের বিচার করিয়া একটী প্রবন্ধ লেখ।

২১

অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা।

ইতিহাস ও অঙ্ক।

পরীক্ষক—সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ.।

ইতিহাস।

১। "হিন্দু রাজলক্ষ্মী প্রথমে সিন্ধু উপকূলে, তৎপরে গঙ্গা ও যমুনা উপকূলে এবং অবশেষে মগধ রাজ্যে আপনার কৃপা বর্ষণ করেন" —ইহা প্রমাণ করুন।

২। আদিশূর, অশোক ও বিক্রমাদিত্য ইহাদের বিশেষ বিবরণ লিখুন।

৩। পৌরাণিক কালের হিন্দু সভ্যতার সহিত বৈদিক কালের হিন্দু সভ্যতার সহিত তুলনা করুন।

৪। (ক) কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও শাসন সংস্কারের বিষয় কি জানেন লিখুন।

(খ) সিপাহী বিদ্রোহ কি কারণে হয় এবং কি প্রকারে তাহার নিবৃত্তি হয়?

৫। কোন্ কোন্ গুণ ও কার্য্যের জন্য আকবরকে মুষলমাণ সম্রাটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যায়? মোগল শাসন কালে ভারতবাসী-দিগের অবস্থা পাঠান শাসন সময়ে ভারতবাসীদিগের অবস্থার সহিত তুলনা করুন। আরংজেবের মৃত্যুর পরই মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন কিরূপে হইল বর্ণনা করুন।

প্রাকৃতিক ভূগোল।

১। বাতাস ও ঝড় কিরূপে উৎপন্ন হয়? বায়ুর চাপের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ লিখুন। বায়ুর আর্দ্রতা বলিলে কি বুঝায়? বড় গাছের তলায় শিশির দেখা যায় না কেন?

২। বায়ু, বাতাস, তুষার, বৃষ্টি, নদী ও প্রস্রবণের দ্বারা ভূপৃষ্ঠের রূপ কিরূপে পরিবর্ত্তন হয়?

৩। পৃথিবীর গতি কি প্রকার? প্রতিদিন দিবা রাত্রির পরিমাণ সমান থাকে না কেন?

অঙ্ক

১। সাঙ্কেতিক নিয়মে করুন।

এক ছড়া স্বর্ণহারের ওজন ভরি ৬৮৵১০, ভরি প্রতি স্বর্ণের মূল্য ২০৷৵০ ও মজুরি ভরি প্রতি ১৷৴১০; ঐ হারে কত খরচ হইয়াছে? তন্মধ্যে মজুরি কত?

২। (ক) ২৭৪·৭২ কে ·০৫৪৪ দিয়া ভাগ করুন

(খ) $\frac{\text{·০০৩} \times \text{·০৫}}{\text{·০০২২}}$ দশমিক আকারে সরল করুন।

(ছয় সংখ্যা পর্য্যন্ত)

(গ) ৯৫১·১০৫৬ ইহার বর্গমূল বাহির করুন।

৩। ২।৭৷৷. করিয়া গুড়ের মণ হইলে ১৭৲ টাকায় কত গুড় পাওয়া যাইবে এবং ১৩ মণ খরিদ করিতে কত লাগিবে ?

৪। ১৭ জন একত্রে কার্য্য করিয়া ৭২ দিনে একটী কার্য্য সমাধা করিতে পারে। ৯ দিন কার্য্য করিবার পর আরও চারিটী লোক নিযুক্ত করা হইল। কার্য্যটী কতদিনে সম্পন্ন হইবে ?

৫। সমান সময়ে এবং সমান হারে যে টাকার সুদ ৩৪৫৲ ও ডিস্কৌণ্ট ৩০০৲ টাকা, সময় এবং শতকরা হারের পরিমাণ পূর্ণসংখ্যা হইলে তাহা কত সময়ান্তে দেয়, এবং শতকরা সুদের হার কত ?

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের অন্তঃপুরিকা পরীক্ষায় একমাত্র সফল পরীক্ষার্থিনী ছিলেন উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে আগতা ইন্দিরা দাসী। (অবশ্য হিতকরী সভার ১৯৩৮—৪১ সালের বিবরণীতে প্রদত্ত উক্ত পরীক্ষায় সফল বিভিন্ন বৎসরের পরীক্ষার্থিনীদের তালিকায় ভুলক্রমে 'ইন্দিরা দাসী'-র বদলে 'ইন্দিরা দেবী' ছাপা হয়েছিল।) "Fourth Examination (Zenana)—Indira Dasi of the Uttarpara Girls' School passed the Examination. She was found fit for obtaining a prize by Babu Chandranath Bose, M. A. B. L. who examined her in literature, midwifery, hygiene and cookery."[৫৫]

১৮৯৯-১৯০০ শিক্ষাবর্ষে যে পাঠক্রম নির্ধারিত হয়েছিল পরবর্তীকালে তার সাহিত্য পাঠ্যসূচীতে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের স্থলে 'মেঘনাদবধ কাব্য' ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সর্গ এসেছে। বাদ দেওয়া হয়েছে

কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নিভৃত চিন্তা'। পরিবর্তিত পাঠক্রমে গৃহীত ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অন্তঃপুরিকা পরীক্ষার সাহিত্য বিষয়ক প্রশ্নপত্র উদ্ধৃত করা হ'ল।[৫৬] পূর্বে পরীক্ষকের নাম প্রশ্নপত্রের শুরুতে উল্লিখিত থাকলেও এখানে সেই প্রথা পরিত্যক্ত হয়েছে।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভা।

অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা।

সাহিত্য।

১। (ক) নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যরত, হইল সে তোমার প্রসাদে মৃত্যুঞ্জয়। ৫

(খ) নব মাতঙ্গিনী গতি চলিলা রঙ্গিণী
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী সখী, ঝলে বিমল সলিলে,
কিম্বা উষা অংশুময়ী গিরি শৃঙ্গ মাঝে। ৮

(গ) দুরন্ত কৃতান্ত দূত সম পরাক্রমে
রাবণি বাসবত্রাস অজেয় জগতে। ৫

উপরোক্ত পদ্যাংশগুলির বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

২। নিম্নলিখিত পদ্যাংশটির গদ্য কর—

(ক) "বাখানি সাহস তোর শূর চূড়ামণি
লক্ষ্মণ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে?
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর।" ৮

(খ) উপরোক্ত পদ্যাংশে কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়া নির্দেশ কর— ৪

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রতিবাক্য দাও—

হর্য্যক্ষ, ব্রীতিহোত্র, চন্দ্রচূড়, প্রপঞ্জ, উলঙ্গিলা, অসি, অজ্ঞ, বাসব-বিজয়ী, নিদাঘ ও কাকোদর। ৫

৪। কবিতাবলীতে কবি লজ্জাধতী লতা সম্বন্ধে যাহা উক্তি করিয়াছেন তাহার ভাবার্থ লিখ। ৪

৫। নিম্নলিখিত গদ্যাংশগুলির ভাবার্থ লিখ—

(ক) অশ্রুধারা সেই মনুষ্য-হৃদয়ের জীবনময়ী নির্ঝরিণী। ৬

(খ) মানুষী তৃষ্ণার তৃপ্তিস্থল কোথায় ? ৭

(গ) অদূরে বসন্ত-পুষ্পাভরণা বিলোলনয়না উমা, দূরে হর-বদ্ধলক্ষ্য মূর্ত্তিমান কন্দর্প—অনির্ব্বচনীয় অতুল তপঃশোভা। ১০

৬। শিশুর পা অগ্রে বাহির হইলে কি করা কর্ত্তব্য তাহা লিখ। ৬

৭। তড়কা হওয়ার কারণ কি ? তাহা নিবারণ করিবার উপায় কি ? ৬

৮। হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ চিত্র সাবিত্রী রমণী-জীবনের ধ্রুবতারা, ইহা গল্পচ্ছলে বর্ণনা কর। ৮

৯। স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার উপায় কি ? ৫

১০। মুগের ডাইল ও রুই মাছের ঝোল রাঁধিতে হইলে কি কি মশলার আবশ্যক ? ৫

১১। তোমার সই নূতন শ্বশুরঘর করিতে গিয়াছে, তাহাকে শ্বশুর-বাড়ীতে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, সেই মত উপদেশ দিয়া পত্র লিখ। ৬

হস্তাক্ষর ২

১৪

হিতকরী সভা পরিচালিত ছাত্রীবৃত্তি-পরীক্ষাগুলির জন্য নিয়মাবলী নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ; পরে প্রয়োজনমতো কিছু কিছু নিয়মের পরিবর্তন করা হয়। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের অবগতির জন্য সভার পরীক্ষা গ্রহণ কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রথমদিকের (১৮৭০-৭১) ও শেষদিকের (১৯৩৮-৪১) বার্ষিক বিবরণী থেকে এতৎসম্পর্কিত নিয়মাবলী পরিশিষ্ট (গ)-এ প্রদত্ত হ'ল।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তার কর্মসূচী সে-যুগে

সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশংসা ও অভিনন্দন লাভ করেছিল। এ-বিষয়ে প্রাচীন এক পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "হিতকরী সভা ধীরে ধীরে অজ্ঞাত ভাবে সমাজের যে উপকার সাধন করিতেছে, তাহার পর্য্যাপ্ত প্রশংসা হইতে পারে না। কারণ অন্যান্য সভা বক্তৃতামূলক বা আবেদন-প্রবণ। তাঁহারা বক্তৃতা করিয়া বা গভর্ণমেণ্টের নিকট কাঁদিয়া কিঞ্চিৎ চাহিয়া নিরস্ত হন; কিন্তু হিতকরী সভা কার্য্যমূলক, ইহা যথাশক্তি সমাজের কিঞ্চিৎ কার্য্য না করিয়া ক্ষান্ত হন না। হিতকরী সভার একটী প্রধান ব্রত স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি সাধন করা। হিতকরী সভা......অবিচলিত ভাবে অবিরাম সেই ব্রত পালনে রত রহিয়াছেন। পরিণত-বয়স্কা অন্তঃপুরিকা ও অপরিণত-বয়স্কা বালিকা এই উভয় শ্রেণীর ছাত্রীদিগের শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণাদি বিষয়ে বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। এই শ্মশানতুল্য বঙ্গভূমিতে জীবন-চিহ্ন দেখিলে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। এদেশের প্রায় সকল স্থলেই সুশিক্ষিত দল স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন। যদি দয়া করিয়া গভর্ণমেণ্ট কোন স্থানে স্ত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন তবেই মঙ্গল। নতুবা তত্তৎ স্থানের নারীবৃন্দ চির-অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন রহিলেন। তাঁহাদিগের উদ্ধারের আর কোন আশা নাই। যদি আমরা বক্তৃতায় বা ইংরাজ-দ্বারে ক্রন্দনে আমাদিগের সময়, শক্তি ও অর্থ বৃথা নষ্ট না করিয়া, নিম্ন শ্রেণী ও স্ত্রীজাতির শিক্ষা বিধানে সে সকল ব্যয়িত করিতাম, তাহা হইলে ভারতের অবস্থা অচিরকাল মধ্যেই অন্যরূপ ধারণ করিত সন্দেহ নাই। হিতকরী সভার ন্যায় কার্য্যকরী সভা সকল যদি গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রদেশে প্রদেশে সংস্থাপিত হয়, যদি সেই সকল সভার প্রসর বাড়িয়া নিম্নশ্রেণীকেও তদন্তর্ভুক্ত করে, তাহা হইলেই বুঝিব ভারতের আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা আছে।"[৫৭] সভার কাজের ফল যে ক্রমে অনগ্রসর শ্রেণীতে পৌছেছিল তা জানা যায় তখনকার এক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে। "বীরভূমে একটী মুসলমান বালিকা উত্তরপাড়া হিতকরী সভার প্রদত্ত একটী ছাত্রীবৃত্তি এবং

মেদিনীপুরে একটি সাঁওতাল বালিকা ১৫৲ টাকা মূল্যের একটী পুরস্কার পাইয়াছে।"[৫৮]

জাতির জাগরণকে ত্বরান্বিত করতে দেশকে সার্থকভাবে গড়ে তোলার জন্য স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। "...the Education Despatch of 1854 speaks with characteristic wisdom when it says that by the education of women a far greater impulse is imparted to the educational and moral tone of the people than the education of men."[৫৯] এই বিশেষ সত্যকে উপলব্ধি করে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা বর্ধমান বিভাগে ও ২৪ পরগনার কিছু অংশে স্ত্রী-শিক্ষা-প্রসারের গৌরবময় ভূমিকা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সার্থকভাবে পালন করেছিলেন। সরকার ও সমসাময়িক জ্ঞানীগুণীজনের প্রশংসা সভার কর্মশক্তিকে উজ্জীবিত করেছিল। "It has been a great satisfaction to the Sabha that its humble work has received a sympathetic recognition of the benign Government and of eminent men like the Rev. Dr. Duff and Rutledge, Col. Malleson, Babu Keshab Chandra Sen, Justice Phear, Miss Mary Carpenter and others. It has inspired the Sabha to work with zeal and devotion in the promotion of its objects."[৬০]

বাংলাদেশের স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাসে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার বিদ্যোৎসাহী কার্যকলাপের যথাযথ স্থান থাকা উচিত। এদেশের 'বন্দিনী বামা' কুলের মুক্তির সংগ্রামে অন্যতম মুক্তিযোদ্ধৃদল হিসাবে সভার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

ভারতে কৃষিশিক্ষার অবস্থা : সভার অগ্রণী ভূমিকা

বঙ্গের প্রথম কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গৌরব উত্তরপাড়া হিতকরী সভার প্রাপ্য। স্ত্রী-শিক্ষা-প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণের পূর্বে বৃত্তিগত (vocational) শিক্ষার ক্ষেত্রে সভা একটি স্মরণীয় কাজ করেছিল, তার জন্মের দশ দিনের মধ্যেই। উত্তরপাড়ার পার্শ্ববর্তী মাখলা গ্রামে সভার ব্যবস্থাপনায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল (১২৭০ বঙ্গাব্দের ২রা বৈশাখ) তারিখে চাষী পরিবারের ছেলেদের জন্য একটি কৃষি-বিদ্যালয় (Makla Peasant Boys' School) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্পষ্টত বুঝা যায়, কৃষিপ্রধান দেশের কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এই ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা যে একান্ত প্রয়োজনীয় সে-বিষয়ে চিন্তাভাবনা সভার যুবক সভ্যবৃন্দ বেশ আগেই শুরু করেছিলেন। অন্যথায় ৫ই এপ্রিল যে সভা জন্ম নিল, সম্পূর্ণ নূতন এক ক্ষেত্রে তার কাজ ১৪ই এপ্রিল শুরু করা সম্ভব হ'ত না। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, হিতকরী সভার প্রথম বৎসরের সাহিত্য-বাসরে সভার হিসাব-পরীক্ষক মন্মথ চট্টোপাধ্যায় 'কৃষি-শিক্ষার গুরুত্ব' (Importance of Peasant Education) নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

সভার সভ্যবৃন্দের এরূপ চিন্তা-প্রবাহের সূত্র অনুসন্ধান করলে ঊনবিংশ শতাব্দীর তিনজন চিন্তানায়কের কথা বিশেষভাবে মনে আসে। তাঁরা হলেন রেভাঃ ডঃ উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪), শিক্ষাব্রতী প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-৭৫) ও বিদ্যোৎসাহী জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-৮৮)। এদেশে কৃষিকর্ম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল কৃষি-উদ্যানবিদ্যা সমিতির (Agri-Horticultural Society of India) মাধ্যমে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর ডঃ কেরী এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ও অভিজ্ঞতার নিরিখে এদেশে কৃষিশিক্ষার

প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে প্যারীচরণ সরকার বারাসত সরকারী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতা* করার সময় ছাত্রদের অবসরকালে শিক্ষার্থে তাঁর বিদ্যালয়ে একটি কৃষিশিক্ষা শ্রেণী পত্তন করেছিলেন ১৮৫১-৫২ শিক্ষাবর্ষে। "An agricultural class was started by Peary Churn for the training of the Baraset School students during their leisure hours."[৬১] বঙ্গের শিক্ষাধিকারিকের ১৮৫১-৫২ সালের বার্ষিক বিবরণীতে তাঁর এই অভিনব প্রচেষ্টার কথা উল্লিখিত হয়েছে। কৃষিশ্রেণীতে প্যারীচরণ ছাত্রদিগকে উদ্ভিজ্জবিদ্যা (Botany), ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, শস্যাদির পর্যবেক্ষণ, সার প্রস্তুত করণ প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে শিক্ষা দিতেন। এ ছাড়া বারাসতে প্যারীচরণের সকল সৎপ্রচেষ্টার পৃষ্ঠপোষক মহাপ্রাণ কালীকৃষ্ণ মিত্র, স্থানীয় সাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন দীননাথ ধর প্রভৃতি কয়েকজন কৃষিশিক্ষাদান কর্মে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। বারাসত স্কুল থেকে প্যারীচরণের বদলির (১৮৫৪ খ্রীঃ) কয়েক বৎসরের মধ্যেই উৎসাহের অভাবে উক্ত কৃষিশ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটেছিল।

এদিকে কৃষি-উদ্যান-বিদ্যা সমিতির কাজের প্রসারের জন্য জেলা শাখাগুলি স্থাপিত হচ্ছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলির সিভিল সার্জন ডাঃ টমাস ওয়াইজের (Dr. Thomas Wise)** নেতৃত্বে সমিতির হুগলি জেলা শাখার পত্তন হল। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় উত্তর-

* প্যারীচরণ হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাজ করার পর বারাসত সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (পরে হেয়ার স্কুল) বদলি না হওয়া পর্যন্ত সেখানে কাজ করেন।

** ডাঃ ওয়াইজ হুগলি কলেজের (বর্তমান হুগলি মহসীন কলেজ) প্রথম অধ্যক্ষ (আগস্ট ১৮৩৬—ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯) ছিলেন।

পাড়ার প্রাণপুরুষ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৮৪৪ সালে এই জেলা সমিতির সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক হন এবং মূল সমিতিতে যোগ দেন ১৮৫২ সালে। কৃষি সম্বন্ধে ডাঃ কেরীর বৈজ্ঞানিক ভাবনা জয়কৃষ্ণকে স্বভাবতই উৎসাহিত করেছিল। তিনি বিদেশী পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করে তার ভিত্তিতে তাঁর উত্তরপাড়ার প্রদর্শনী কৃষি খামারে নূতন ফল-ফসলের পরীক্ষা করতেন এবং পরীক্ষা সফল হলে তেমন ক্ষেত্রে তাঁর জমিদারিতে সেই নূতন চাষের প্রর্বতন করতেন। কৃষি-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে তিনি মহাবিদ্যালয় স্তরে এমন শিক্ষা প্রবর্তনের কথা ভেবেছিলেন এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে সরকারের কাছে তাঁর পরিকল্পনা জানিয়েছিলেন। "Now Jaikrishna began to realize that education cannot be isolated from the social setting···After a careful study of this problem···Jaikrishna came out with his plan of agricultural education on a collegiate level···He outlined his scheme in a letter dated March 15, 1864 to F. R. Cockerell."[৬২]

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার যুবক সভ্যবৃন্দের কেহ কেহ পূর্বেই শ্রীরামপুরের উইলিয়ম কেরী ও উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কৃষিবিজ্ঞান-মনস্কতা থেকে উৎসাহিত হয়ে কৃষিশিক্ষা প্রসঙ্গে ভাবনা শুরু করেছিলেন। তাঁদের সভা প্যারীচরণ সরকারের নেতৃত্বে স্থাপিত বঙ্গীয় সুরাপান নিবারণী সভার (Bengal Temperance Society) শাখা হিসাবে মাদক বর্জনে সহায়তা করেছিল। স্বভাবতই বারাসত সরকারী বিদ্যালয়ে প্যারীচরণ সরকার প্রবর্তিত কৃষিশিক্ষা শ্রেণী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ তাঁরা পেয়ে থাকবেন। এসবের ফলশ্রুতিতে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল মঙ্গলবার মাখলায় কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় কৃষকসমাজের অনাগ্রহে অভিনব এই প্রচেষ্টার স্থায়িত্ব সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে সরকারের উদাসীনতায়

কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে জয়কৃষ্ণের সময়োচিত প্রস্তাব সার্থকতা লাভ করেনি। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে নিরুৎসাহকর জবাব দেওয়া হয়। কৃষিশিক্ষার এবংবিধ হতাশাজনক অবস্থা সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "Agricultural education had been persistently neglected though a beginning had been made early in 1821 by William Carey with the Agri-Horticultural Society, warmly supported by Ram Gopal Ghosh and and others."[৬৩]

বঙ্গদেশে কৃষিশিক্ষার এই অবহেলিত অবস্থা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে অভিন্ন ছিল না। কৃষিশিক্ষার ইতিহাস অনুসরণ করলে জানা যায় যে "In the middle of the 19th century, steps were taken for the first time to develop Indian agriculture on scientific lines by promoting research and agricultural education in the country.........In India the foundation for agricultural education and research was laid with the establishment in 1868 of a model farm at Saidapet near Madras, which was later converted into an agricultural school."[৬৪] পরে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এই কৃষি-বিদ্যালয় কলেজ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু সে-যুগে কৃষিশিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনীহার জন্য সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছিল। "We have in India only the Madras Agricultural College··· this institution since its foundation six years ago··· has led to a half-starved existence."[৬৫] এ প্রসঙ্গে একটি বাংলা পত্রিকার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "আমাদের দেশের মধ্যে ধরিতে গেলে কেবল মাদ্রাজে একটি সামান্য কৃষি স্কুল আছে, তাহাও সুচারুভাবে চলিতেছে না।"[৬৬]

সভার অগ্রণী ভূমিকা

পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন বঙ্গদেশে প্রথম সম্ভব হলেও প্যারীচরণ প্রবর্তিত কৃষিশিক্ষা শ্রেণী (১৮৫১-৫২) ও হিতকরী সভা প্রতিষ্ঠিত মাখলা কৃষি বিদ্যালয়ের (১৮৬৩) কথা বাদ দিলে কৃষি-শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রদেশের স্থান পশ্চাদ্‌বর্তী। উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শিবপুরের হরিমোহন মুখোপাধ্যায়* মহাশয়দের মতো মানুষদের চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা সরকার কৃষিশিক্ষার ক্ষেত্রে উদাসীন ছিলেন। এমনকি কৃষি সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য অনেক দিন পর্যন্ত সরকারের কৃষি-বিভাগ খোলার কথাও ভাবা হয়নি। "ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই এক একটী কৃষি বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাঙ্গালার কৃষি বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। ১৮৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে ইহা স্থাপিত হয়।"[৬৭] বঙ্গদেশে কৃষি-বিভাগের বিলম্বিত প্রতিষ্ঠার পর কলিকাতায় একটি কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপনার ব্যবস্থা হয়েছিল। "আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কৃষি-শিক্ষার জন্য কলিকাতায় একটি স্কুল খোলা হইতেছে। ১১৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে ১লা মে (১৮৮৬) হইতে 'বঙ্গবাসী স্কুল' নামে একটি স্কুল খোলা হইবে, কৃষি শিক্ষার জন্য তাহাতে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে।"[৬৮] বঙ্গবাসী স্কুল যথারীতি খোলা হয়েছিল এবং এই প্রতিষ্ঠানই পরবর্তী যুগের বঙ্গবাসী কলেজের অঙ্কুর। তবে স্কুলের স্বতন্ত্র কৃষিবিভাগ কৃষি-শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষিতমহলে অনীহার জন্য বেশীদিন চলেনি।

শিক্ষায়তনের মাধ্যমে বঙ্গদেশে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি শিক্ষার

* হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন 'কৃষি দর্পণ' গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি সরকারের নিকট জয়কৃষ্ণের প্রস্তাব প্রেরণের দু'মাস পরে কৃষিশিক্ষার জন্য অনুরূপ প্রস্তাব সরকারকে দিয়েছিলেন। উভয় প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে এ-বিষয়ে কৃষি উদ্যান বিদ্যা সমিতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়েছিল।

ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখিত স্বীকৃত ইতিহাসে সম্ভবত স্বল্পজীবী হওয়ার কারণে বারাসত সরকারী বিদ্যালয়ের কৃষি শ্রেণী, মাখলা কৃষি বিদ্যালয় ও কলিকাতাস্থ বঙ্গবাসী স্কুলের স্বতন্ত্র কৃষি-বিভাগের কোন উল্লেখ নেই। এখানে ইতিহাস শুরু হয়েছে এ-বিষয়ে কলেজী শিক্ষার প্রবর্তনের দিন থেকে। "The Bengal Veterinary College was founded in 1893 and developed to the stature of a College in 1899. The University Commission 1902 rightly stressed the importance of Agricultural Science in a predominantly agricultural country like India........The higher Agricultural course that was opened at Shibpur College in 1899 was abandoned in 1901 and the lower course of two years fell in a moribund condition. The recommendation of the Govt. of India in its Despatch to the Secretary of State in 1905 for an Agricultural College in each province remained a pious hope never realised."[৬৯]

বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের কৃষিশিক্ষার ইতিহাসে পূর্বোক্ত অনুল্লেখ-যোগ্য বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা প্রতিষ্ঠিত মাখলা কৃষি বিদ্যালয় নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসী প্রচেষ্টা। বারাসত সরকারী বিদ্যালয়ে ছাত্রদের অবসর সময়ে চর্চার জন্য কৃষিশিক্ষা শ্রেণী প্রবর্তনের কথা মনে রেখেও, এ কথা বলা যায় যে অল্পবয়সী কৃষক-পুত্রদের জন্য স্বতন্ত্র কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপনার মাধ্যমে বিজ্ঞান-সম্মত কৃষি-শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা এদেশে প্রথম শুরু করেন উত্তরপাড়া হিতকরী সভা এবং এদিক থেকে সভার গৌরবজনক প্রয়াস অবশ্যই স্মরণীয় ও আলোচনা-যোগ্য। সভার যুবক সভ্যদের এমন যুগোপযোগী চিন্তা-ভাবনার সূত্র পরবর্তী কালের একটি রচনার মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে। "In a purely agricultural colony such as this is, we want

the children to grow up to be useful members of the community and this is the end that should be aimed at in their early training."[৭০] হিতকরী সভা -স্থাপিত কৃষি-বিদ্যালয়টি নিঃসন্দেহে বঙ্গদেশে প্রথম। ভারতবর্ষেও তার স্থান প্রথম হতে পারে। কারণ মাদ্রাজের সৈদাপেটে আদর্শ খামার ও কৃষি বিদ্যালয়—যেটিকে কৃষিশিক্ষার ইতিহাসে অন্যত্র প্রথম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তার প্রতিষ্ঠার (১৮৬৮ খ্রীঃ) পাঁচ বৎসর আগে মাখলা কৃষি বিদ্যালয়ের জন্ম হয়েছিল। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে সভার এই দুঃসাহসী গৌরবজনক প্রচেষ্টা যুগের অনেক অগ্রবর্তী হওয়ায় জনসাধারণের অনাগ্রহে টিকে থাকতে পারেনি। লক্ষণীয়, কৃষি-শিক্ষা সম্পর্কে এ ধরনের অনীহা উনবিংশ শতকের শেষদিকেও বর্তমান ছিল। "Agricultural education held out such forbidding prospect that the few Bengalis who received it in England towards the close of the century, were on their return driven to seek employment as Deputy Magistrates."[৭১]

উত্তরপাড়ার স্থানীয় এক ইতিহাস থেকে জানা যায়: "১৮৬৩ অব্দে উত্তরপাড়ার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান মাখলা গ্রামে কৃষক বালকদিগকে কৃষী বিদ্যা, ভূবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষাদান কল্পে হিতকরী সভা একটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়টি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ও উহার মাসিক বেতন ৵০ আনা হইতে ।৵০ পর্য্যন্ত* নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহার শিক্ষাদান কার্য্য কৃষকদিগের মনঃপূত না হওয়াতে বিদ্যলয়টি বৎসরাধিক চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।"[৭২]

* ৵০ আনা এক টাকার অষ্টমাংশ ; ।৵০ আনা = ৵০ আনার তিন গুণ। পুরাতন মুদ্রা-ব্যবস্থায় এক টাকাকে ষোল ভাগ করে প্রতি ভাগকে আনা এবং আনাকে বারো ভাগ করে প্রতি ভাগকে পাই বলা হ'ত।

শিক্ষায়তনটি স্থায়ী না হলেও বঙ্গের তথা ভারতের অগ্রণী কৃষি-বিদ্যালয় হিসাবে অনন্য মর্যাদার অধিকারী এবং ভারতের কৃষিশিক্ষার ইতিহাসে এই বিদ্যালয়ের সীমিত জীবন-কাহিনীর বিশেষ গৌরবজনক স্থান থাকা উচিত। সভার উক্ত মহতী প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সমর্থন দিয়েছিলেন হাওড়া সার্কেলের তৎকালীন উপ-বিদ্যালয়-পরিদর্শক মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত। মাখলা কৃষিবিদ্যা-লয়ের একমাত্র শিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত রাজকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়; তাঁর পদের নাম ছিল হেড পণ্ডিত। সে যুগে তাঁর বেতন ধার্য হয়েছিল মাসিক সাড়ে ছ'টাকা।

মাখলা কৃষি বিদ্যালয়ের অবস্থান উপযুক্ত পরিবেশেই হয়েছিল। উত্তরপাড়া শহর থেকে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মাখলা গ্রামের মাটি স্বভাবত উর্বর। গ্রামের দক্ষিণে প্রবাহিত বালি-খাল থেকে প্রয়োজনীয় সেচের জল শস্য-উৎপাদনের নিশ্চিত সহায়ক। মাখলা এলাকার বাসিন্দারা প্রধানত কৃষিজীবী: সেদিক থেকে কৃষক পরিবারের পুত্রেরা বিজ্ঞান-সম্মত কৃষিশিক্ষা গ্রহণ করলে তাকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়ে উন্নততর উৎপাদন সম্ভব করতে পারবে—এমন আশা বাস্তবায়িত হতে পারত। কিন্তু যে-কোন প্রাচীন ব্যবস্থার অচলায়তনকে ভাঙা সহজসাধ্য নয়। যে কৃষকেরা পূর্বপুরুষের থেকে প্রাপ্ত পুরাতন ক্রিয়া-কৌশলের দ্বারা ফসল ফলায়, তাদের পুত্রদের নূতন ভাবনায় ভাবিত করা সম্ভব হচ্ছিল না। ভালভাবে চাষ করার জন্য চাষ সম্বন্ধে পড়া দরকার—এ কথা চাষীদের বিশ্বাস করানো গেল না। কাজেই মাখলা কৃষি বিদ্যালয় সম্পর্কে স্থানীয় কৃষক অধিবাসীদের স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল না। তবু হিতকরী সভার সভ্যদের উৎসাহের ফলশ্রুতিতে কিছু সাড়া মিলেছিল। প্রথমে মাত্র ১২ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয় শুরু হলেও শেষপর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াল ৪০। পরে অবশ্য ৫ জন ছাত্র বিদ্যালয় ছেড়ে দেয় এবং আরও ৫ জন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে স্থানীয় এক মারক জ্বরে মারা যায়। ফলে বৎসরের

শেষে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল ৩০ জন। ছাত্রগণ অল্পবয়স্ক হওয়ার জন্য তাদের লাঙল চালানোর কাজ করতে হ'ত না। বস্তুর সাধারণ গুণাবলী, আকর্ষণ, ফুল ও গাছের গঠন, কৃষি-সার প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশুনা করানো হ'ত। লক্ষণীয়—তখনকার বিজ্ঞান-জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী ঠিক করা এবং তা পড়ানো বেশ কঠিন কাজ ছিল।

বিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় প্যারীমোহন মালিক শ্রেষ্ঠ ছাত্র বিবেচিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত তখনকার কৃষিশিক্ষা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণার জন্য পরীক্ষার একটি প্রশ্নপত্র এবং সে-বিষয়ে প্যারীমোহনের উত্তর উদ্ধৃত করা হ'ল।[৭৩]

প্রশ্ন

(১) বস্তুর সাধারণ নাম কি? পরমাণু কাহাকে কহে? কিরূপে পরমাণু পরীক্ষা করা যায়, বায়ুতে পরমাণু আছে কি না?

(২) পদার্থের সাধারণ গুণ কি কি, এবং জড় পদার্থের কোন গুণ থাকাতে দুই বস্তু এক সময়ে এক স্থানে থাকিতে পারে না?

(৩) আকর্ষণ কাহাকে কহে, তাহাদের নাম কি? বৃক্ষ হইতে পাতা পড়িতেছে, এবং বৃক্ষ মস্তকে জল উঠিতেছে, এই সব কোন আকর্ষণের কার্য্য?

(৪) পুষ্পের প্রত্যক অংশের নাম দাও, পুষ্প হইতে বীজ কি রূপে জন্মে, পরিপক্ক বীজ কতদিন থাকিতে পারে, গোলাপ পুষ্পের বীজ কতদিন পরে অঙ্কুরিত হইতে পারে?

(৫) সার কাহাকে কহে, সার কত প্রকার, কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, কোন্ কোন্ শস্যক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে; কোন প্রকার সার না পাইয়া অরণ্যে কি প্রকারে বৃক্ষ জন্মে?

শ্রীপ্যারীমোহন মালিকের উত্তর অবিকল প্রকটিত হ'ল:

১। বস্তুর সাধারণ নাম পদার্থ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু মিলিয়া পদার্থ

হয়, পদার্থের যে অতি সূক্ষ্ম অংশ যাহা কোন যন্ত্র বা কৌশল দ্বারা বিভাগ করা যায় না তাহাকে পরমাণু কহে, কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ সকল পদার্থ পরমাণু সমষ্টি, স্পর্শ জ্ঞান দ্বারা বায়ু অনুভব হয়, বায়ুতে পরমাণু আছে।

২। স্থানাবরোধতা, বিস্তৃতি, আকৃতি, বিভাযাতা, নিশ্চৈষ্টতা পদার্থ মাত্রেরই এই কয়েকটী গুণ আছে। স্থানাবরোধতা গুণ থাকাতে এক সময়ে দুই বস্তু এক স্থানে থাকিতে পারে না, যেমন একটী কলসী বিপরীতদিগে মগ্ন করিলে কলসীর ভিতর জল উঠিয়া কলসী মগ্ন করিতে পারে না।

৩। যে বন্ধনী দ্বারা পরমাণু সকল পরস্পরে আকৃষ্ট হয় তাহাকে আকর্ষণ কহে; আকর্ষণ তিন প্রকার। যোগাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ রাসায়নিকাকর্ষণ। গাছ হইতে পাতা পড়িতেছে ইহা মাধ্যাকর্ষণের কার্য্য, গাছে রস উঠিতেছে উহা কৈষিকাকর্ষণের কার্য্য।

৪। পুষ্পের চতুর্দ্দিকে পাবড়ি আছে উহাকে দল বলে; সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুতার মত কেশর আছে তাহাকে পরাগ কেশর বলে, পরাগ কেশরের মধ্যস্থলে যে একটী স্থূল কেশর আছে তাহাকে গর্ভ-কেশর কহে; পরাগ কেশরের মাথাতে যে অণু আছে তাহা গর্ভ কেশরে পড়িয়া বীজ উৎপন্ন করে। পরিপক্ক বীজ দুই সহস্র বৎসর থাকিলে নষ্ট হয় না। গোলাপের বীজ দুই বৎসর পরও অঙ্কুরিত হইতে দেখা গিয়াছে।

৫। যে বস্তু মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে, তাকে সার কহে। সার চারি প্রকার, যথা বস্তু সার, উদ্ভিজ্জ সার, ধাতু সার ও মিশ্র সার। জন্তু সার মধ্যে রক্ত, শৃঙ্গ, পচা মাংস ও হাড়ের গুড়া। রক্ত, চারার পক্ষে উত্তম উপকারি, হাড়ের গুড়া স্থূল ২ করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলে উত্তম সার হয়, মাটি আলগা রাখে, ইহা ইক্ষু ও গেঁড়োর পক্ষে উপকারি। জন্তু দেহ, মাংস, নখ ইত্যাদি পচিয়া উত্তম সার হয়, এই জন্য গোরস্থানে সহজে বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে।

জন্তু দেহ পচাইতে হইলে উহা মাটিতে পুতিয়া উহার উপর চূণ ছড়াইতে হইবেক।

উদ্ভিজ্জ সার নানা প্রকার। তন্মধ্যে ক্ষোল প্রধান, বৃক্ষের পাতা ও বড় বৃক্ষ শাখা পচিয়া উত্তম সার হয়। ধাতু সারের মধ্যে চূণ অপেক্ষা জল প্রধান, চূণ হিম প্রধান দেশে প্রচলিত। জন্তু, উদ্ভিজ্জ ও ধাতু সার মিশ্রিত হইয়া মিশ্র সার হয়। মিশ্র সার মধ্যে গোময় ও গোমূত্র প্রধান। অরণ্যে কোন সার না পাইয়া যে বৃক্ষের বৃদ্ধি হয় তাহার কারণ এই গ্রীষ্মকালে বহু সংখ্যক পাতা পড়ে বর্ষাকালে উহা পচিয়া সার হয় কাজে কাজে গাছ বাড়িয়া উঠে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে মাখলা কৃষি বিদ্যালয় সম্পর্কে স্থানীয় কৃষকদের মনে কোন আগ্রহ ছিল না। হিতকরী সভার সভ্যবৃন্দের কথা শুনে প্রথমে কিছুটা উৎসাহী হলেও ক্রমশ সে-উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এল। এই ভাবে এক বৎসর গেল। দ্বিতীয় বৎসরে কৃষকদের অনাগ্রহের জেরে বিশেষ ছাত্র ভর্তি না হওয়ায় বিদ্যালয়ের অগ্রগতি ব্যাহত হল। কাজেই বৎসরাধিক চলার পর প্রথম কৃষি-বিদ্যালয়ের বিলুপ্তি ঘটল। এইভাবে সভার এক মহতী প্রচেষ্টার অকালমৃত্যু হয়েছিল এবং এ সম্বন্ধে প্রযোজনীয় কাগজপত্র যথাস্থানে যথাযথভাবে সংরক্ষিত না থাকার জন্য পরবর্তীকালে রচিত কৃষিশিক্ষার ইতিহাসে মাখলা কৃষি বিদ্যালয়ের উল্লেখ থাকল না।

তবে স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও এ-ধরনের বিদ্যালয়ের যে বিশেষ উপযোগিতা আছে সে-কথা তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছু অংশ ভাবতে শুরু করেছিলেন। হিতকরী সভার শিক্ষাসূচীর তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent of Educaion) মন্মথ চট্টোপাধ্যায় মাখলা কৃষি বিদ্যালয় সম্পর্কে যে-কথা বলেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় :

"In conclusion,I beg to draw the attention of the Shova to the importance of this valuable institution

as a means for the improvement of Agriculture, on which depends the future prosperity of our country, and a neglect of which is the source of misery which befalls man in the shape of famine so horrible and dreadful in nature as the people of Ireland, Scotland, Lancashire and India had to suffer most bitterly."[৭৪]

হিতকরী সভার সাহিত্য শাখা ও বার্ষিক অধিবেশন

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীতে তার সাহিত্য শাখার লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছে—সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সভার উদ্দেশ্য-সাধক বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবন্ধপাঠ বা বক্তৃতাদানের মাধ্যমে সভার সভ্যদের এবং উত্তরপাড়া ও নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের মানসিক জাগৃতি বিধান। এইসব আলোচনা বক্তার ইচ্ছানুসারে ইংরাজী অথবা বাংলাতে দেওয়া যেত। এক্ষেত্রে সভার সাহিত্য শাখা দ্বাদশ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত বেথুন সোসাইটির উদ্দেশ্য* ও কর্মধারাকে সীমাবদ্ধভাবে অনুসরণ করেছিল। সোসাইটির ধাঁচে সভার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল এবং শ্রোতৃবর্গ তাঁদের প্রবণতা ও রুচি অনুসারে সেই অংশে যোগ দিতেন। "After the model of the Bethune Society of Calcuttla, the literary part of the Shova was divided into sections, for the cultivation of particular branches of liberal and useful study. All members were allowed to choose freely the section which they would like best to belong to, so that their labors from congeniality of tastes and predilections would be productive of immense good effort."[১৫] সভা তার সাহিত্য শাখার কাজ শুরু করতেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে—যেটি তাকে এই ধরনের অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্রতা এনে

* বেথুন সোসাইটির উদ্দেশ্য, গৃহীত একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে : "That a society be established for the consideration and discussion of questions connected with literature and science."

দিয়েছিল। হিতকরী সভার সদস্যদের মতে প্রার্থনার মাধ্যমে প্রকৃত ধর্মকে ('the true religion') অনুসরণ করে তার নীতি ও নিষেধকে মেনে চললে সাহিত্য সভার বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে শোভনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষিত হবে এবং ফলে সভার উদ্দেশ্য সার্থক হবে ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এখানে 'প্রকৃত ধর্ম' কথা ব্যবহারের মধ্যে পরোক্ষভাবে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব থাকতে পারে। "At this distance of time it is difficult to find out what the Secretary of the Sabha meant by 'the true religion'. Probably he had in mind something which was not dissimilar to Brahmoism. No one in Uttarpara had actually embraced Brahmoism, and notwithstanding its improvement in many directions, Uttarpara remained a stronghold of Hinduism. Yet the place was not unresponsive to Brahmo influences. The rising generation of youngmen had known Ramtanu Lahiri as their Head-master and had felt his irresistible moral power. In fact, in 1852 there was an abortive attempt at establishing a Brahmo Samaj at Uttarpara. By the time the Hitakari Sabha was established, some of Ramtanu's old pupils had attained manhood and been taking an active part in the Sabha. So it is no surprise that they would try to adopt some of the outward forms and observances of the Brahmo Samaj in conducting their meetings."[৭৬]

প্রতিষ্ঠা-বৎসরে (১৮৬৩-৬৪) মোট ২২টি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল ; বক্তৃতার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল স্ত্রী-শিক্ষা, বিবাহ, নীতিজ্ঞান ও

সভ্যতা, প্রার্থনা, উত্তরপাড়া, একতা, ভারতের উন্নতির উপায়, নিউটন ও তাঁর পূর্বসূরীগণ, ভারতে ইংরাজ, হিন্দু জাতির উৎপত্তি, হিন্দু মহিলার পোষাক, সর্প, কৃষিবিদ্যার গুরুত্ব, মুদ্রণ, রেলপথ, ইতিহাস, ইংরাজী শিক্ষার ফলাফল, জীবনী, উপন্যাস-পাঠ, প্রাচীন ভারত, বাংলায় ধর্মশিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও মানবজীবন।* বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন হিতকরী সভার প্রতিষ্ঠা-বৎসরের সদস্যবর্গ, একমাত্র ব্যতিক্রম পণ্ডিত চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—যাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'সর্প'। (অবশ্য এটি ব্যতিক্রম না হতে পারে—যদি হিতকরী সভার প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে কাটা-পড়ে-যাওয়া ২৩তম সদস্যের নামটি চন্দ্রমোহনবাবুর হয়।—পৃ. ১৮)। সভার সম্পাদক হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ কোন পরিচয় জানা যায়নি। তবে তাঁর পড়াশুনার যে ব্যাপকতা ও গভীরতা ছিল তা প্রমাণিত হয় প্রথম বৎসরে প্রদত্ত মোট ২২টি বক্তৃতার মধ্যে তিনি একা যে ৬টি বক্তৃতা দিয়েছেন, তার বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ; সেগুলির ইংরাজী শিরোনাম হ'ল—Marriage, The English in India, The Origin of the Hindu Caste, Hindu Female Dress, Biography এবং Ancient India। সভার অন্যতম সভ্য হেমকান্ত দেব 'উত্তরপাড়া' নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। স্থানীয় ইতিহাসের উপর সদস্যদের ঝোঁক ছিল। সভার সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৮৫৭ সালে 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা'য় 'Topography of Ooter-

* ডঃ নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের 'A Charitable Effort in Bengal in the Nineteenth Century—The Uttarpara Hitakari Sabha' প্রবন্ধে ২৩টি বিষয়বস্তুর কথা বলা হয়েছে। তা ছাড়া ডঃ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে 'Importance of Female Education' বিষয়ে বক্তৃতার কথা বলেছেন। কিন্তু সভার প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে এমন বিষয়বস্তু দেখা যাচ্ছে না। বরং তার বদলে আছে 'Importance of Peasant Education'। এই দু'টি অসামঞ্জস্যের কারণ কি ?

parah' নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—যেটি ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। উত্তরপাড়ার অধিবাসী ও জনসাধারণের জন্য উত্তরপাড়া শহরের ১২০১ বঙ্গাব্দ থেকে ১২৭০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সঠিক ইতিহাস বঙ্গভাষায় রচনার জন্য প্রথম বৎসরেই হিতকরী সভা ১৫০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। অবশ্য সভার এই ঘোষণায় সাড়া মেলেনি। সাড়া মিললে উত্তরপাড়ার সেই ইতিহাস হ'ত বাংলাভাষায় লেখা এদেশের প্রথম আঞ্চলিক ইতিহাস।

সভার সাহিত্য শাখায় যে বক্তৃতামালার ব্যবস্থা ছিল ক্রমশ সে-ব্যাপারে সদস্যদের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছিল। ৮ম বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যাচ্ছে মাত্র নিম্নোক্ত পাঁচটি বক্তৃতা হয়েছে :

1. Babu Bhoyrub Chunder Banerjee B. L.—on "Moral Elevation".

2. Babu Nilmony Coomar—on "The Indian Career of Lord Metcalfe".

3. Babu Rajkrishna Mittra—on "Respiration and the Chemical and Mechanical Processes by which it is performed".

4. H. Blochmann Esqr. M. A.—on "The Mogul Court of Delhi".

5. Babu Rasbehary Ghose, M. A. and B. L.—on "Law and Lawyers".[৭৭]

বক্তৃতাগুলির ব্যবস্থা হয়েছিল স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে। খ্যাতনামা আইনজ্ঞ রাসবিহারী ঘোষ প্রদত্ত 'আইন ও আইনজীবীগণ' শীর্ষক শেষোক্ত বক্তৃতা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। সভার সাহিত্য শাখার কার্যকলাপ সম্পর্কে অন্য সূত্রেও জানা যায় : "হিতকরী সভার প্রথমাবস্থায় ইহার অন্তর্ভুক্ত একটি তর্কসভা ছিল। সভার অধিবেশনগুলি ইংরাজী বিদ্যালয়ে হইত। দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক মনস্বী ঐ তর্ক-

সভার আলোচনায় যোগদান ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন। যাঁহারা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল—মিঃ কে. এম. ম্যাকডোনাল্ড; এইচ্. উড্রো, এম.এ; রেভারেণ্ড জে. বাটন; ডাক্তার রবিন্সন; রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; মেজর জে. বি. ম্যালিসন; গিরীশচন্দ্র ঘোষ* (সম্পাদক—বেঙ্গলী); মিঃ সি. এম. গ্রাণ্ট, চন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বি-এল; (রাজা) প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়;** (স্যার) রাসবিহারী ঘোষ এম-এ, বি-এল; ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার; জেমস রটলেজ (সম্পাদক—ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, শ্রীরামপুর); ফাদার লাফোঁ প্রভৃতি।"[৭৮] সাহিত্য শাখার আর একটি কাজ সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে; এই সভা হইতে একটি পত্রিকা পূর্বে প্রকাশিত হইত। ইহার নাম ছিল 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা'।"[৭৯] হিতকরী সভা সভ্যদের পড়ার জন্য 'অবলা বান্ধব' শীর্ষক একটি বাংলা পত্রিকা রাখতেন—এ খবর জানা যায় সভার ৮ম বার্ষিক বিবরণ থেকে।

সভার গৌরবজনক প্রথম যুগের বার্ষিক অধিবেশনগুলি উল্লেখ-যোগ্য। এইসকল অধিবেশনের আয়োজন হ'ত জয়কৃষ্ণের সহোদর ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের (যিনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জয়কৃষ্ণের সঙ্গে পৃথক হওয়ার পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণের সহযোগী ছিলেন) বাসভবনে। বার্ষিক অধিবেশনে বহু দেশী-বিদেশী লোকের সমাগম হ'ত। অনেকসময়ে সমাবেশে অতিথি-সংখ্যা পাঁচ শতেরও বেশি হয়েছে। বাংলা স্তোত্র ও পরে ইংরাজীতে প্রার্থনা দিয়ে শুরু হওয়ার পর প্রেরিত বাণীগুলি পাঠ, সম্পাদক কর্তৃক বার্ষিক

* গিরীশচন্দ্র ঘোষ উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সক্রিয় সদস্য ছিলেন, এ কথা তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়।

** প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৪০—১৯২৩) জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র।

বিবরণী পেশ, সভাপতির অভিভাষণ, কোন বিষয়ে অতিথি-বক্তাদের আলোচনা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও শেষে বাংলা স্তোত্রগান—এই ছিল অধিবেশনগুলির মোটামুটি কর্মসূচী। "হিতকরী সভার বার্ষিক অধিবেশনগুলি পূর্বে অত্যন্ত ধূমধামের সহিত হইত। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এখানে উপস্থিত হইতেন। অধিবেশন ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রাসাদতুল্য ভবনে হইত। যাঁহারা সভায় আসিতেন তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে 'জলযোগে' আপ্যায়িত করা হইত। হিতকরী সভার জলযোগের কথা এখনও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার 'ত্রিধারা' নামক পুস্তকের এক-স্থানে লিখিয়াছেন, 'উত্তরপাড়ার হিতকরী সভার কথা সকলেই শুনিয়াছেন এবং উক্ত সভার বাৎসরিক উপলক্ষে বোম্বাই আঁবের যে গুণাগুণ বিচার হয় তাহা বোধহয় কেহ কখনও ভুলিতে পারিবেন না'।"[৮০] ডঃ নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা-প্রবন্ধ '**A Charitable Effort in Bengal in the Nineteenth Century—The Uttarpara Hitakari Sabha**'র প্রাসঙ্গিক অংশ ও অন্য প্রাপ্ত তথ্যের অনুসরণে হিতকরী সভার এরূপ কয়েকটি বার্ষিক অধিবেশনের কথা পরিবেশিত হচ্ছে।

১৮৬৬ সালের এপ্রিলে তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন 'বেঙ্গলী'র সম্পাদক গিরীশচন্দ্র ঘোষ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হারমোনিয়াম সহযোগে দু'টি গান গেয়েছিলেন। প্রধান বক্তা কৈলাসচন্দ্র বসু জমিদারের অত্যাচারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাংলার রায়তদের দুর্দশা সম্বন্ধে বলেছিলেন। পরবর্তী বক্তা কেশবচন্দ্র সেন হিতকরী সভার কাজে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রসঙ্গত জমিদারদের কল্যাণব্রতী ভূমিকার প্রশংসা করেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে—দুই বক্তা দুই ভিন্ন সুরে বক্তৃতা করেছিলেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগস্টে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে প্রধান বক্তা কিশোরীচাঁদ মিত্র 'বাংলার কৃষি' বিষয়ে বক্তৃতা করে-

ছিলেন। এ বিষয়ে একটি কৌতুককর কাহিনীর উল্লেখ করা যায়—যেখানে মাইকেল মধুসূদন দত্ত নায়ক। "মধুসূদনের প্রথম বারের (১৮৬৯) উত্তরপাড়ায় অবস্থানকালে একদিন কিশোরীচাঁদ মিত্র উত্তরপাড়া হিতকরী সভায় কৃষিবিদ্যা বিষয়ক বক্তৃতা দিবার জন্য গিয়াছিলেন। কিশোরীবাবু সদলবলে লাইব্রেরীর নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, মাইকেল মধুসূদন উপরের বারান্দায় রেলিং-এর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের দলস্থ, মধুসূদনের পরিচিত জনৈক বন্ধু, মধুসূদনকে বক্তৃতায় যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বক্তৃতার বিষয় 'কৃষিবিদ্যা' শুনিয়া রহস্য করিয়া বলিলেন—'It is all humbug; কৃষি বিষয়ে আবার বক্তৃতা কি? চাষারা কি জানে না, কি করিয়া ধান্য-রোপণ করিতে হয়। খাচ্চ কি করিয়া? তাহাদের আবার কৃষিবিদ্যা (agriculture) কি শিখাইবে?'"[৮১]

১৮৭০ সালের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে জাস্টিস ফিয়ার (Phear) 'The Liability of an English Parish' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বৎসর 'ফরিদপুর কৌলীন্যপ্রথা সংশোধনী ও কন্যা-বিক্রয় নিবারণী সভা' তাদের দ্বিবিধ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য এবং 'মোগলসরাই নেটিভ লিটারারি সোসাইটি' হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ সম্পর্কে বাধা অপসারণের জন্য হিতকরী সভার সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু সভা যেহেতু মনে করতেন যে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারই এ ধরনের সামাজিক অন্যায়ের স্থায়িভাবে প্রতিবিধান করতে পারে, তাই সমিতি-দু'টির পূর্বোক্ত সমাজ-সংস্কার কর্মসূচীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার কথা ভাবা হয়নি। তবে পরবৎসর অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং সেখানে মূল বক্তা ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দশম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি জাস্টিস ফিয়ার তাঁর পূর্ববর্তী বক্তৃতার কথা উল্লেখ করে দেশের উন্নতির জন্য বাংলার প্রত্যেক জমিদারের উদার

মানসিকতার প্রকাশ আশা করেছিলেন। ১৮৭৭ সালের ২রা জুন চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি এইচ. বেল (Bell) স্ত্রী-শিক্ষার শুভ ফল সম্বন্ধে বলেন। সভা এই বৎসর জাস্টিস ফিয়ারকে তাঁর হিতকর কাজের জন্য অভিনন্দিত করেন। "হিতকরী সভা ভারতবন্ধু জস্টিস ফিয়ারকে যে অভিনন্দন পত্রখানি দিয়াছিলেন তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে।...জস্টিস ফিয়ার এই অভিনন্দনের যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ভারত-হিতৈষণা, বিনয় ও সৌজন্যে পরিপূর্ণ।"[৮২]

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন হিতকরী সভার ধর্ম-নিরপেক্ষতার সাক্ষ্য বহন করার দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সভাপতি ছিলেন রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় বক্তব্য রাখেন খ্রীষ্টীয় মিশনারী রেভাঃ কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আদি ব্রাহ্মসমাজের বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আনন্দমোহন বসু, শিবচন্দ্র দেব ও গৌর-দাস বসাক। ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল ১৮৭৯ সালের ৩১শে মে জাস্টিস লুই জ্যাকসনের (Louis Jackson) সভাপতিত্বে। সভায় ভারতীয় নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কেশবচন্দ্র সেন, রেভাঃ কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায়। ১৮৮০ সালের ১৭ই জুন জাস্টিস উইলসনের (Wilson) সভাপতিত্বে সপ্তদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৮১ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত পরবর্তী বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন হুগলির জেলা জজ। সভায় বাংলায় বক্তব্য রাখেন পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায়। অন্যতম বক্তা রেভাঃ কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য ইংরাজীতে বলে-ছিলেন। ২৪শে মে, ১৮৮২ তারিখে ঊনবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রীরামপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আর. কারস্টেয়ার্স

(R. Carstairs)।* সভার শুরুতে দেশাত্মবোধক (national) বাংলা গান গাওয়া হয়েছিল। বক্তা ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন ও প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। একাধিক কারণে সভার বিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন বিশেষভাবে স্মরণীয়। সভাপতি ছিলেন ডবলিউ. ডবলিউ. হাণ্টার (W. W. Hunter)। বন্ধু হাণ্টারের আকর্ষণে এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন প্রথম ও শেষ বারের মতো জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সভাপতির দু'পাশে বসেছিলেন জয়কৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ। সভায় হাণ্টার তাঁর উত্তরপাড়া জীবনের স্মৃতিচারণ করেছিলেন।

১৮৮৪ সালে অনুষ্ঠিত একবিংশতিতম অধিবেশন বিসদৃশ ঘটনার জন্য সফল হয়নি। সভাপতি ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার জন বিম্‌স (John Beams)। ইউরোপীয় আচার-আচরণ সম্পর্কে অন্যতম বক্তা ব্যারিস্টার এন. এন ঘোষের এক মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ বিদেশী অতিথি-সহ বিম্‌স সভাগৃহ ত্যাগ করেন। ক্ষুব্ধ বিম্‌সকে বিজয়কৃষ্ণ শান্ত করে ফিরিয়ে আনার পর আবার সভা আরম্ভ হয়। কিন্তু পরবর্তী বক্তা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কিছু মন্তব্যে রুষ্ট হয়ে বিম্‌স বরাবরের মতো সভা ছেড়ে চলে যান এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে অধিবেশন সমাপ্ত হয়। এর পরেই হিতকরী সভার গৌরবের দিন শেষ হয়েছিল। ১৮৮৪ সালে সভার অসাধারণ উৎসাহী সংগঠক ও সভার সম্পাদক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকান্তরিত হওয়ার পর সভা কোনপ্রকারে তার অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছিল। বিশেষভাবে স্মরণীয়, প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতা বামাচরণ হিতকরী সভার প্রতিষ্ঠার দিন থেকে এর সদস্য ছিলেন। সভার বিশেষ দু'জন পৃষ্ঠপোষক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছিল যথাক্রমে

* R. Carstairs তাঁর চাকুরি-জীবনের অভিজ্ঞতার উপর একটি অনাবারণ পুস্তক রচনা করেছিলেন ;—তার নাম 'The Little World of an Indian District Officer'। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে।

১৮৭৯ ও ১৮৯৩ সালে।

পরবর্তী কালের দু'টি বার্ষিক অধিবেশনের কথা উল্লেখযোগ্য। ১৯০০ সালের ৮ই এপ্রিল ৩৭তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন জাস্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বক্তা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অধিবেশন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বামা-বোধিনী পত্রিকা -কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন : "অনেক দিন পরে এই সভার পুনরভ্যুদয় দর্শনে আমরা পরমানন্দিত হইলাম। সম্প্রতি ইহার প্রকাশ্য সভা হয় তাহাতে বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। সভার দ্বারা দীর্ঘকাল স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ সহায়তা হইয়াছে। আশা করি সভা পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহের সহিত এই কার্য্য সাধনে পুনরায় দৃঢ়ব্রত হইবেন।"[৮৩] ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন পরবর্তী বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন বিচারপতি প্র্যাট (Pratt)।

দশ বৎসর পূর্বে ১৯৭৭ সালের ১২ই মার্চ শনিবার জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারে হিতকরী সভার এক বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। অন্যতম বক্তা ছিলেন উত্তরপ্রদেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এবং অফিসিয়াল ট্রাস্টী জে. এম. পন্থ (Pant)*। প্রতিষ্ঠা-লগ্নে হিতকরী সভার সহ-সভাপতি ও পরবর্তী কালে সম্পাদক (১৮৬৬-৭০) 'Fighting Munsiff' প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী-সম্বলিত একটি বিবরণী পুস্তিকা উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত এই অধিবেশনই এখনও পর্যন্ত সভার শেষ বার্ষিক অধিবেশন।

* প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছাপত্র (Will) অনুসারে তাঁর প্রদত্ত অর্থে যে হিতকরী সভা ট্রাস্ট ফাণ্ড তৈরি হয়েছিল, জে. এম. পন্থ তার প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন।

বার্ষিক অধিবেশন ছাড়া বিশেষ কোন ঘটনাকে উপলক্ষ করে হিতকরী সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হ'ত। এগুলির মধ্যে তিনটির কথা স্মরণীয়। সভার প্রতিষ্ঠা-বৎসরে (১৮৬৩-৬৪) এমন একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বেথুন সোসাইটির সভাপতি স্বনামখ্যাত রেভাঃ ডঃ আলেকজাণ্ডার ডাফকে (**Alexander Duff**) বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে। রেভাঃ ডাফ এই সময়ে ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে এদেশ ছেড়ে ইংল্যাণ্ড ফিরে যাচ্ছিলেন। সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি যে কথা বলেছিলেন তা উল্লিখিত হ'ল :[৮৪]

"Baboos Bijoykissen Mookherjea and Pearymohun Banerjea,

DEAR SIRS,—Your truly kind address prefaced by the speech of Baboo Pearymohun Banerjea, has deeply affected me, the more so, as I had no immediate connection with Ootterparrah.

I have admired the liberality of Baboo Bejoykissen Mookherjea in the promotion of education and other excellent measure. I have also rejoiced in the success of Ootterparrah School. But as it never was in my own power to confer any direct or immediate benefit on its pupils or on their parents, guardians and friends, your address has about it an air of noble and magnanimous kindness.

Accept then, my dear friends, the unfeigned thanks of a grateful heart for all the truly kind and friendly expressions which you have used to me—expressions to which in my own secret soul, I do not feel myself entitled—but which I cannot but accept

as they are the exponents of kind hearts.

In the midst of the vast multiplicity of objects which avert and absorb my attention when the eve of leaving (alas for ever) these long-loved shores, it is not possible for me to reply to your address as my own heart would prompt me to do, and the address itself claims at my hands.

I must, therefore, refer you to my reply to the members of the Bethune Society and pray of you to accept of much that is said there as conveying my feelings towards India and its people.

Your address I shall carry with me to my native land as a memorial of the kind-heartedness and gratefulness of the people of India toward those who are believed to be disposed to act with kindness, good will and justice towards them.

Begging of you to convey the expression of my warmest thanks to all who have signed the address.

I remain,
your sincere friend
(Sd.) Alexander Duff

P.S. I ought to have noticed your Society. It strikes me as a very remarkable one in many respects. Sincerely do I wish that it may flourish and work out successfully the objects contemplated.

I shall carry the copy of the rules you kindly sent to me, with me to Great Britain, and shew them

there to such as are interested in the progress of India and its people.

yours etc.
(Sd.) D."

১৮৭০ সালের ৩১শে মে একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। ঐ বৎসর ৩১শে মার্চ ভারত সরকারের অর্থ-বিভাগের যে নীতির ফলে ইংরাজী শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য হ্রাস করা হচ্ছিল সে-বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ঐ অধিবেশন বসে এবং সভায় সরকারী নীতির বিরোধিতা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ একই কারণে হিতকরী সভা ১৮৭০ সালের ২৬শে জুন উত্তরপাড়া, বালি ও ভদ্রকালী অঞ্চলের অধিবাসীদের এক মহতী সভা আহ্বান করেছিল। এই সভার কার্য-বিবরণী 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকার ২৩শে ও ৩০শে জুলাই (১৮৭০) তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

"The meeting was largely attended, and long speeches were delivered. It was resolved that the Government decision in question was unjust and impolitic and calculated to retard the intellectual progress of the country and the material prosperity of the nation. It was said that however desirable the education of the masses, the neglect of English education by the State was unsound in principle and injurious to the best interests of all classes. The meeting ended by passing another resolution to memorialise the Secretary of State for India against the policy enunciated in the Financial Resolution. The opinions expressed and the resolutions adopted were characteristic expressions of the ideas of the

educated middle-class on the question. As the reports show, the level of discussion was quite high and the criticism made well-informed."[৮৫]

তৃতীয় এক বিশেষ অধিবেশন বসেছিল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে—যেখানে ১৮৭১ সালের আই. সি. এস. পরীক্ষায় সফল তিন জন বাঙালী পরীক্ষার্থী রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছিল। উক্ত তিনজন বাঙালী সিভিলিয়ান সেদিন উত্তরপাড়ার সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। হিতকরী সভার উষ্ণ সম্বর্ধনার উত্তরে সে-বৎসরের আই. সি. এস. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী (দেশীয় প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম) রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ও সহযোগীদ্বয়ের পক্ষে বলেন : "I am not aware that we have done anything for our country. If indeed we have done anything to merit your approbation, we shall consider ourselves amply rewarded if my countrymen were to follow our example. I do not indeed wish you to slavishly imitate anything English, but I do think that there are many things estimable in English manners which we may with advantage introduce into our, own social institutions. I would therefore beg of you, gentlemen, to try your best to send as many young men as possible to England, for there they would imbibe ideas of liberty and equality between men and women."[৮৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল উত্তরপাড়া হিতকরী সভায় 'Joseph Mazzini' শীর্ষক বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং সেখানে ঘোষণা

করেছিলেন যে সারা ভারতে কোথাও কোন গুপ্ত-সমিতি নেই।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের এক পুরাতন বিবরণীতে হিতকরী সভার সভ্য-বৃন্দের পূর্ণ তালিকা আছে। সেটি পরিশিষ্ট (ঘ)-এ উল্লিখিত হ'ল। লক্ষণীয়, সভার সভ্যবৃন্দ ছিলেন দেশের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সাহিত্য-শাখার কাজ সরকারের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৯১১-১২ সালের এক সরকারী বিবরণীতে সাহিত্য-সভার দিক থেকে হুগলি জেলার ক্ষেত্রে হিতকরী সভাকে এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে।

"Burdwan Division

884. The following are the most important literary societies in the Division—

(1) The Uttarpara Hitakari Sabha in the Hooghly District………"৮৭

উক্ত বিবরণীতে এই সঙ্গে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল সংস্কৃতি সমিতি ও কাঁথি সাহিত্য সভা এবং বর্ধমান শহরের বিজয় চতুষ্পাঠীর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার গৌরবজনক অতীত দিনগুলির উল্লেখ করা হ'ল। প্রসঙ্গত "শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে হিতকরী সভা উত্তরপাড়ার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। তাহার প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর নবজাগৃতির উপর যথেষ্ট পরিমাণে পড়িয়াছিল।"৮৮

বঙ্গে নবচেতনা

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার মূল্যায়ন

"স্বদেশের হিতসাধনের জন্য এরূপ বহু প্রচেষ্টা আবশ্যক যাহা ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা এককভাবে নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে বহুজনের সমবেত প্রয়াস প্রয়োজন। আর এ প্রকার সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে ইতিপূর্বে বহু জনহিতকর কর্ম সাধিত হইয়াছে। সভা-সমিতির দ্বারা কত মহৎ কার্য অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ও পরিশ্রমে সুসম্পাদিত হইতে পারে, ইউরোপীয়দের সভা-সমিতিগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যখন অনেকে সংঘবদ্ধ হয়, তখন খুব কম কাজই অসাধ্য থাকে। বহু জনের বিদ্যা, বুদ্ধি ও অর্থের সমাবেশ হইলে একটি অদ্ভুত শক্তি জন্মে। এই শক্তি দ্বারা সকলেই সমভাবে লাভবান হইতে পারেন।"[৮৯] এদেশের প্রাচীন এক সংঘ 'গৌড়ীয় সমাজ'*-এর স্থাপনা উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান-পত্র রচিত হয়েছিল উদ্ধৃত অংশটি তারই ভূমিকা। সংঘ-শক্তি সম্বন্ধে এখানে যে কথাগুলি বলা হয়েছে তা যে-কোন সভা-সমিতির (Society, Institution) পক্ষে প্রযোজ্য। উত্তরপাড়া হিতকরী সভা একটি মফঃস্বল শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েও বঙ্গদেশের স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে যে প্রশংসনীয় অবদান রেখে গিয়েছেন তার মূলে আছে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার প্রেরণা এবং তজ্জাত শক্তি।

হিতকরী সভার প্রচারিত উদ্দেশ্যের তালিকায় হিতকর বহু কাজের

* গৌড়ীয় সমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮২৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি। এটি ছিল সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান। সম্পাদক ছিলেন রামকমল সেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। হিন্দু কলেজ গৃহে সমাজের অধিবেশন হ'ত। অবশ্য এই সমাজ স্বল্পজীবী হলেও বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে একটা প্রভাব রেখে গিয়েছিল।

কথা আছে। কিন্তু সভার তহবিল ও ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ দেখে স্বভাবতই সভার কর্ম-পরিধির সীমাবদ্ধতার কথা মনে আসে। প্রথম বৎসরে সভ্যদের চাঁদা, দান এবং সভা-পরিচালিত হিতকরী বিদ্যালয় ও মাখলা কৃষি বিদ্যালয়ের ছাত্র বেতন বাবদ মোট আয় হয়েছিল টা. ৫৯১॥৵৯ পাই* এবং এ থেকে শিক্ষকদের বেতন ও অন্য হিতকর কাজগুলির ব্যয় বাবদ মোট খরচের পরিমাণ ছিল টা. ৪১৯৶৯ পাই। কাজেই পর বৎসরের জন্য মজুত তহবিল ছিল টা. ১৭৩॥৹। সভার ১৮৬৩-৬৪ বৎসরের খরচের হিসাব থেকে জানা যাচ্ছে—

পিতৃমাতৃহীন ছাত্রদের বেতন দেওয়ার খরচ—২৯।৹

বিধবা ও পিতৃমাতৃহীনদের সাহায্য ২৯৷৵৯ পাই

ঔষধ ও এদেশীয় ডাক্তারের মাহিনার দঃ ১৩৮।৯ পাই

এইভাবে বিভিন্ন খাতে খরচের হিসাব থেকে জানা যায়—হিতকরী সভার আর্থিক শক্তি ছিল সীমিত।

মনে হতে পারে প্রতিষ্ঠা-বৎসরে নূতন এক সভার ক্ষেত্রে এ ধরনের আর্থিক সীমাবদ্ধতা স্বাভাবিক। কিন্তু অষ্টম বৎসরেও (১৮৭০-৭১) অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। পূর্ববৎসরের মজুত তহবিল ১০৬৶৹ ধরে ঐ বৎসরের মোট আয় ছিল ৭৭৫৷৶৬ পাই—যার মধ্যে দান বাবদ আয় মাত্র ৪১॥৹ (অথচ এই সময়ে পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড মেয়ো ও তদীয় পত্নীর নাম উল্লিখিত হয়েছে এবং সম্মানসূচক সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন জাস্টিস জে. বি. ফিয়ার, কর্নেল জি. বি. ম্যালেসন, জে. এ. হপকিন্স, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, কিশোরীচাঁদ মিত্র ও কেশবচন্দ্র

* পুরাতন মুদ্রা ব্যবস্থায় এক টাকাকে ১৬ ভাগ করে প্রতি ভাগকে আনা বলা হ'ত। এক আনা থেকে পনেরো আনা পর্যন্ত বোঝাত যথাক্রমে ৴৹, ৵৹, ৶৹, ।৹, ।৴৹, ।৵৹, ।৶৹, ॥৹, ॥৴৹, ॥৵৹, ॥৶৹, ৷৹, ৷৴৹ ৷৵৹, ৷৶৹ চিহ্ন-গুলি। এক আনার ১২ ভাগ ছিল ১ পাই।

সেন)। মোট চাঁদা আদায় হয়েছিল ৪১৮॥০। (তখন সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৩)। উক্ত আয়ের থেকে পরের বৎসরের জন্য মজুত তহবিল ১২৫।/৬ পাই রেখে সর্বসাকুল্যে খরচ হয়েছিল ৬৫০।/০—যার মধ্যে আছে :

দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ৮৪।৶০

ঔষধ বিতরণ খরচ—১৩৲

বিধবা ও পিতৃমাতৃহীনদের সাহায্য ৬৪॥০

ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ৩২৪।/০

সাহিত্যসভার খরচ ১১।/৩

'অবলা বান্ধব' পত্রিকার ২ বৎসরের চাঁদা ৯৲ ইত্যাদি।

বর্তমান শতাব্দীতে ১৯৪১ সালের বাজেটে দেখা যাচ্ছে—বাৎসরিক আয় ছিল মাত্র ৪১২৫৫৶৪ পাই (কোম্পানীর কাগজ সমেত)।

হিতকরী সভার এই ধরনের সীমিত বাজেট তার কাজের ব্যাপকতা প্রমাণ করে না। তাই স্থিরীকৃত ব্যাপক কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে সভার কাজের সামান্যতা নিয়ে ১৮৭৫ সালে রেভাঃ লালবিহারী দে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর মতে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা "a benevolent Don Quixote, going about 'Uttarpara and the adjoining places' and seeking to redress—every imaginable grievances, social, moral and intellectual".[৯০] রেভাঃ দে-র এই কঠোর সমালোচনার কিছুটা বাস্তব ভিত্তি থাকলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষত স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে সভার অবদান তুচ্ছ করার নয়। তা ছাড়া, সাফল্যের একমাত্র নিরিখ গৃহীত কর্মসূচীর ব্যাপ্তি নয়, সেই কর্মসূচী রূপায়ণের মতো সাগ্রহ মানসিকতা সৃষ্টির মধ্যেও তার সার্থকতা প্রমাণিত হতে পারে।

হিতকরী সভার বার্ষিক বিবরণীগুলি ইংরাজীতে ছাপা হ'ত। ফলে অনেকের পক্ষে এই বিবরণী অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। এ বিষয়ে সে-যুগের নামী পত্রিকা 'আর্য্যদর্শন'-এ বারংবার ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে :—"...দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কার্য্য-বিবরণ বৈদেশিক

ভাষায় লিখিত হওয়ায় সাধারণের তাহা অবগত হওয়ার নিতান্ত অসুবিধা।...আমরা গতবারই এই বিষয়ে বলিয়াছি, এবারও বলিলাম। কিন্তু অরণ্যে রোদনের ফল কিছুই নাই।"[৯১] উক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও বার্ষিক বিবরণী যথারীতি ইংরাজীতে প্রকাশিত হচ্ছিল। তাই 'আর্য্য-দর্শন' পত্রিকা কর্তৃপক্ষ যুক্তি সহযোগে আবার মন্তব্য করলেন—"আমরা সভাকে আবার অনুরোধ করিতেছি যেন আপনার কার্য্য-বিবরণ স্বদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত করেন। আমাদিগের অনুরোধ কখনই গ্রাহ্য হইবে না তাহাও আমরা জানি। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা প্রতিবার ইহা বলিব। কারণ সাহেবের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করা যদি সভার উদ্দেশ্য না হয় তাহা হইলে বৈদেশিক ভাষায় কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত করায় সভার যে কি লাভ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যতদিন মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার উপর আমাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা না জন্মিবে ততদিন আমাদিগের জাতীয় উন্নতির কোন আশা নাই।"[৯২] কিন্তু এ ধরনের সুচিন্তিত মন্তব্যও সভার বিবরণীর ভাষা-মাধ্যমের কোন পরিবর্তন করাতে পারেনি। উত্তরপাড়া হিতকরী সভার ১৯৩৮-৪১ সালের বার্ষিক বিবরণীও পূর্ববৎ ইংরাজীতে ছাপা হয়েছে। তা ছাড়া দেখা যায়, সভার অল্প আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার বার্ষিক বিবরণী (যার মূল উদ্দেশ্য প্রচার) ছাপতে অপেক্ষাকৃত বেশী খরচ করা হয়েছে।

আর একটি কথা। দেশের ও সমাজের উন্নতির জন্য সভা বিভিন্ন কার্যসূচী নিয়েছেন। সেইসকল হিতকর কার্যাবলী অবশ্যই প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা, সভার রাজনৈতিক মতাদর্শ জাতীয় চেতনার অনুবর্তী ছিল না। শোষক বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে হিতকরী সভা সমর্থন করেননি, বরং নিন্দাবাদ করেছেন তেমন ক্ষেত্রে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ (Hardinge) ও লেডি হার্ডিঞ্জের উপর আক্রমণ ঘটেছিল মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর বিপ্লবী আন্দোলনের অংশ হিসাবে। তখন হিতকরী সভা উক্ত আক্রমণ প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে ভাইসরয়-দম্পতি যে

নিরাপদে আছেন তার জন্য আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করেছেন। হিতকরী সভা প্রস্তাব নিয়েছিলেন : "It was unanimously resolved that a telegram should be forthwith sent to the Private Secretary to the Viceroy to convey the Sabha's intense detestation for the atrocious crime and its sense of heart-felt rejoicing at the providential escape of their Excellencies."[২৩] এই মর্মে যথারীতি টেলিগ্রামও করা হয়েছিল। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে যে হিতকরী সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ভাইসরয় লর্ড মেয়ো, লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড লিটন ও লর্ড রিপন—রাজভক্ত সেই সভার পক্ষে পূর্বোক্ত মনোভাবই স্বাভাবিক ছিল। তবু স্বাদেশিক চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে সভার এতাদৃশ দৃষ্টিভঙ্গীকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখা সম্ভব নয়।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার এতাদৃশ সীমাবদ্ধতা থাকলেও বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তার অবদান নিশ্চয়ই তুচ্ছ করার নয়। "The role of the Hitakari Sabha in the social history of Bengal in the second half of the nineteenth century was not negligible. Although its programme was little pretentious, it set a good example of organised benevolence purely under Indian auspices. The ideas and achievements of this body reflected many of the larger forces at work in nineteenth century Bengal."[২৪]

শিক্ষাধিকারিকের বিবরণী থেকে জানা যাচ্ছে, স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি এই সময়ে দ্রুতগতিতে ঘটেছিল। এ বিষয়ে পরপৃষ্ঠায় একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করা হ'ল :

সাল	বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রীসংখ্যা
১৮৬৩	৯৫	২৪৮৬
১৮৭১	৩৪৪	৬৭১৭
১৮৮১	১০৪২	৪৪০৯৬
১৮৯০	২২৩৮	৭৮৮৬৫

ঊনবিংশ শতাব্দীতে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা তার সমাজ কল্যাণকর কাজের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশংসা পেয়েছেন শিক্ষাবিদ্‌গণের ও তৎকালীন পত্র-পত্রিকায়। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে সভার ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষা কার্যসূচী অব্যাহত ছিল। তারপর থেকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না করলেও সভা তার অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে আজও। এদিক থেকে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা গত শতকে বাংলার নব্য সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অন্য সকল সভা-সমিতি থেকে শ্লাঘনীয় স্বতন্ত্রতা দাবী করতে পারে। কারণ ঐসবসংস্থা ব্যাপকভাবে কাজ শুরু করলেও তাদের আয়ু ছিল অল্প। এগুলির মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃতবেশীদিন চলেছিল তার নাম 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (প্রথমে নাম ছিল 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'); ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে অবলুপ্ত হয়েছিল, অর্থাৎ মোট জীবনকাল ছিল ২০ বৎসর। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যপ্রণালী উত্তরপাড়া হিতকরী সভাকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৪ সালে উইল* করে সভাকে তাঁর উত্তরপ্রদেশস্থ সম্পত্তির অর্ধেক দান করেছিলেন। সেই সম্পত্তির দখল নিতে হিতকরী সভাকে দীর্ঘদিন মামলা করতে হয়েছিল। এ ব্যাপারে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করেছিলেন

* প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উইল (ইচ্ছাপত্র) ও তৎসংক্রান্ত মামলার রায় (সংশ্লিষ্ট অংশ) পরিশিষ্ট (ঙ)-তে প্রদত্ত হ'ল।

মনোহর মুখোপাধ্যায়*-এর পুত্র সভার তদানীন্তন সভাপতি মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (রাঙাবাবু নামে অধিকতর পরিচিত)। ১৯৩৮-৪১ সময়ের বিবরণী পুস্তিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৩৯ সালে হিতকরী সভার পরিচালক সমিতিতে ছিলেন—

সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ—মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—বলাইলাল মুখোপাধ্যায়
অন্য সদস্য—ডাঃ সরোজনাথ মুখোপাধ্যায় এম. বি.
নীরদবরণ মুখোপাধ্যায় বি. এ.
শঙ্করপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সুধাংশু বন্দোপাধ্যায় এম. এ.

প্যারীমোহনের সম্পত্তির দখল নিতে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত মামলা** চালাতে হয়েছিল। নানা কারণে সভার আয় তেমন ছিল না। অথচ নির্দিষ্ট কর্মসূচীগুলি রূপায়িত করার দায়িত্ব ছিল। তাই আয়-ব্যয়ের সমতা আনতে কাজের পরিধি কমিয়ে আনতে হয়েছিল। মোট কথা, হিতকরী সভার অস্তিত্ব কোনক্রমে টিকে ছিল। "The history of the Sabha during these struggling years was really of a pulsatory character. While inadequate resources to meet the exigencies of circumstances often gagged the Sabha to suffocating points, the urge and sincerity of a few devoted hands held its life line. maintained not only its organisational existence but

* মনোহর মুখোপাধ্যায় ছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র।

** এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলায় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ঠা জানুয়ারি তারিখে প্রদত্ত রায়ে হিতকরী সভা জয়লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত মামলার বিরোধী পক্ষ সুপ্রীম কোর্টে যে আপীল করেন (CA No. 147 of 1958) তাতেও হাইকোর্টের রায়ই বহাল থাকে।

also its basic sphere of work, however limited that might be at times due to pressure of unavoidable strains and stresses."[২৫]

দীর্ঘকাল মামলা চলার পর জয়ের সূত্রে প্যারীমোহনের সম্পত্তির অর্ধেক সভার দখলে এসেছিল। তা থেকে একটি ট্রাস্ট ফাণ্ড তৈরি করা হয়েছিল যা উত্তরপ্রদেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেল এবং সরকারী ট্রাস্টির নিয়ন্ত্রণে থেকেছিল। এই ধরনের স্থায়ী আর্থিক শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে হিতকরী সভা শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য নূতন কার্যসূচী গ্রহণ করলেন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের আটটি বৃত্তির কথা ঘোষিত হ'ল। সভা-প্রদত্ত বৃত্তিলাভের সর্ত এইরূপ :

(১) উত্তরপাড়া থানা এলাকার বাসিন্দা এবং কৃষি, কৃষি-রসায়ন, যন্ত্রবিদ্যা (Mechanics) বা যন্ত্রবিদ্যার সমগোত্রীয় অন্য কোন বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্-স্নাতক (under-graduate) শিক্ষাক্রম পঠন-রত অভাবগ্রস্ত তথা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম তিনজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মারফত মাসিক ১০০ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাবেন।

যদি উত্তরপাড়া থানা এলাকায় এরূপ কোন শিক্ষার্থী না পাওয়া যায়, তবে উক্ত বৃত্তি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরিত হবে।

(২) উত্তরপাড়া সরকারী বিদ্যালয়ে পঠনরত একাদশ শ্রেণীর তিনটি ছাত্র এবং উত্তরপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর দু'টি ছাত্রী মেধার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার মারফত উত্তরপাড়া হিতকরী সভা প্রদত্ত মাসিক ২৫ টাকা হারে বৃত্তি পাবেন।

এইভাবে সভা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখ থেকে তার গৃহীত উদ্দেশ্যের অনুসরণে কাজ করে চলেছে। অবশ্য স্বাভাবিক নিয়মেই তাকে চলমান জীবনের পথে 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা' মেনে নিতে হয়েছে। তবে আনন্দ-সংবাদ হিসাবে বলা যায় সভার প্রাণশক্তি

অদম্য। বিলুপ্তির সামনে এসেও সভা কোনক্রমে অস্তিত্ব রক্ষা করে অবশেষে আজ শতবর্ষোত্তর রজত-জয়ন্তীর দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। এখন দেশের মঙ্গলের জন্য, বিশেষত 'বন্দিনী বামা' মুক্তি প্রসঙ্গে ব্যাপক কোন কর্মসূচীর কথা সভার বিদগ্ধ সভ্যদের চিন্তা করা প্রয়োজন। কারণ নারীদের জীবনে অবরোধের প্রাচীর অনেকাংশে অপসারিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে শিক্ষার হার বেড়েছে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ এসেছে—তবু 'বন্দিনী বামা' সমাজের সত্যকার মুক্তি আসেনি।

এখন বক্তব্য শেষ করার আগে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার বর্তমান পরিচালক সমিতি সম্বন্ধে জানাই :

সভাপতি—অধ্যাপক সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক—ডাঃ সুকুমার সাহা

কোষাধ্যক্ষ—ডাঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সদস্যগণ—অধ্যাপক শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক শঙ্কর দত্ত

শ্রীশক্তিনাথ মুখোপাধ্যায়

ডাঃ জগৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়, এম.এল.এ.

শ্রী শ্রীনিবাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅমরকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেন

এঁদের মধ্যে ডাঃ সুকুমার সাহা, ডাঃ জগৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, রথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গুরুপ্রসন্ন সেন ছাড়া অন্য সকলেই পূর্ববর্তী পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন।

গৌরবময় এক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী উত্তরপাড়া হিতকরী সভা। তাই আশা করা যেতে পারে, সভার বর্তমান সদস্যবৃন্দ সমাজ-

সংস্কারের ক্ষেত্রে এমন কর্মসূচী গ্রহণ করবেন যাতে হিতকরী সভা তার নামের মর্যাদা আগামী দিনে সার্থকভাবে বহন করতে পারে। তবেই সভার ১২৫তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উৎসব যথার্থ সাফল্য অর্জন করবে।

রেভাঃ লালবিহারী দে হিতকরী সভার কার্যাবলী প্রসঙ্গে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করলেও, পরে স্বীকার করেছিলেন : "We are glad to learn form the 'Sixteenth Annual Report of the Uttarpara Hitakari Sabha for 1878-79' that the Society is becoming more and more useful every year. We wish for it what Father Paul wished for his country—*Esto perpetua*."[১৬]

বঙ্গের নবচেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম পরিপোষক সংস্থা হিতকরী সভার গৌরবজনক অস্তিত্বের বর্তমান শুভলগ্নে আমরাও রেভাঃ দে-র শুভেচ্ছাবাণীর পুনরাবৃত্তি করি : *Esto perpetua*—সভা স্থায়িত্বলাভে ধন্য হোক—বিশ্বস্তকণ্ঠে ধ্বনিত হোক 'হিতকরী সভা জিন্দাবাদ'!

অতীতের এক বিবরণী পুস্তকের আখ্যাপত্রে মহাকবি শেক্সপীয়রের এক অমর উক্তিকে সভার নীতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল :

> "Charity itself fulfils the law ;
> And who can sever love from charity ?"

—সেই মহতী নীতি সভার আগামী কর্মসূচীকে সার্থক করুক—গৌরবান্বিত হোক তার সমগ্র অস্তিত্ব।

পরিশিষ্ট (ক) : দ্রষ্টব্য পৃঃ ২১

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার নিয়মাবলী

[The Eighth Annual Report of the Ootterparah Hitakari Sabha for the year 1870-71 : Appendix pp. 1-12]

Rules of the OOTTERPARAH HITAKARI SABHA

TITLE AND OBJECTS

1. THIS society shall be denominated the OOTTERPARAH HITAKARI SABHA.

2. The objects of the Sabha shall be to educate the poor, to distribute medicines to the indigent sick, to support poor widows and orphans, to encourage Female Education,and to ameliorate the social, moral and intellectual condition of the inhabitants of Ootterparah and the places adjoining.

CONSTITUTION

3. All persons interested in the objects of the Sabha are eligible as members.

4. The Sabha shall consist of Ordinary and Honorary members.

5. The number of Ordinary Members shall be unlimited, but that of Honorary Member shall not exceed fifteen.

MEMBERS

ORDINARY MEMBERS

6. Candidates for admission as Ordinary

Members shall be proposed by one, and seconded by another Ordinary Member at one Meeting, either General, or of the Business Committee or of the Literary Branch, and be elected at the next ensuing meeting, when a majority of votes shall determine the election.

7. Persons so elected shall receive immediate notice of their election from the Secretary, together with a copy of the Rules.

8. Ordinary members shall be required to pay a donation of one Rupee on election, and a subscription of not less than 3 Rs. a year.

9. When any member will be in arrear of his subscription for one year, or otherwise indebted to the Society, he shall be apprised by letter that unless the amount due by him be paid within two months of the date of such letter, his name will be removed from the list of members; and in the event of his omitting to pay the amount within the time limited, his name shall be removed accordingly.

10. Ordinary members shall have the right to be present and to vote at all General Meetings, to propose candidates for admission to the Sabha, and to introduce visitors at the General Meetings, and shall be entitled to receive *gratis* copies of such publications as may be issued by the Sabha.

11. Any member may withdraw from the Sabha by intimating his wish to do so by a letter addressed to the Secretary. But he shall be at liberty to withdraw his letter of resignation on payment of arrears

of subscription, without going through the form of re-election.

HONORARY MEMBERS

12. Honorary Members shall consist of persons of distinction, influence or ability, whose connection with the Sabha may be deemed desirable.

13. Honorary Members shall be elected in the same manner as Ordinary Members, and shall have all the rights and privileges of Ordinary Members, without being required to contribute to the funds of the Sabha. But any subscription or donation voluntarily contributed by them will be thankfully received.

SUBSCRIBERS

14. All persons not being members of the Sabha who will contribute to the funds of the Sabha any amount, whether more or less than 3 Rs. a year, shall becalled SUBSCRIBERS ; and they shall have the privilege of attending its General Meetings without being entitled to vote, and so long as they continue their subscriptions, shall be entitled to copies of the publications of the Sabha.

OFFICERS

15. The Officers of the Sabha shall consist of

1 President

2 Vice-Presidents—one of the Literary Branch and the other of the General Branch

1 Secretary

1 Assistant Secretary

and a committee consisting of 12 other members.

16. All office-bearers shall be chosen from Ordinary Members.

17. The President or in his absence one of the Vice-Presidents or in their absence any other member of the Committee shall be the Chairman at a General Meeting or at a meeting of the Business Committee.

18. The Chairman shall have a casting vote when the votes on either side shall be equal.

SECTIONS OF THE SABHA

19. For the efficient carrying out of the objects of the Sabha, it shall be divided into two branches --the General and the Literary.

GENERAL BRANCH

20. The General Branch shall supervise the distribution of charities, adopt measures for the encouragement of education—especially that of Females, by the award of Scholarships to Girls of the Schools affiliated to the Sabha, and take steps as occasion may require, for the general improvement of Ootterparah and its vicinity.

21. The business of the General Branch shall be conducted by the Business Committee, to whom shall be entrusted the Government of the Sabha, and the direction, management and execution of its

concerns, subject to no other restrictions than are imposed by the Rules, and to no other interference than may arise from the decisions of members assembled in General meetings.

LITERARY BRANCH

22. The object of the Literary Branch shall be to elevate the intellectual condition of the members of the Sabha and other inhabitants of Ootterparah and the places adjoining, by causing public lectures, written or verbal, in English or Bengali, to be delivered on general Literature and Science, and such other subjects as may fairly be included within the range of the objects of the Sabha.

MEETINGS

ANNUAL MEETINGS

23. An Annual Meeting shall be held at the close of each official year, on such a day and at such a place as the Business Committee shall determine, to hear and receive the Annual Report on the financial and general concerns of the Sabha and to celebrate its anniversary. All friends and well-wishers of the Sabha shall be invited to attend the meeting.

24. The proceedings of the Annual Meeting shall be conducted in the following manner :—

1st. Sacred songs and prayers.

2nd. Reading of the Annual Report.

3rd. Delivery of an address.

4th. Remarks on the same by any gentleman present.

5th. Sacred songs.

GENERAL MEETINGS

25. A General Meeting of all the members shall be held at the beginning of each session, on a day not later than one month from the date of the Annual Meeting, for the election of Office-bearers and Committee for the ensuing year, revision of Rules, if necessary, and the transaction of any other important business.

26. General Meetings shall be held from time to time as there may be occasion. Such meetings shall be ordinarily called by the Secretary but the President may, of his own motion, or on a requisition signed by at least *three* members, call a General Meeting through the Secretary. Notice of such meetings shall be given at least *three* days before they are held. Such notice shall be circulated among resident members only.

27. The General Meetings shall be ordinarily held at the residence of the President, or at the residence of any other member of the Business Committee, which may be deemed convenient, when the house of the President will not be available. But when there are any public questions to be discussed at such meetings they shall be held at a convenient public place to be fixed by the Committee.

28. The proceedings of the General Meetings

shall be confirmed by the meeting next held, whether a General one, or one of the Business Committee.

29. No General Meeting shall be competent to enter on any business unless 10 or more members are present : and the decision of the majority of the members present shall be considered as the decision of the meeting.

MEETINGS OF THE LITERARY BRANCH

30. The Literary Branch shall hold its meetings on a Saturday of every month, for six months, from November to April, except on special occasion, when gentlemen desirous of reading lectures during the recess may do so with the consent of the Business Committee.

31. The meetings of the Literary Branch shall be held at the Hall of the Ootterparah English School, or any other public place, at such hours as the Secretary with the consent of the President shall appoint. The educated public shall be invited to attend such meetings.

32. The Vice-President of the Literary Branch or in his absence any of the gentlemen present shall preside at its meetings.

33. The business of the meetings of the Literary Branch shall be conducted in the following order :

1st. Reading of the proceedings of the last meeting of the Literary Branch, for confirmation.

2nd. Election of members.

3rd. General proceedings.

4th. Delivery of Discourses.

5th. Remarks on the Discourses by any person present.

34. The presence of 25 persons or 12 members of the Sabha shall be deemed sufficient to constitute a meeting for the reading of discourses &c.

35. The selection of the lecturer and all arrangements connected with the lecture meetings shall rest with the Secretary and two other members of the Business Committee.

BUSINESS COMMITTEE

36. The Business Committee shall consist of the officers of the Sabha as mentioned in Rule 15, and shall be appointed at the first General Meeting of the session (vide rule 25). But in the event of a vacancy during the year in the list of the officers of the Sabha, such vacancy shall be filled up by the Business Committee itself for the remainder of the year.

37. The Business Committee shall hold its meetings at the residence of the President, or at the residence of any other member of the Committee, which may be deemed convenient, when the house of the President will not be available, on the first Sunday of every month, but if the meeting be unable to transact the business of the day in consequence of the non-attendance of the number of members required to form quorum, the members assembled

shall have the power of appointing any succeeding Sunday of the month for the holding of the meeting.

38. No meeting of the Committee shall be competent to enter on any business unless 7 or more members be present, and the decision of the majority shall be considered as the decision of the Committee.

39. The meetings of the Committee shall ordinarily be called by the Secretary, but the President or any three members may call a special meeting of the Committee.

40. At the meetings of the Business Committee the order of business shall be as follows :—

1st. The proceedings of the last meeting of the Committee, or of a previous General meeting (vide Rule 28) shall be read by the Secretary or in his absence by the Assistant Secretary or in case of their absence by some member whom the Chairman shall appoint for the occasion, and if found to be accurate, and not to involve any contravention of the rules of the Sabha shall thereupon be confirmed by the meeting and signed by the Chairman.

2nd. The presents made to the Sabha since the Last meeting of the Committee shall be announced.

3rd. Election of members.

4th. Papers and communications addressed to the Sabha shall be read.

5th. All letters and communications addressed by the Secretary since the last meeting which, for their urgency or otherwise, could not have been laid

before the Committee shall be read.

6th. Drafts of letters and other communications to be addressed by the Secretary on behalf of the Committee shall be read for the consideration and approval of the meeting.

7th. Motions shall be brought forward and disposed of.

8th. The accounts of the Sabha since the last meeting of the Committee shall be examined and passed.

41. The Notice convening a meeting of the Committee shall contain a programme of the business to be brought forward at the meeting, but the meeting shall be competent to transact any other business if the nature of the business be such as not to admit of its being deferred till the next meeting.

42. Minutes of the proceedings of every meeting of the Business Committee shall be taken during their progress by the Secretary or the Assistant Secretary, or in case of their absence by some member present whom the Chairman shall appoint for the occasion. The minutes shall afterwards be copied fair in the Proceeding Book and read, and signed by the Chairman at the next meeting of the Committee.

43. No expenditure shall be incurred on account of the Sabha without the sanction of the Committee, but the President alone can authorize it under urgent circumstances in anticipation of the sanction and confirmation of the Committee.

44. The Business Committee shall be at liberty to appoint special sub-committees consisting of 3 or more members of the Business Committee for specific purposes.

45. The Business Committee shall appoint one of their own body to inspect the studies of boys receiving instruction at the expense of the Sabha, and another to superintend the distribution of medicines and charities.

46. The Business Committee shall prepare and cause to be read at the annual meeting a report on the Financial and general concerns of the Sabha for the preceding year.

GENERAL RULES

47. All letters, notices and other documents connected with the Business of the Sabha shall be filed in the order of their dates and preserved.

48. The Sabha shall keep regular books and shall cause a complete list of members and subscribers to be entered in one of its books.

49. The funds of the Sabha shall be deposited with the President, and all books, papers and accounts of the Sabha shall be in his custody, but the Secretary shall be held responsible for their proper arrangement.

50. Collections of the Sabha's subscriptions shall be made regularly i.e. just at the expiration of the month for which they are due.

51. The bills of the Sabha shall he signed by the

Secretary under the authority of the Business Committee, or in his absence by the President, or the Vice-President of the General Branch.

52. The Secretary shall conduct the correspondence of the Sabha and sign all letters and papers emanating from the Sabha.

53. The members of the Sabha individually and collectively shall be bound to observe these Rules. But whenever any question will arise which does not come under any of these Rules, it shall be decided by a General meeting of the Sabha.

54. If any member of the Sabha wilfully disobey any of these Rules or conduct himself unbecomingly towards the Sabha, he shall be liable to be removed from the Sabha. But no member shall be removed on any of the grounds mentioned above, unless three-fourths of the members of the Business Committee vote for his removal.

পরিশিষ্ট (খ) : দ্রষ্টব্য পৃ. ৪১

অন্তঃপুরিকা পরীক্ষার ফল

[The Annual Report (Seventy-fifth, Seventy-sixth, Seventy-seventh, Seventy-eighth) of the Uttarpara Hitakari Sabha 1938-1941, pp. 60-62.]

উদ্ধৃত তালিকাটি বঙ্গভাষায় প্রদত্ত হ'ল :

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অন্তঃপুরিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালিকাদের তালিকা :

		নাম	ঠিকানা	জেলা	বৎসর
১।	শ্রীমতী	জ্ঞানদা দাসী	কোন্নগর	হুগলি	১৮৭০
২।	"	রাজবালা দেবী	উত্তরপাড়া	"	১৮৭২
৩।	"	শৈলনন্দিনী দেবী	বালি	হাওড়া	১৮৭২
৪।	"	ইন্দুমতী দেবী	"	"	১৮৭৩
৫।	"	নিথরকালী দেবী	"	"	১৮৭৪
৬।	"	সারদা দেবী	উত্তরপাড়া	হুগলি	১৮৭৪
৭।	"	কৃতার্থময়ী দেবী	"	"	১৮৭৫
৮।	"	হেমাঙ্গিনী দেবী	বালি	হাওড়া	১৮৭৫
৯।	"	ব্রজমোহিনী দেবী	শ্রীরামপুর	হুগলি	১৮৭৭
১০।	"	লাবণ্যপ্রভা বসু	কাটোয়া	বর্ধমান	১৮৭৮
১১।	"	রাজলক্ষ্মী দেবী	উত্তরপাড়া	হুগলি	১৮৭৮
১২।	"	কিরণবালা দেবী	"	"	১৮৭৯
১৩।	"	ননীবালা দেবী	"	"	১৮৭৯
১৪।	"	বিরাজমোহিনী দেবী	জগদ্দল	২৪ পরগনা	১৮৭৯
১৫।	"	রঙ্গমণি দেবী	আড়িয়াদহ	"	১৮৮০
১৬।	"	সরলা দেবী	উত্তরপাড়া	হুগলি	১৮৮০

	নাম	ঠিকানা	জেলা	বৎসর
১৭।	শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দাসী	উত্তরপাড়া	হুগলি	১৮৮০
১৮।	,, প্রভাসকুমারী দেবী	,,	,,	১৮৮১
১৯।	,, ক্ষেত্রমণি দেবী	কোন্নগর	,,	১৮৮১
২০।	,, সুরবালা দেবী	উত্তরপাড়া	,,	১৮৮২
২১।	,, প্রমোদিনী দেবী	আড়িয়াদহ	২৪ পরগনা	১৮৮২
২২।	,, কাশীশ্বরী দেবী	হাউরগ্রাম	বর্ধমান	১৮৮২
২৩।	,, বিন্ধ্যবাসিনী দেবী	পলাশডাঙ্গা	বাঁকুড়া	১৮৮২
২৪।	,, ক্ষীরোদা দেবী	আকনা	হুগলি	১৮৮২
২৫।	,, মুক্তকেশী দেবী	আড়িয়াদহ	২৪ পরগনা	১৮৮২
২৬।	,, শিবমনোহারিণী দেবী	উত্তরপাড়া	হুগলি	১৮৮৩
২৭।	,, হরিদাসী দেবী	আকনা	,,	১৮৮৩
২৮।	,, ক্ষীরোদকুমারী দেবী	উত্তরপাড়া	,,	১৮৮৩
২৯।	,, হৈমবতী দেবী	বালি	হাওড়া	১৮৮৫
৩০।	,, বিভাবতী দেবী	উত্তরপাড়া	হুগলি	১৮৮৫
৩১।	,, সুবর্ণশশী দেবী	,,	,,	১৮৮৫
৩২।	,, বিন্দুবাসিনী দেবী	ঝিকরা	হাওড়া	১৮৮৬
৩৩।	,, গিরিবালা দেবী	উত্তরপাড়া	হুগলি	১৮৮৭
৩৪।	,, সুরধুনী দাসী	রামকৃষ্ণপুর	হাওড়া	১৮৮৭
৩৫।	,, ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী	বাঘডোবা	হুগলি	১৮৮৭
৩৬।	,, ব্রজেশ্বরী দেবী	উত্তরপাড়া	,,	১৮৮৮
৩৭।	,, গিরিবালা দাসী	ঝিকরা	হাওড়া	১৮৮৮
৩৮।	,, অনিলা দেবী	উত্তরপাড়া	হুগলি	১৮৯০
৩৯।	,, ইন্দুমতী দাসী	আড়িয়াদহ	২৪ পরগনা	১৮৯০
৪০।	,, সরলা দেবী	হাওড়া	হাওড়া	১৮৯০
৪১।	,, সুরেন্দ্রবালা দাসী	উত্তরপাড়া	হুগলি	১৮৯১
৪২।	,, চান্দিকন্নেসা	ভিটাসীন	,,	১৮৯১

	নাম	ঠিকানা	জেলা	বৎসর
৪৩।	শ্রীমতী সরোজিনী দাসী	রাসপুর	হাওড়া	১৮৯১
৪৪।	„ নগেন্দ্রবালা মিত্র	কোন্নগর	হুগলি	১৮৯২
৪৫।	„ নলিনীসুন্দরী দাসী	আড়িয়াদহ	২৪ পরগনা	১৮৯২
৪৬।	„ মৃণালিনী ঘোষ	কোন্নগর	হুগলি	১৮৯৩
৪৭।	„ গন্ধেশ্বরী দেবী	জনাই	„	১৮৯৩
৪৮।	„ অনিলাবালা দেবী	উত্তরপাড়া	„	১৮৯৪
৪৯।	„ সুশীলা দেবী	„	„	১৮৯৬
৫০।	„ অবোধবালা দেবী	রাসপুর	হাওড়া	১৮৯৬
৫১।	„ রাজেকান্নেসা	ভিটাসীন	হুগলি	১৮৯৭
৫২।	„ সরলহৃদয়া দেবী	উত্তরপাড়া	„	১৮৯৯
৫৩।	„ নীরদা দেবী	গোপালবাটী	„	১৮৯৯
৫৪।	„ ইন্দিরা দেবী*	উত্তরপাড়া	„	১৯০০
৫৫।	„ মতিবালা দাসী	গোপালবাটী	„	১৯০১
৫৬।	„ লক্ষ্মীমণি দাসী	খালোর	হাওড়া	১৯০২
৫৭।	„ জয়াবতী দেবী	জনাই	হুগলি	১৯০২
৫৮।	„ সরোজিনী দাসী	খালোর	হাওড়া	১৯০৪
৫৯।	„ সিন্ধুবালা দেবী	মুগকল্যাণ	„	১৯০৫
৬০।	„ মনোরমা দাসী	খালোর	„	১৯০৬
৬১।	„ ননীবালা দাসী	গোপালবাটী	হুগলি	১৯০৭
৬২।	„ জিন্দননেসা	ভিটাসীন	„	১৯০৮
৬৩।	„ সুরমা দেবী	উত্তরপাড়া	„	১৯১০
৬৪।	„ বিভাবতী দেবী	„	„	১৯১৩
৬৫।	„ বীণাপাণি দেবী	„	„	১৯১৭
৬৬।	„ সরমা দেবী	„	„	১৯২৫

* 'ইন্দিরা দেবী'র বদলে 'ইন্দিরা দাসী' পড়তে হবে (পৃ. ৬৪)।

	নাম	ঠিকানা	জেলা	বৎসর
৬৭।	শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী সেনগুপ্ত	কোন্নগর	হুগলি	১৯২৯
৬৮।	„ অণিমা দেবী	উত্তরপাড়া	„	১৯৩০
৬৯।	„ গৌরীরাণী দেবী	„	„	১৯৩০
৭০।	„ শোভাময়ী দত্ত	ভদ্রকালী	„	১৯৩০
৭১।	„ শান্তিসুধা ঘোষ	ঘুটিয়াবাজার	„	১৯৩০
৭২।	„ শিবরাণী দেবী	উত্তরপাড়া	„	১৯৩২
৭৩।	„ পদ্মরাণী দেবী	শ্রীরামপুর	„	১৯৩৩
৭৪।	„ নয়নতারা দত্ত	বীণাপাণি	হাওড়া	১৯৩৪
৭৫।	„ সাবিজরাণী দেবী	উত্তরপাড়া	হুগলি	১৯৩৫
৭৬।	„ কিশোররাণী দেবী	„	„	১৯৩৬
৭৭।	„ উমারাণী বসু	„	„	১৯৩৬
৭৮।	„ কমলা মণ্ডল	বীণাপাণি	হাওড়া	১৯৩৬
৭৯।	„ সালেহান্নেসা খাতুন	আকুনি মক্তব	হুগলি	১৯৩৭
৮০।	„ মেসাত্তা বানু	„	„	১৯৩৯

[১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ; চলেছিল ১৯৩৯ পর্যন্ত। প্রথম দু'বৎসর যথাক্রমে ১ জন ও ২ জন পরীক্ষার্থিনী থাকলেও তাঁরা কেউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি। তাই অন্তঃপুরিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মহিলাদের এই তালিকা শুরু হয়েছে ১৮৭০ থেকে। লক্ষ্য করার বিষয়, ৮০ জন সফল পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে জেলা-ভিত্তিক ভাগ—হুগলি ৫৪, হাওড়া ১৭, ২৪ পরগনা ৬, বর্ধমান ২ ও বাঁকুড়া ১ এবং হুগলি জেলার ৫৪ জনের মধ্যে ৩২ জনই উত্তরপাড়া এলাকার। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলার ভিটাসীন থেকে প্রথম মুসলমান মহিলা অন্তঃপুরিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং মোট ৫ জন সফল মুসলমান পরীক্ষার্থিনীদের সকলেই এসেছিলেন হুগলি জেলা থেকে। এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, কয়েক বৎসর কোন পরীক্ষার্থিনীর নাম নেই ; আবার কোন

কোন বৎসর একাধিক পরীক্ষার্থিনী সাফল্যলাভ করেছেন। এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ; সে-বৎসর মোট ৬ জন মহিলা অন্তঃপুরিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন—তাঁদের মধ্যে ২ জন হুগলি জেলার, ২ জন ২৪ পরগনা জেলার, ১ জন বর্ধমান জেলার ও বাকী ১ জন বাঁকুড়া জেলার।]

বি. দ্র. : মূল তালিকায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল পরীক্ষার্থিনীর নামের পূর্বে 'শ্রীমতী' ছিল। এখানে সেই প্রথাই রক্ষিত হল।

পরিশিষ্ট (গ) : দ্রষ্টব্য পৃ. ৬৬

ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষার নিয়মাবলী*

(১৮৭০-৭১ সালের বার্ষিক বিবরণী পুস্তিকার ১৮-২০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত)

HITAKARI SABHA

GIRLS' SCHOLARSHIP EXAMINATION

(with Government aid)

RULES

1. That a general examination of the Girls of the schools affiliated to the Hitakari Sabha, shall be held in the month of March of every year.

2. That four (4) courses of studies for the first, second, final and zenana examinations shall be fixed by the Hitakari Sabha, with the concurrence of the Deputy Inspector of Schools, Howrah Division, and they shall be communicated by the Secretary of the Sabha to the Secretaries of all the Female Schools affiliated to the Hitakari Sabha, in the month of April following.

3. That two (2) and eight (8) Scholarships of Rupees 2 and twelve (12) Scholarships of one Rupee each, per month, shall be allotted to the successful girls at the third, second and first examination respectively.

* ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষার নিয়মাবলী পরে প্রয়োজনমতো পরিবর্তিত হয়েছিল। এই পরিবর্তন বোঝাতে এখানে ১৮৭০-৭১ ও ১৯৩৮-৪১ সালের নিয়মাবলী উল্লিখিত হয়েছে।

4. That the eight (8) Scholarships of 2 Rs. each shall be awarded in order of merit to the Students, competing for Scholarships at the Second examination, of the schools as per margin, and other schools which shall hereafter be affiliated to the Hitakari Sabha, provided the girls attain two-fifths of the maximum number of marks.

GIRLS' SCHOOLS
Ootterparah,
Bally, Konnagore,
Rishra, Serampore,
Ariadah,
John Nagore,
Shibpore,
Mahesh.

5. That the twelve (12) Scholarships of one Rupee each shall be awarded to the students of the above schools competing for scholarships at the first examination, each school receiving one scholarship, provided the girls attain two-fifths of the maximum number of marks. All surplus Scholarships of this grade and of the second grade shall be at the disposal of the Sabha for distribution to such candidates as it shall deem fit.

N. B.—The award of Scholarships shall commence from the month of April.

6. Senior Scholarship holders after the expiration of the period of their stipends shall be allowed to compete at the general examination for two scholarships of Rupees two (2) a month, to be awarded in order of merit, provided they be examined in the course of study prescribed by the Hitakari Sabha, at school or at the zenana ; in the latter case they shall be periodically inspected and examined by Female proxies appointed by the Sabha. Such candidates as shall obtain half the number of aggre-

gate marks but no stipends shall be awarded with certificates of proficiency signed by the Inspector of Schools and by the President of the Hitakari Sabha.

7. Candidates for the final examination shall not be allowed to compete for scholarships at the examination unless they shall have received senior stipends. All other candidates from approved aided or private schools shall be unrestrictedly allowed to appear at the first and second examinations and shall be examined in the course of study described below.

8. That the examiners shall be appointed by the Hitakari Sabha with the concurrence of the Inspec tor of Schools, Central Division.

9. That the examination shall be conducted by the examiners themselves or by proxies appointed by the Hitakari Sabha at the respective school premises.

10. That the examinations shall be in writing, and questions shall be printed.

11. That all scholarships shall be tenable for for one year, and stipend holders shall hold them on condition that they prosecute their studies regularly and satisfactorily in some approved school for the term of their stipends.

12. That all Secretaries of Schools shall forward to the Hitakari Sabha monthly returns of attendance and progress of girls holding scholarships on or before the 8th of the ensuing month, as stipendary girls shall forfeit their stipends for the days they

may be absent *without leave*. But in case of sickness no deduction will be made if proper medical certificates are furnished or if the Secretary's recommendation to that effect be obtained.

13. Girls holding scholarships absenting themselves from school continuously for fifteen days *without permission* shall totally forfeit their scholarships, and such scholarships and all other scholarships vacated by death or removal or any other cause shall be at the disposal of the Sabha for distribution to such candidates as it shall deem fit.

BAMA CHURN BANERJEE
Hony. Secretary,
O. Hitakari Sabha.

The 11th May, 1868.

H. WOODROW,
Inspector of Schools,
Central Division.

(১৯৩৮-৪১ সালের বার্ষিক বিবরণী পুস্তিকার ৬৬-৭১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত)

Rules for the Girls' scholarship examinations held by the Uttarpara Hitakari Sabha with the aid of Government.

EXAMINATIONS
SCHOLARSHIP

1. There shall be four grades of Examinations to be called respectively the Lower Primary, the Upper Primary, the Middle Vernacular and the Zenana Examinations. The Sabha will every year

appoint the dates on which each of the examinations will be held.

2. The Courses of studies for each of the first three examinations shall occupy two years, and shall comprise the same subjects as are prescribed by the Director of Public Instruction for girls appearing at the corresponding Departmental Examinations. The text books shall be those prescribed by the Department for the scholarship examinations.

3. The subjects of study for the Zenana Examination shall comprise a course for one year, and shall be prescribed by the Uttarpara Hitakari Sabha in consultation with the Inspectress of Schools, Presidency and Burdwan divisions. No candidates for this examination shall be accepted unless they are married, or over twelve years of age.

4. On requisition, the Secretaries of Schools if they desire to present candidates for examination shall forward to the Secretary of the Sabha through the District Inspector of Schools concerned, a tabular statement, containing information under the following heads :—

(1) Name of the girl.
(2) Name of the school,
(3) Name of the Examination at which the girl intends to appear.
(4) Year of passing each of the previous examinations.

(5) Name of the father or guardian of the girl.
(6) Profession of the guardian or father.
(7) Caste of the girl.
(8) Married or otherwise.
(9) Age of the girl.
(10) Total number of girls on the roll of the school.
(11) Period of study.
(12) Period of future study.
(13) Name and address of the Superintendent.

5. The examinations mentioned in Rule 1, shall be conducted in writing by means of printed papers of question under the supervision of members of the Sabha, or order suitable persons to be selected by the Sabha in consultation with the Educational Authorities of the District. The same papers shall be used at every place in which the examination is held, and the examination shall be held simultaneously at all centres.

6. The examinations shall be held at the repective school premises, the managers of each school supplying the necessary writing materials, Admission-fees shall be charged from the candidates hereafter because their numbers are increasing every year and consequently some more scholarships are to be added.

7. The examiners shall be appointed by the Hitakari Sabha with the concurrence of the Inspectress of Schools.

8. (a) There shall be assigned to the Lower Primary Examination 15 scholarships of the total value of Rs. 12 each, and to the Upper Primary examination 8 scholarships of the total value of Rs. 24 each. These scholarships shall extend over two years and shall be payable yearly at the rate of Rs. 6/- and Rs. 12/- per year to pupils regularly attending schools and studying for the next higher examination in which they must appear otherwise their scholarships will be forfeited and shall lapse to the Sabha.

(b) If a girl, who has passed the Lower Primary or any other higher examination, but has not secured a scholarship, cannot further attend school owing to the circumstances, she may be permitted by the Inspectress of Schools to appear at the next higher examination of the Sabha for the award of scholarships.

9. The scholarships shall be awarded to the successful candidates in order of merit. It is not permissible for any school to carry off more than one scholarship, unless each competing school has secured a scholarship.

10. It shall be at the discretion of the Hitakari Sabha to transfer unappropriated scholarships of one grade to successful candidates of another grade higher or lower.

11. Stipend holders shall hold their scholarships only so long as they prosecute their studies regularly and satisfactorily in the school in which the stipend

is tenable. But they must appear to their next higher Examination if they wish to get their last half scholarships.

12. Girls withdrawing from school otherwise than with the sanction of the Inspectress of Schools in order to study at home shall forfeit their scholarships for the period subsequent to their withdrawal. All scholarships vacated by death, withdrawal, forfeiture or other causes as for not appearing in their next higher Examinations shall lapse to the Sabha.

13. Within the first week after 6 months the Secretaries of schools shall forward to the Hita kari Sabha half-yearly returns of the progress and attendance of girls holding scholarships The returns should show the number of days the girls were present in school, the number of days they were absent without leave, and the number of days on which they were absent by permission of the authority of the school.

14. Girls holding scholarships shall forfeit their stipends for the days they may be absent without leave, and any girl absenting herself continuously for 3 months without permission and not appearing in her next higher Examination shall be liable to forfeit her scholarship altogether.

PRIZES

15. There shall be assigned to the Middle Vernacular Examination 3 money rewards of the total

value of Rs. 36 each, payable after the candidate has passed the Zenana Examination. No candidate will be eligible for a reward who does not pass the Zenana Examination within two years of after passing the Middle Vernacular Examination.

16. No scholarship shall be attached to the Zenana Examination, but the candidate who shall pass a satisfactory examination shall obtain a prize. A Zenana candidate is one who prosecutes her studies at home after the age of twelve or after marriage.

MISCELLANEOUS

17. Bills for scholarships and rewards held in the Hooghly and Howrah Districts shall be submitted direct to the Sabha.

18. Candidates shall not be allowed to appear at the examination of a higher standard unless they have passed the examination of the next lower standard.

19. No candidate will be allowed to sit for an examination for which she has already been presented.

LILIAN BROOK B. A.,
Inspectress of Schools,
Presideney and Burdwan Division.

No. 3342 dated 5th November, 1915.

Uttarpara.

BAIAI LAL MUKHERJEE,
Honorary Secretary.

(১৯৩৮—৪১ বার্ষিক রিবরণী পুস্তিকার মলাটের পিছনদিকে মুদ্রিত)

উত্তরপাড়া হিতকরী সভা প্রতিষ্ঠিত বৃত্তিপ্রাপ্ত
ছাত্রীদিগের অনুপস্থিতির নিয়মাবলী
প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগের ইনস্পেক্ট্রেস্ অফ স্কুলস্
কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

১। বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত হইলে বৃত্তি পাইবে না।

২। অবকাশের পর ধারাবাহিক বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত হইলে এক দিনের স্থলে দুই দিনের বৃত্তি কাটা যাইবে।

৩। প্রধান শিক্ষক বৎসরে ১০ দিন ছুটী দিতে পারিবেন।

৪। ১০ দিবসের পর অনুপস্থিত হইবার আবশ্যক হইলে হিতকরী সভার সম্পাদক কিম্বা প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগের ইনস্পেকট্রেস্ মহোদয়ার নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৫। ৭ দিনের উপর পীড়িত হইয়া অনুপস্থিত হইলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

৬। তিন মাস পর্য্যন্ত পীড়িত অবস্থায় অনুপস্থিত থাকিলে সম্পাদক মহাশয় কিম্বা ইনস্পেকট্রেস্ মহোদয়া অর্দ্ধ বৃত্তি প্রদান করিতে পারেন। ইহার অধিক হইলে বৃত্তি পাইবে না।

৭। কোন প্রকারে তিন মাসের অধিক অনুপস্থিত হইলে বৃত্তি পাইবে না।

৮। বালিকাদিগের বৃত্তির টাকা পাইবামাত্র কোন্ বৎসরের, কোন্ পরীক্ষার ও টাকার সংখ্যা, নিজ হস্ত লিখিত রসিদ সভার সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৯। হুগলী ও হাওড়া জেলার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদিগের বৃত্তি সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে হিতকরী সভার সম্পাদককে আবেদন করিতে হইবে।

শ্রীবলাইলাল মুখোপাধ্যায়,
সম্পাদক।

হিতকরীসভা
উত্তরপাড়া।

পরিশিষ্ট (ঘ) : দ্রষ্টব্য পৃ. ৯৫

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের সভ্য-তালিকা

[The Thirty-seventh Annual Report of the Uttarpara Hitakari Sabha 1899-1900, Uttarpara, 1901- pp. 25—28]

উদ্ধৃত তালিকাটি বঙ্গভাষায় প্রদত্ত হল :

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের সভ্য-তালিকা

(ইংরাজী ভাষায় তালিকাটি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো ছিল।)

আজীবন সদস্য

নাম	ঠিকানা
রাজা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী	চঞ্চল
বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু	চন্দননগর

সাধারণ সদস্য

মাননীয় মিঃ এ. এম. বসু	কলিকাতা
বাবু অবিনাশচন্দ্র সিংহরায়	হুগলি
„ অক্ষয়কুমার ঠাকুর	কলিকাতা
„ অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য	শ্রীরামপুর
„ অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
„ অমরনাথ বসু	কলিকাতা
„ অমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	„
„ আশুতোষ বিশ্বাস	ভবানীপুর
„ আশুতোষ ধর	কলিকাতা
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়[১]	ভবানীপুর

নাম	ঠিকানা
মাননীয় ডঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়[২] এফ. আর. এ. এস., এফ. আর. এস. ই.*	ভবানীপুর
বাবু বরদাপ্রসাদ দে	শ্রীরামপুর
,, বসন্তকুমার বসু	ভবানীপুর
,, বৈকুণ্ঠনাথ পাল	কলিকাতা
,, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	পাইকপাড়া
রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কে. আই. এইচ.**	কলিকাতা
বাবু বিনয়কৃষ্ণ মিত্র	বরানগর
,, ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
,, ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	,,
,, বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	বালি
,, বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
,, বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
,, বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়	জৌনপুর
,, বিপিনবিহারী মিত্র	হুগলি
,, বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়	,,
,, বিমানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
,, বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	,,
,, বিষ্ণুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বরানগর
,, বিশ্বরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা
মাননীয় জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ	কলিকাতা

---

* **F. R. A. S. = Fellow of the Royal Asiatic Society**
  F. R. S. E. = Fellow of the Royal Society, Edinburgh

** **K. I. H. = Kaiser-I-Hind** (কাইজার-ই-হিন্দ)

নাম	ঠিকানা
বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা
,, দাশরথি লাহিড়ী	শ্রীরামপুর
,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
,, দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	ভবানীপুর
,, দীননাথ মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
,, দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়	,,
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	,,
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
,, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়	বরানগর
,, গঙ্গাধর আইচ	খড়দা
কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর	কলিকাতা
বাবু গিরিজাশঙ্কর মজুমদার	ভবানীপুর
মাননীয় জাস্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা
বাবু গুরুদাস মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
,, হরিহর চট্টোপাধ্যায়	,,
,, হরিনাথ চক্রবর্তী	বর্ধমান
,, হরেন্দ্রকৃষ্ণ দানিয়ারি	ভাঙ্গড়
,, যদুনাথ পাল	বালি
,, জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস	কলিকাতা
,, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়[৩]	উত্তরপাড়া
,, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়[৪]	,,
,, যোগেন্দ্র চৌধুরী	হুগলি
,, যোগেশচন্দ্র রায়	ভবানীপুর
,, যোগেশচন্দ্র দে	কলিকাতা

নাম	ঠিকানা
বাবু জয়চন্দ্র রায়চৌধুরী	সিমলাগড়
„ জ্যোতকুমার মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
„ কাশীশ্বর মুখোপাধ্যায়	„
„ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	„
„ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়[৫]	„
„ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়[৬]	„
„ করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়	„
„ কাঙালীচরণ হালদার	শিবপুর
„ কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা
„ কেশবলাল হালদার	„
„ কেশবচন্দ্র রায়	হুগলি
„ ক্ষেত্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
„ ক্ষিতীশচন্দ্র দেবরায়	নলডাঙ্গা
„ কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
„ কিশোরীলাল গোস্বামী	শ্রীরামপুর
„ কুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
„ লালমোহন দাস	ভবানীপুর
কুমার মন্মথনাথ মিত্র, রায় বাহাদুর	কলিকাতা
বাবু মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
„ মনোহর মুখোপাধ্যায়	„
„ মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	হুগলি
„ মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী	শ্রীরামপুর
মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি. আই. ই.*	কলিকাতা

C. I. E.=Companion of the Indian Empire

নাম	ঠিকানা
এন. হালদার এস্কোয়ার	কলিকাতা
এন. বি. চট্টোপাধ্যায় এস্কোয়ার	”
বাবু নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
” নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	”
” নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	”
” নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	”
” নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়	সুখচর
” নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
” নবীনচন্দ্র দাস	”
” অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	”
” অম্বিকাচরণ মিত্র	হুগলি
” অমৃতলাল মুন্সী	উত্তরপাড়া
মাননীয় জাস্টিস প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধায়	এলাহাবাদ
বাবু প্রতাপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা
” প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর	আড়িয়াদহ
” প্রসন্নগোপাল রায়	বালি
” প্রিয়নাথ রায়চৌধুরী	উত্তরপাড়া
” প্রিয়নাথ মল্লিক	ভবানীপুর
” পূর্ণেন্দুমোহন মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা
ডঃ রাসবিহারী ঘোষ সি. আই. ই.	”
বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
” রাধিকানাথ চট্টোপাধ্যায়	”
” রসিকলাল চট্টোপাধ্যায়	”
” রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	”
” রামলাল দত্ত	হুগলি
” রামচন্দ্র মিত্র	কলিকাতা

নাম	ঠিকানা
বাবু রমানাথ ঘোষ কে. আই. এইচ.	কলিকাতা
„ রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
„ রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	„
„ রাজেন্দ্রনাথ শেঠ	কলিকাতা
কুমার রূপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	„
বাবু সতীশচন্দ্র দেব	উত্তরপাড়া
„ শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	লক্ষ্ণৌ
„ শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	হুগলি
„ শরৎচন্দ্র মণ্ডল	চুঁচুড়া
„ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
„ সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়	„
„ শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়	„
„ শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়	কোতরং
„ সারদাচরণ মিত্র	কলিকাতা
„ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
„ সত্যপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	„
„ শিরীষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	„
„ শিরীষচন্দ্র চৌধুরী	ভাবনীপুর
রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ভাগলপুর
বাবু শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
„ শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা
মাননীয় বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা
বাবু সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
„ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়[৭]	„
„ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়[৮]	„
„ শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়	কলিকাতা

নাম	ঠিকানা
বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু	ভবানীপুর
„ উপেন্দ্রনাথ মিত্র	কলিকাতা
„ যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	বরানগর

[তালিকাটি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ; স্বভাবতই সভ্যদের ক্ষেত্রে কেবল সেই সময়ের পূর্বে প্রাপ্ত উপাধি মুদ্রিত হয়েছে। লক্ষণীয়, উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সাধারণ সভ্য-তালিকায় স্বনামখ্যাত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ, জাস্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। সদস্যদের ঠিকানা-অংশে কলিকাতার পাশাপাশি পাইকপাড়া ও ভবানীপুর স্থান পেয়েছে। এর কারণ, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার পরিসর ছিল শ্যামবাজার থেকে সার্কুলার রোড পর্যন্ত। স্বভাবতই পাইকপাড়া ও ভবানীপুর সেই এলাকার বাহিরে ছিল। তালিকায় ২ জন আজীবন সদস্য ছাড়া মোট ১৩৪ জন সদস্য আছেন—যাঁদের মধ্যে উত্তরপাড়ার বাসিন্দা ৫৩ জন। বহির্বঙ্গের ভাগলপুর থেকে রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ থেকে শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও এলাহাবাদ থেকে মাননীয় বিচারপতি প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হিতকরী সভার সদস্য হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রমদাচরণ ছিলেন সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য।]

বি. দ্র. ১ ও ২ চিহ্নিত নাম স্পষ্টতই একই নামের বিভিন্ন ব্যক্তি। ৩—৪, ৫—৬ এবং ৭—৮ চিহ্নিত নামের ক্ষেত্রেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য।

পরিশিষ্ট (ঙ) : দ্রষ্টব্য পৃ. ১০১

প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উইল

(In the Supreme Court of India, C. A. No. 147 of 1958 on Appeal from the High Court of Judicature at Allahabad etc., pp. 79-80)

Will of Peary Mohan Banerji

12th February, 1874.

(Stamp on original—Nil)

This is my last will and testament and I hereby revoke all my former wills and codicils. I give the whole of my property valued personal to my beloved wife Sreemutty Ooshanginee Deby daughter of Baboo Beney Madhub Mookherjee and to my der nephew Situl Pershad Chatterjee in equal shares for their life time subject to the payment of all my debts and the following annuity and charges.

An allowance of Rupees Thirty per month to my father during his life time. An allowance of Rupees Fifteen per month to my sister during her life time, an allowance of Rupees Fifteen per month to my dear Binodenee wife of my dear nephew Situl Pershad during her life time. An allowance of Rupees Fifteen per month to my aunt Podumunee the wife of my uncle Nobin Chunder Banerji. An allowance of Rupees Five per month to my cousin's sister Prasad Moyee the daughter of my uncle Anund Mohan Banerji, an allowance of Rupees

Five per month to my cousin's sister Bupuntomoee the daughter of my uncle Nobin Chunder Banerjee. An allowance of Rupees Five per month to the widow of my cousin Brojomohan Banerjee deceased during her time and so long as she continues of good character. An allowance of Five Rupees per month to the widow of my cousin Rakhaldas Banerjee during her life time and so long as she remains of good character. An allowance of Five Rupees per month to my father-in-law Baboo Beney Madhub Mookherjee during his life time. An allowance of Rupees Ten per month to my brother-in-law Preonath Mookherjee. An allowance of Five Rupees per month to my father's cook Motoo during her life and so long as she continues of good character. An allowance of Three Rupees per month to the only widow daughter of the said Motoo during her life and so long as she continues of good character. An Allowance of Rupees Fifteen per month to the Ooterpara Hitkuree Sabha.

The charges for all necessary repairs of my family house at Ooterpara and keeping intact the said house which I have repaired.

For the purpose of paying off my debts the standing jungle in Doomree and Sukhiae in the Gorokhpore district (the trees only not the land) can be sold or all or any villages in the Banda District or the villages in Perganas Kurra Kuralee of Uthurban of the Allahabad District. If my dear nephew Situl Pershad Chatterjee gets a son or sons and I

also be blessed with children then one fourth of my immovable property shall go after the death of my wife and nephew to the said son or sons subject to the payment of one fourth of the annuities and charges aforesaid and the whole of the remainder of my property to my children subject to payment of the remaining three fourths of the said annuities and charges. If I get no children and my said nephew Situl Pershad Chatterjee get sons then the said sons shall after the death of my nephew and wife get the whole of my property subject to the payment of the said annuities and charges and to a further payment of Rupees Fifty per month to the in Ooterpara Hitkuree Sabha or any other institution which may take its place to be spent in paying the schooling fees of indigent boys of Ooterpara reading in Ooterpara Schools, whose parents or guardians may not have the means of paying their schooling fees. If my said nephew get no son or sons and I get children then the whole of my property shall go after the death of my wife and nephew to my children subject to payment of the said annuities and charges mentioned in the first portion of this will. The ornaments, Cash and Govt. Pro. Notes which I have given to my beloved wife or to dear Benodenee or to my sister which are in their possession or stand in their names respectively belong to them absolutely and have nothing to do with my estate.

If I get no children and my dear nephew Situl Pershad Chatterjee get no son then on the death of

my wife and nephew the whole of my property shall devolve on my legal Heirs subject to the payment of annuities to such of the aforesaid persons as may be then alive, to other charges aforesaid, to the payment of an allowance of Rupees Thirty a month to the daughter or daughters (if any) of my nephew Situl Pershad Chatterjee and to the payment of half of the remaining profits to the Ooterpara Hitkuree Sabha or any other institution which may take its place to be spent thus. Rupees Fifty per month in payment of schooling fees of indigent boys of Ooterpara reading in Ooterpara School and the balance (if any) as scholarships to persons residents of Ooterpara or failing such of Bengal who after passing the entrance examination of the Calcutta University may wish to learn practical agriculture or Chemistry or Mechanics.

I do hereby, appoint my dear father-in-law Beney Madhub Mookherjee, my wife Ooshanginee Deby, and my nephew Situl Pershad Chatterjee as Executors. Dated Allahabad the twelvth (12) day of February, 1874.

(Sd.) Pearee Mohun Banerjee.

প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উইল সংক্রান্ত মামলার রায়ের সংশ্লিষ্ট অংশ

[In the Supreme Court of India, C. A. No 147 of 1958 etc., p 69]

এলাহাবাদ হাইকোর্টে এতৎসম্পর্কিত মামলার রায় দেওয়া হয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি। পরে ঐ আদালতে আপীল মামলার রায় দেওয়া হয় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি। সুপ্রীম কোর্টে সেই রায়ই বহাল থাকে।

Decree in appeal ,, 4th January, 1955

It is ordered and decreed

That this appeal be allowed in part, and the order and decree of this Court dated 4th January, 1951 be and it hereby is modified as follows :

1. That defendants No. 1 to 11* shall get half the sum of Rs. 61,700/- deposited in the Court of

* Names of defendants 1 to 11 :

1. Abinash Chandra Banerjee
2. Hari Dayal Banerjee
3. Hari Gopal Banerjee } Sons of Kishori Mohan Banerjee
4. Jatindra Nath Banerjee ... Son of Akhoy Kumar Banerjee
5. Satyendra Nath Banerjee
6. Sachindra Nath Banerjee } Sons of Kashinath Banerjee
7. Anil Chandra Banerjee
8. Amar Nath Banerjee } Sons of Harihar Banerjee
9. Chitta Ranjan Banerjee ... Son of Haribilas Banerjee
10. Deb Kumar alias Debi Charan Banerjee ... Son of Aghorenath Banerjee
11. Nimai alias Lalit Banerjee ... Son of Jitendra Nath Banerjee

the District Judge, Allahabed in Misc. case 64 of 1912 and the half the amount shall be retained by the Official Trustee for the Uttarpara Hitakari Sabha who shall be redeposited the other half in the court of the aforesaid Judge to be handed over to defendants 1 to 11 if no claimants come forward to contest their claim.

2. That the compensation for the Zamindari Property including for groves shall be payable half to the Official Trustee and the other half, which is not subject to any trust shall be payable to defendants 1 to 11.

3. That the Official Trustee Shall be entitled to half the income from the house in Allahabad and defendants 1 to 11 shall get income of the house in Gorakhpur.

4. That Official Trustee is appointed Trustee of the half share in two houses in Benaras and the other half share shall belong to defendants 1 to 11 or any other claimants who are able to establish their claim to the same.

It is further ordered that parties shall bear their own costs throughout.

In the Supreme Court of India
C. A. No. 147 of 1958

On appeal from the High Court of Judicature at Allahabad

Between

Abinash Chandra Banerjee & others···Appellants

Versus

Uttarpara Hitkari Sabha···Respondents

No. 27 of 1955

connection with

No. 23 of 1955

6.4.61. Heard

18.4.61. Dismissed with costs

উল্লেখপঞ্জী

'বন্দিনী বামা' মুক্তি-সংগ্রাম এবং অসাধারণ একটি সংস্থা

১ Bethune College & School Centenary Volume 1849—1949, Calcutta—'Dedicated to Our First Champions' by Latika Ghose—Introductory page

২ Report of the Director of Public Instruction 1865-66; Appendix A—Inspectors' Reports—p. 10. [উদ্ধৃতিতে 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা'র নামের বড অক্ষরে (Capital letter) পরিবর্তন বর্তমান লেখকের সংযোজন।]

৩ Ibid p. 90

৪ Six Months in India, Vol. I by Mary Carpenter (London, 1868), pp. 242-43.

৫ The Statesman and Friend of India, March 12, 1883—p. 2, col. 4. [উদ্ধৃতিতে 'উত্তরপাড়া সভা'র নামের বড় অক্ষরে পরিবর্তন বর্তমান লেখকের সংযোজন।]

৬ The Hindoo Patriot, May 7, 1866

৭ আর্য্যদর্শন পত্রিকা—চৈত্র ১২৮৩, 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' পৃঃ ৫৭৬ [উদ্ধৃতিতে বন্ধনীর মধ্যে 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা' অংশ বর্তমান লেখকের সংযোজন।]

৮ বামাবোধিনী পত্রিকা—বৈশাখ ১৩০৭, 'সাময়িক প্রসঙ্গ', পৃঃ ৩ [উদ্ধৃতিতে বন্ধনীর মধ্যে 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা' অংশ বর্তমান লেখকের সংযোজন।]

বাংলার নব্য সংস্কৃতি : উত্তরপাড়া হিতকরী সভার প্রতিষ্ঠা

৯ বাংলার নব্য সংস্কৃতি—যোগেশচন্দ্র বাগল (বিশ্বভারতী, ১৯৫৮), পৃঃ ১

১০ ঐ পৃঃ ১-২

১১ The Proceedings of the Bethune Society for the sessions of 1859-60, 1860-61 (Calcutta, 1862), Introduction, p. iii

১২ হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ (৩য় খণ্ড)—সুধীরকুমার মিত্র (মিত্রাণী সংস্করণ, ১৯৬২), পৃঃ ১২৩৩-৩৪

১৩ বাংলার নব্য সংস্কৃতি—যোগেশচন্দ্র বাগল (বিশ্বভারতী, ১৯৫৮), পৃঃ ২
১৪ Report of the Ootterparrah Hitokorry Shova for the year 1863-64, p. 1
১৫ বাংলার নব্য সংস্কৃতি—যোগেশচন্দ্র বাগল (বিশ্বভারতী, ১৯৫৮), পৃঃ ৭৫-৭৬
১৬ The Eighth Annual Report of the Ootterparah Hitakari Sabha for the year 1870-71—Rules of the Ootterparah Hitakari Sabha, p. 1.
১৭ জয়কৃষ্ণ চরিত—অম্বিকাচরণ গুপ্ত (১৩০৮ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১৭২
১৮ Bengal Past and Present, July—December 1970—Sir Jadunath Sarkar Birth Centenary Number—'A Charitable Effort in Bengal in the Nineteenth Century. The Uttarpara Hitakari Sabha by Dr. Nilmani Mukherjee, p. 250
১৯ উত্তরপাড়া বিবরণ—অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০), পৃঃ ৪৭-৪৮
২০ বাংলার নব্য সংস্কৃতি—যোগেশচন্দ্র বাগল (বিশ্বভারতী, ১৯৫৮), পৃঃ ৩
২১ The Eighth Annual Report of the Ootterparah Hitakari Sabha for the year 1870-71—Rules of the Ootterparah Hitakari Sabha, pp. 3-4
২২ বংশাবলি গ্রন্থঃ—ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৭), পৃঃ ৩২
২৩ বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলপথ—কালিদাস মৈত্র (১২৬২ বঙ্গাব্দ) পৃঃ ৭৮
২৪ Report of the Ootterparrah Hitokorry Shova for the year 1863-64, p. 12
২৫ The First Report of the Bengal Temperance Society—p. 4 (পরে অবশ্য প্রতিজ্ঞাপত্রের উদ্ধৃত বয়ান দীর্ঘ আলোচনার পর সংশোধিত হয়েছিল।)
২৬ উত্তরপাড়া বিবরণ—অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০), পৃঃ ৪৯
২৭ বাংলার নব্য সংস্কৃতি—যোগেশচন্দ্র বাগল (বিশ্বভারতী, ১৯৫৮), পৃঃ ৭৬

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার : হিতকরী সভার অবদান

২৮ Bethune College Centenary Volume 1879—1979 (Calcutta), 'The Christian Missionaries and Female Education in

Bengal (First Half of the Nineteenth Century)' by Dr. K.P. Sen Gupta, p. 134

২৯ বামাবোধিনী পত্রিকা—১৩০৬, 'আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার ইতিবৃত্ত', পৃঃ ১৬৫

৩০ Bethune College & School Centenary Volume 1849—1949 (Calcutta)—'সাহিত্যে বঙ্গমহিলা'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯৬

৩১ ঐ পৃঃ ১৯৫

৩২ A Social History of Modern India—Kali Kinkar Datta (1975) p. 133

৩৩ Ibid p. 150

৩৪ General Report on Public Instruction in Bengal for 1904-5, p. 28

৩৫ ভারতবর্ষ, একাদশ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, আষাঢ় ১৩৩০—'বাংলা দেশের বালিকা ও অন্তঃপুরিকাদের মধ্যশিক্ষা'—মণীন্দ্রনাথ রায়, পৃঃ ৮২

৩৬ Bethune College & School Centenary Volume 1849—1949 (Calcutta) 'Social and Educational Movements for Women and by Women 1820-1950' by Latika Ghose, p. 132 [রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি ১৮৪১ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।]

৩৭ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—ভাদ্র, ১৭৮৫ শক, পৃঃ ৮৩

৩৮ Bethune College & School Centenary Volume 1849—1949 (Calcutta), 'Social and Educational Movements for Women and by Women 1820—1950' by Latika Ghose, p. 134

৩৯ বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৩০২, 'বিগত শতবর্ষে রমণীদিগের অবস্থা' (ক্রমিক প্রবন্ধ), পৃঃ ৮৯

৪০ Journal of the National Indian Association No. 159, March 1884—'The Education Commission and Female Education', pp. 90-91

৪১ বামাবোধিনী পত্রিকা ১২৮৮, 'বঙ্গদেশে শিক্ষা বিবরণ ও স্ত্রী-শিক্ষা (১৮৮০-৮১)', পৃঃ ৩৪৪

৪২ The Eighth Annual Report of the Ootterparah Hitakari Sabha for the year 1870-71, p. 14

৪৩ বাংলার নব্য সংস্কৃতি—যোগেশচন্দ্র বাগল (বিশ্বভারতী, ১৯৫৮), পৃঃ ৭৬-৭৭

৪৪ The Annual Report (75th, 76th, 77th, 78th) of the Uttarpara Hitakari Sabha 1938—41, p. 70

৪৫ Six Months in India, Vol. I by Mary Carpenter (London, 1868), p. 244

৪৬ The Annual Reports (from forty-second to forty-nine) of the Uttarpara Hitakari Sabha, years 1905 to 1912, p. 8

৪৭ The Eighth Annual Report of the Ootterparah Hitakari Sabha for the year 1870-71, p. 12

৪৮ Ibid p. 13

৪৯ Ibid p. 13

৫০ Ibid pp. 27—36

৫১ Ibid pp. 37—40

৫২ Ibid pp. 24—26

৫৩ The Thirty-seventh Annual Report of the Hitakari Sabha 1899-1900, Uttarpara, 1901, p. 46 & p. 48

৫৪ Ibid pp. 33—36

৫৫ Ibid p. 15

৫৬ The Annual Reports (from forty second to forty-nine) of the Uttarpara Hitakari Sabha—years 1905 to 1912, pp. 112-13

৫৭ আর্য্যদর্শন পত্রিকা, আষাঢ় ১২৮৭—পৃঃ ১৪৪

৫৮ বামাবোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১২৯৩—'সাময়িক প্রসঙ্গ—বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা', পৃঃ ৩৫৪

৫৯ The Thirty seventh Annual Report of the Hitakari Sabha, 1899-1900, Uttarpara, p. 10

৬০ The Annual Report (from forty second to forty nine) of the Uttarpara Hitakari Sabha, years 1905 to 1912, p. 2

ভারতে কৃষিশিক্ষার অবস্থা : সভার অগ্রণী ভূমিকা

৬১ Life of Peary Chum Sircar by M. N. Sircar, M.A., B.L., (Calcutta, 1914), p. 30

৬২ A Bengal Zamindar, Jaikrishna Mukherjee of Uttarpara and

His Times (1808—1888) by Dr. Nilmani Mukherjee (1975), p. 289

৬৩ The History of Bengal—edited by Narendra Krishna Singha, p. 468

৬৪ Agricultural Education in India—K. C. Naik (Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, April 1961), p. 29

৬৫ The Indian Agriculturist, Oct. 2, 1882—'The Improvement of Indian Agriculture', p. 352

৬৬ কৃষি গেজেট, ৯ম সংখ্যা, সন ১২৯২ সাল, ২৯শে পৌষ, পৃঃ ১৯৯

৬৭ কৃষি গেজেট, ২২শ সংখ্যা, সন ১২৯৩ সাল, ৩০শে মাঘ, বাংলার কৃষিবিভাগ, পৃঃ ৫১৬

৬৮ কৃষি গেজেট ১২শ সংখ্যা, সন ১২৯২ সাল, ৩০শে চৈত্র, পৃঃ ২৬৫
[অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে এ-বিষয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল ; তাতে বলা হয়েছে ১লা জুন থেকে ক্লাস স্থরু হবে।]

৬৯ The History of Bengal—edited by Narendra Krishna Singha, p. 468

৭০ The Indian Agriculturist, July 2, 1883, p. 253

৭১ The History of Bengal—edited by Narendra Krishna Singha, p. 468

৭২ উত্তরপাড়া বিবরণ—অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০), পৃঃ ৫০

৭৩ Report of the Ootterparrah Hitokorry Shova for the year 1863-64, Appendix C, pp. 20-21

৭৪ Ibid p. 8

হিতকরী সভার সাহিত্যশাখা ও বার্ষিক অধিবেশন

৭৫ Ibid p. 14

৭৬ Bengal Past and Present, July to December 1970, Sir Jadunath Sarkar Birth Centenary Number—'A Charitable Effort in Bengal in the Nineteenth Century—The Uttarpara Hitakari Sabha' by Dr. Nilmani Mukherjee, p. 253

৭৭ The Eighth Annual Report of the Ootterparah Hitakari

Sabha for the year 1870-71, Literary Branch, p. 15

৭৮ উত্তরপাড়া বিবরণ—অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০), পৃঃ ৪৮-৪৯

৭৯ হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ (১ম খণ্ড)—সুধীরকুমার মিত্র (পরিবর্ধিত মিত্রাণী সংস্করণ, ১৯৬২), পৃঃ ৩৭৬ [এরূপ কোন পত্রিকার খবর অন্যসূত্রে প্রমাণিত হয়নি। মনে হয়, উত্তরপাড়া হিতকরী সভার বার্ষিক বিবরণীগুলিকে এক্ষেত্রে 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা' পত্রিকা ভাবা হয়েছে।]

৮০ উত্তরপাড়া বিবরণ—অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০), পৃঃ ৪৮

৮১ ভারতবর্ষ, ৪র্থ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৪, 'মধুস্মৃতি'—নগেন্দ্রনাথ সোম, পৃঃ ৭৬১

৮২ আর্য্যদর্শন পত্রিকা, চৈত্র ১২৮৩—'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা', পৃঃ ৫৭৬

৮৩ বামাবোধিনী পত্রিকা—বৈশাখ ১৩০৭—'সাময়িক প্রসঙ্গ', পৃঃ ৩

৮৪ Report of the Ootterparrah Hitokorry Shova for the year 1863-64, pp. 10-12

৮৫ Bengal Past and Present, July to December 1970, Sir Jadunath Sarkar Birth Centenary Number, 'A Charitable Effort in Bengal In the Nineteenth Century—The Uttarpara Hitakari Sabha' by Dr. Nilmani Mukherjee, p. 259

৮৬ সাহিত্যসাধক চরিতমালা (৬৫ নং) 'রমেশচন্দ্র দত্ত'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ, ১৩৬৮), পৃঃ ১৩

৮৭ Bengal Administrative Report 1911-12, p. *278*

৮৮ Uttarpara Hitakari Sabha—Anniversary meeting held on Saturday the 12th March 1977 etc, 'প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তরপাড়া হিতকরী সভা'—তারকদাস মিত্র, পৃঃ ৫

বঙ্গে নবচেতনা : উত্তরপাড়া হিতকরী সভার মূল্যায়ন

৮৯ বাংলার নব্য সংস্কৃতি—যোগেশচন্দ্র বাগল (বিশ্বভারতী, ১৯৫৮), পৃঃ ৪-৫

৯০ The Bengal Magazine—June 1875, p. 496

৯১ আর্য্যদর্শন পত্রিকা, চৈত্র ১২৮৩, 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা', পৃঃ ৫৭৬

৯২ আর্য্যদর্শন পত্রিকা, আষাঢ় ১২৮৭, 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সপ্তদশ সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণ' পৃঃ ১৪৪

৯৩ The Annual Reports (from Forty-second to Forty-nine) of

the Uttarpara Hitakari Sabha, years 1905 to 1912, p. 3

১৪ Bengal Past and Present—July to December, 1970, Sir Jadunath Sarkar Birth Centenary Number, 'A Charitable Effort in Bengal in the Nineteenth Century—The Uttarpara Hitakari Sabha' by Dr. Nilmani Mukherjee, p. 262

১৫ Uttarpara Hitakari Sabha—Anniversary meeting held on Saturday the 12th March 1977 etc., p. 10

১৬ The Bengal Magazine, June & July 1879, 'Notices of Books', p. 431

নির্দেশিকা

[প্রান্তলিখিত সংখ্যা পৃষ্ঠা-সংখ্যার সূচক]

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই কি হিতকরী সভার (হিঃ সঃ) সদস্য ছিলেন ?

বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সভাপতি (১৮৬৩-৯৩
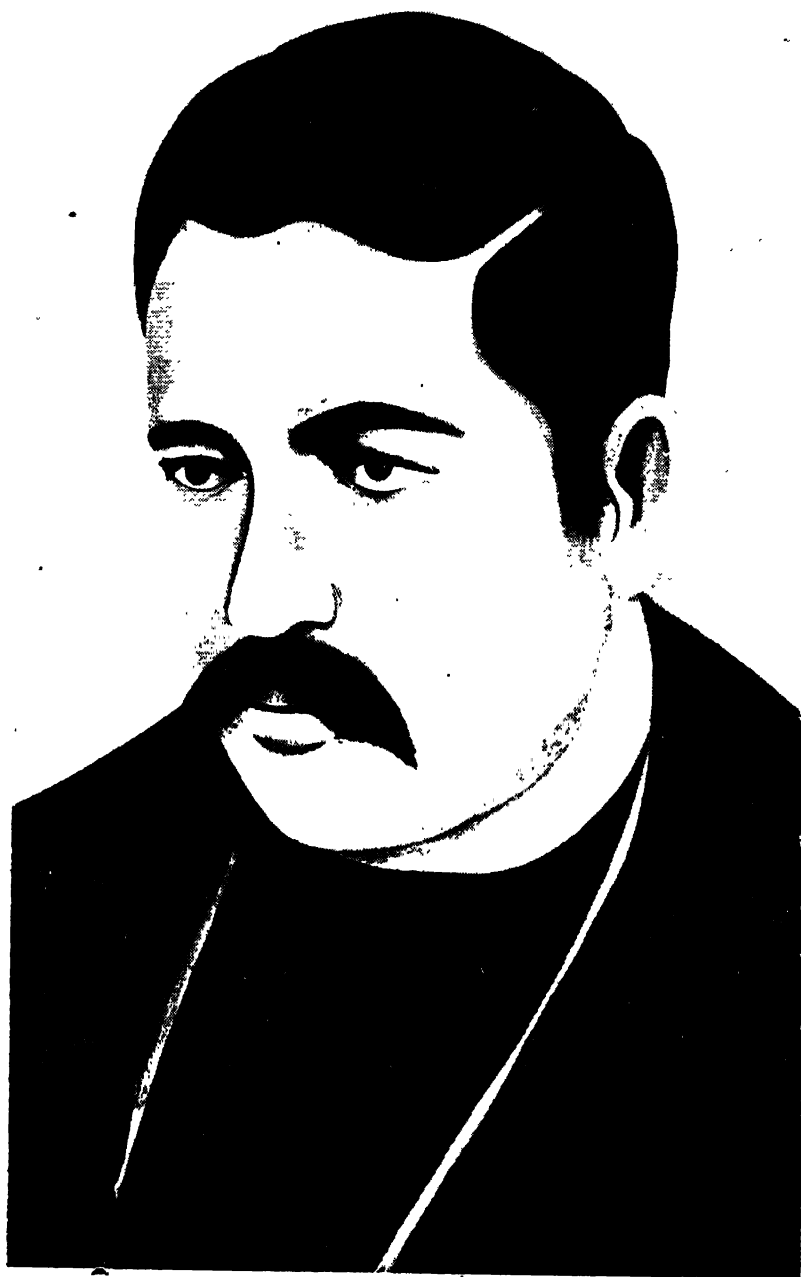
প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সহ-সভাপতি (১৮৬৩-৬৬)
ও সম্পাদক (১৮৬৬-৭০)
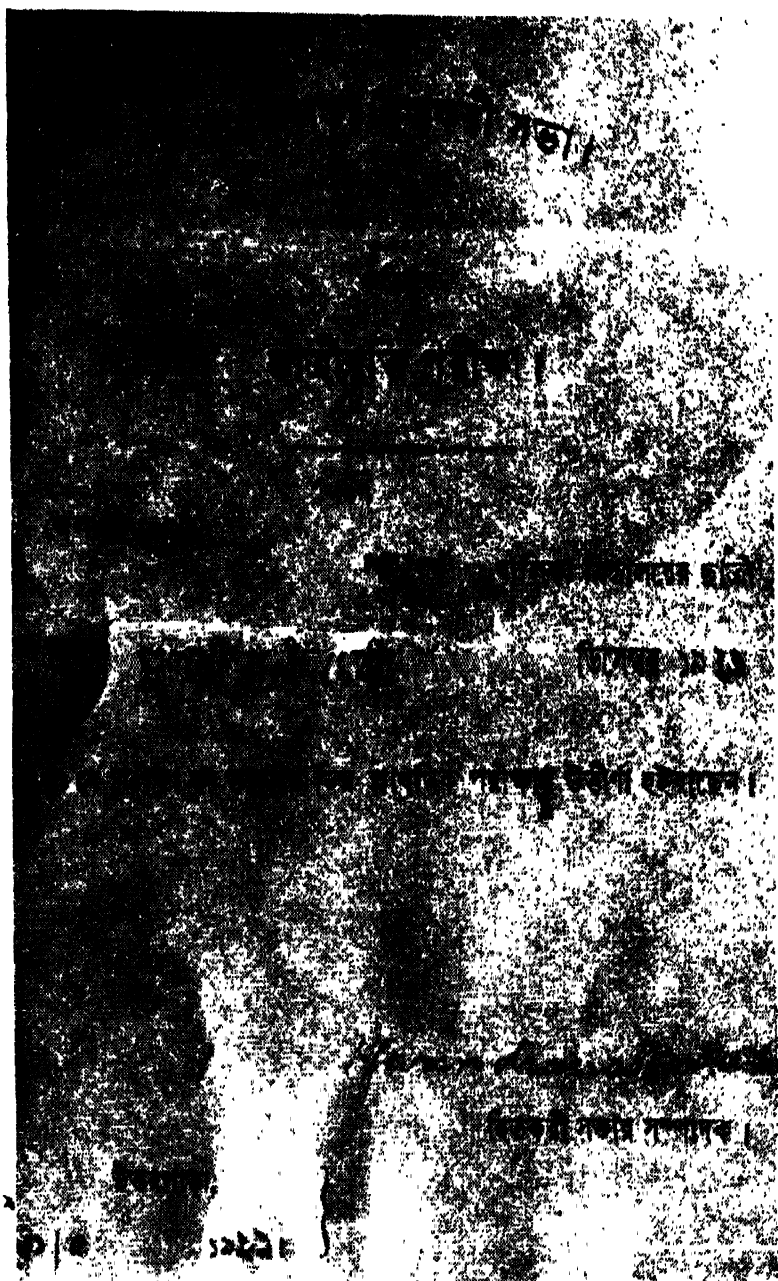
তুলসীরাণী দেবীকে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা প্রদত্ত
ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষার সার্টিফিকেট

ভাষা মন্দ নহে, তবে ইহার চরিত্রগুলি কিরূপ দাঁড়ায় এখন বলা যায় না। "বিজ্ঞান ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম" এ প্রবন্ধটীও মন্দ হয় নাই। এক্ষণে আমরা আশীর্ব্বাদ করি বালিকা যেন দীর্ঘজীবিনী হইয়া স্বদেশীয় কাননের শোভা বর্দ্ধন করে।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সপ্তদশ সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ।

আমরা প্রতিবৎসরই উত্তর পাড়া হিতকরী সভার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছি, সেই একই কারণে এবৎসরও তাহাই করিব। হিতকরী সভা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতভাবে সমাজের যে উপকার সাধন করিতেছে, তাহার যথার্থ প্রশংসা হইতে পারে না। ইহার সহিত কোন সভারই তুলনা হইতে পারে না। কারণ অন্যান্য সভা বক্তৃতামূলক বা আবেদন-প্রবণ। তাঁহারা বক্তৃতা করিয়া বা গবর্ণমেণ্টের নিকট কাঁদিয়া কিঞ্চিৎ চাহিয়া নিরস্ত হন; কিন্তু হিতকরী সভা কার্য্যমূলক, ইহা যথাশক্তি সমাজের কিঞ্চিৎ উপকার না করিয়া ক্ষান্ত হন না। হিতকরী সভার একটী প্রধান ব্রত স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন করা। হিতকরী সভা আজ সপ্তদশ বৎসর অবিচলিত ভাবে [illegible] সেই ব্রতপালনে রত রহিয়াছেন। [illegible] অন্তঃপুরিকা ও অপরিণত [illegible] বালিকা এই উভয় শ্রেণীর ছাত্রী-[illegible] শিক্ষা দান ও পরীক্ষা গ্রহণাদি [illegible] বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। [illegible] শ্যামলশস্যা বঙ্গভূমিকে জীবনচিহ্ন [illegible] হৃদয়-আনন্দে উৎফুল্ল হয়। [illegible] সকল স্থলেই সুশিক্ষিত গণ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উদাসীন। যদি দয়া করিয়া গবর্ণমেণ্ট কোন স্থানে স্ত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন তবেই মঙ্গল। নতুবা তত্তৎস্থানের নারীবৃন্দ চির-অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন রহিলেন। তাঁহাদিগের উদ্ধারের আর কোন আশা নাই। যদি আমরা বক্তৃতায় বা ইংরাজ-দ্বারে ক্রন্দনে আমাদিগের সময়, শক্তি, ও অর্থ বৃথা নষ্ট না করিয়া, নিম্নশ্রেণী ও স্ত্রীজাতির শিক্ষা বিধানে সে সকল ব্যয়িত করিতাম, তাহা হইলে ভারতের অবস্থা অচিরকাল মধ্যেই অন্যরূপ ধারণ করিত সন্দেহ নাই। হিতকরী সভার ন্যায় কার্য্যকরী সভা সকল যদি গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রদেশে প্রদেশে সংস্থাপিত হয়, যদি সেই সকল সভার প্রসর বাড়িয়া নিম্নশ্রেণীকেও অন্তর্ভূক্ত করে, তাহা হইলেই বুঝিব ভারতের আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা আছে।

আমরা সভাকে আবার অনুরোধ করিতেছি সভা যেন আপনার কার্য্যবিবরণ স্বদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত করেন। আমাদিগের অনুরোধ কখনই গ্রাহ্য হইবে না তাহাও আমরা জানি। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা প্রতিবার ইহা বলিব। কারণ সাহেবের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করা যদি সভার উদ্দেশ্য না হয় তাহা হইলে বৈদেশিক ভাষায় কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত করায় সভার যে কি লাভ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যতদিন মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার উপর আমাদিগের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা না জন্মিবে ততদিন আমাদিগের জাতীয় উন্নতির কোন আশা নাই।

'আর্য্যদর্শন' পত্রিকা (আষাঢ়, ১২৮৭)
১৪৪ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি